NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ কয়লার ব্যাপক ব্যবহার ও প্রকৃতির পরিবর্তিত রূপ

বিজেপির সদস্য-সহ ২০০ জনের তৃণমূলে যোগ ৭

কলকাতা ৭ মার্চ ২০২৪ ২৩ ফাল্গুন ১৪৩০ বৃহস্পতিবার সপ্তদশ বর্ষ ২৬৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 7.3.2024, Vol.17, Issue No. 265, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

নবান্নে 'দাদা', শুরু জল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লোকসভা ভোটের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বুধবার বিকেলে আচমকাই নবান্নে পৌঁছে যান বাংলার দাদা। সটান চলে যান মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে। সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলেছেন জাতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক। প্রায় আধঘণ্টা তাঁদের মধ্যে কথা হয়। সাড়ে পাঁচটা নাগাদ নবান্ন ছেড়ে চলেও যান তিনি। এই সাক্ষাৎকার নিয়ে কোনও তরফেই কিছু জানানো হয়নি। তবে ভোটের আগে এই স্বাক্ষাত নিয়ে নানা জল্পনা চলছে প্রশাসনের অলিন্দে। দিন কয়েক আগে এক জনপ্রিয় অভিনেত্রীর টেলিভিশন শোয়ে অংশ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এবার দাদাগিরির মঞ্চ সৌরভের সঙ্গে কি ভাগ করবেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান? তা নিয়েও দানা বেঁধেছে জল্পনা।

কড়া পদক্ষেপের বার্তা কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জামিন অযোগ্য পরোয়ানা নিয়ে জেলাশাসকদের ফের কড়া বার্তা রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের। কমিশন সূত্রে খবর, মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর থেকে জেলাশাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অবিলম্বে কমিশনের নির্দেশ পালন করুন, প্রয়োজনে কড়া পদক্ষেপ নিন। প্রসঙ্গত, কমিশনের ফুল বেঞ্চ রাজ্যে আসার আগেই মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরকে নির্দেশ পাঠানো হয়েছিল রাজ্যে জামিন অযোগ্য পরোয়ানা শূন্য করতে হবে। সেই নির্দেশ পালন না হওয়ায় সাংবাদিক সম্মেলন থেকেই কড়া বার্তা দিয়েছিলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। সূত্রের খবর, এরপর বুধবার ফের এই নিয়ে রাজ্যের জেলাশাসকদের কড়া বার্তা দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব।

রাহুল, প্রিয়ঙ্কা কোন আসনে!

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ: আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে অমেঠি থেকে রাহুল গান্ধি এবং রায়বরেলি থেকে তাঁর বোন প্রিয়ঙ্কা গান্ধি বঢরা প্রার্থী হচ্ছে! অন্তত এমনটাই বিশেষ সূত্রের খবর। জানা গিয়েছে, 'ইন্ডিয়া' মঞ্চের শরিক দলগুলি অমেঠি এবং রায়বরেলি লোকসভা কেন্দ্র থেকে গান্ধী পরিবারের সদস্যেরা প্রার্থী হোন বলে কংগ্রেসকে 'বার্তা' পাঠিয়েছিল। সেই দাবি মেনে অমেঠী থেকে রাহুল গান্ধী এবং রায়বরেলী থেকে তাঁর বোন প্রিয়ঙ্কা গান্ধী বঢরা প্রার্থী হতে পারেন বলে কংগ্রেসের একটি সূত্র জানাচ্ছে। ইতিমধ্যেই প্রথম দফায় ১৯৫ আসনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে ফেলেছে বিজেপি। তবে সূত্রের দাবি, নিজেদের প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা একপ্রকার চূড়ান্ত করে ফেলেছে কংগ্রেসও। বৃহস্পতিবার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে চূড়ান্ত সিলমোহর পড়তে চলেছে সেই তালিকায়।

নয়া ইতিহাসের সাক্ষী রইল কলকাতা, দেশে প্রথম গঙ্গার নীচে ছুটল মেট্রো

কলকাতায় তিনটি মেট্রো রুটের উদ্বোধন মোদির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পথ দেখিয়েছিল কলকাতা। ভূগর্ভস্থ মেট্রো রেলের সূচনা হয়েছিল কলকাতাতেই। বুধবার ফের সেই কলকাতাতেই দেশের প্রথম নদীর তলা দিয়ে মেট্রো রেলপথের সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এদিন কলকাতায় একসঙ্গে তিনটি মেট্রো করিডরের নয়া লাইনের উদ্বোধন করলেন মোদি।

এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশন থেকে সবুজ পতাকা দেখিয়ে গঙ্গার তলায় মেট্রোর উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পাশাপাশি কলকাতায় আরও দু'টি মেট্রো প্রকল্পের উদ্বোধনও করলেন তিনি। নিউ গড়িয়া থেকে রুবি পর্যন্ত এবং জোকা-তারাতলা মেট্রোপথের মাঝেরহাট পর্যন্ত সম্প্রসারিত অংশের উদ্বোধন করা হল। একইসঙ্গে দেশের আরও পাঁচটি মেট্রো প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন তিনি। এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশন থেকে একাধিক মেট্রো প্রকল্পের উদ্বোধনের পর স্কুলপড়ুয়াদের সঙ্গে মেট্রো সফর করলেন প্রধানমন্ত্রী। যাত্রাপথে স্কুলপড়ুয়াদের সঙ্গে আলাপচারিতাও করলেন তিনি। মেট্রো আধিকারিকদের সঙ্গে কথোপকথন হল তাঁর।

এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী বুধবার ওই অনুষ্ঠান থেকে পুনে মেট্রোর রুবি হল ক্লিনিক থেকে রামওয়ারি অংশ, কোচি মেট্রো প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের সম্প্রসারণ, আগ্রা মেট্রোর তাজ ইস্ট গেট থেকে মনকামেশ্বর পর্যন্ত অংশের এবং দিল্লি- মিরাট আরআরটিএস করিডরের দুহাই-মোদিনগর উত্তর শাখার উদ্বোধন করেন। পাশাপাশি তিনি পুনে মেট্রো প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের সম্প্রসারণ প্রকল্পের শিলান্যাস করেন। অনুষ্ঠানের সূচনায় প্রধানমন্ত্রী মেট্রোরেলের সংগ্রহশালা ঘুরে দেখেন এবং দেশের প্রথম আন্ডারওয়াটার মেট্রো প্রকল্পের কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁর সামনে এই প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য গুলি তুলে ধরা হয়। পরে ছাত্র-ছাত্রী,যুব প্রজন্মের সদস্য এবং মেট্রো রেলের কর্মীদের সঙ্গে তিনি ওই পথে মেট্রো সফর করেন। এসপ্ল্যানেড, হাওড়া এবং হাওড়া ময়দান স্টেশনের বাইরে বহু উৎসাহী জনতা প্রধানমন্ত্রীকে দেখতে ভিড় জমিয়েছিলেন। ওই অনুষ্ঠানের শেষে প্রধানমন্ত্রী বারাসাতের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

উল্লেখ্য কলকাতা মেট্রোর ইস্ট ওয়েস্ট করিডরের হাওড়া ময়দান -এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত ১৬.৬ কিলোমিটার অংশের ৫২০ মিটার অংশ গিয়েছে হুগলি নদীর তলা দিয়ে। যা পার হতে মাত্র ৪৫ সেকেন্ড সময় লাগবে বলে মেট্রোলেলের তরফে জানানো হয়েছে। ওই শাখার হাওড়া মেট্রো স্টেশন এই মুহূর্তে দেশের গভীরতম মেট্রো স্টেশন। নতুন এই মেট্রো প্রকল্পগুলির সূচনার ফলে কলকাতা সহ দেশের বিভিন্ন শহরে যোগাযোগ ব্যবস্থায় নতুন বিপ্লব আসবে বলে মনে করা হচ্ছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ডক্টর সি ভি আনন্দ বোস, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, সাংসদ সুকান্ত মজুমদার সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

'তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীরা বাংলার মা-বোনেদের অপমান করেছে'

বাংলাজুড়ে সন্দেশখালির ঝড় উঠবে: মোদি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে সন্দেশখালি কাণ্ডকে যে বিজেপি হাতিয়ার করতে চলেছে, তা একপ্রকার স্পষ্টই ছিল। বাস্তবে সেই সন্দেশখালি নিয়ে ঝড় তোলার আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আরামবাগ এবং কৃষ্ণনগরের পর বারাসতের জনসভা থেকেও সন্দেশখালি ইস্যুতে সরব নরেন্দ্র মোদি। কাছারি ময়দানে তৃণমূল তথা রাজ্য সরকারকে কড়া আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী। বললেন, নারীশক্তির এই অপমান শুধু সন্দেশখালিতে সীমিত থাকবে না। গোটা বাংলাতে সন্দেশখালির ঝড় উঠবে। তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীরা বাংলার মা-বোনেদের অপমান করেছে। তৃণমূল সরকার ঘোর পাপ করেছে বলেও বিঁধলেন মোদি। সন্দেশখালি কাণ্ডে বার বার সামনে এসেছে মহিলাদের অত্যাচার, ধর্ষণ, জমি কেড়ে নেওয়ার মতো অভিযোগ। আন্দোলনের প্রথম সারিতে দেখা যায় মহিলাদেরই। তাঁরাই বার বার শেখ শাহজাহান ও তাঁর শাগরেদদের গ্রেপ্তারের দাবি তোলেন। বুধবার বারাসতে সেই প্রসঙ্গ টেনে মোদি বলেন, 'বাংলার মা বোনেদের সঙ্গে ঘোর পাপ করেছে তৃণমূল সরকার। সন্দেশখালিতে যা হয়েছে তা মাথা নত করে দেয়। কিন্তু আপনাদের সঙ্গে যা হয়েছে তাতে এই সরকারের কিছু এসে যায় না। হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টেও ধাক্কা খেয়েছে রাজ্য। তা সত্ত্বেও সব জায়গায় মা বোনেদের উপর অত্যাচার করছে তৃণমূল নেতারা। আর ওই নেতাদের উপর ভরসা রয়েছে দলের। কিন্তু বাংলার মা-বোনেদের উপর ওদের ভরসা নেই। ওরা দুষ্কৃতীদের বাঁচানোর চেষ্টা করে সবসময়।'

মোদির পরিবার

এক জনসভায় বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালু প্রসাদ বলেছিলেন, 'মোদি বার বার দাবি করেন, বিরোধীরা পরিবারের জন্য লড়ছেন। আমি বলতে চাই আপনার (নরেন্দ্র মোদী) তো পরিবারই নেই!' তারই উত্তর বুধবার বারাসতের কাছারি ময়দানে দিলেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন বিজেপির 'নারী শক্তি বন্ধন' সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ওরা জানতে চায়, মোদির পরিবার কোথায়? এই ঘোর পরিবারবাদী নেতারা, আপনারা দেখুন! আমার দেশের এই বোনেরা যাঁরা এসেছেন, যাঁরা দেশের কোনায় কোনায় আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, তাঁরাই তো মোদির পরিবার।' এদিন সমাবেশের শুরুটাই করেন মোদি জয় কালী ও জয় দুর্গা বলে। কালী ও দুর্গার মাধ্যমে তিনি নারীশক্তির জয়গান করেন। বক্তৃতার মাঝে বাংলার মন জিততে বাংলার সংলাপও শোনা যায় মোদির মুখে।

ভোটমুখী বাংলায় আশাকর্মী, আইসিডিএস কর্মীদের বেতন বাড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে যখন বঙ্গে এসে নতুন তিনটি মেট্রো প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঠিক সেই সময়ই ভোটমুখী বাংলায় আশাকর্মী, আইসিডিএস ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আন্তর্জাতিক মহিলা দিবসের প্রাক্কালে রাজ্যের মহিলা কর্মজীবীদের জন্য সুখবর দিলেন তিনি। বুধবার সকালে যখন দেশের মধ্যে প্রথম কলকাতায় গঙ্গার নীচে মেট্রো উদ্বোধন করতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রায় সেই সময়, ফেসবুকে পূর্ব নির্ধারিত ঘোষণা অনুযায়ী, ৪৯ সেকেন্ডের বার্তা দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, আশা কর্মীদের বেতন ৭৫০ টাকা বাড়ানো হচ্ছে। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা এতদিন ৮,২৫০ টাকা করে পেতেন। তাঁদের বেতনও ৭৫০ টাকা করে বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

পাশাপাশি দীর্ঘদিন বেতন বাড়েনি আইসিডিএস কর্মীদেরও। আইসিডিএস কর্মীরা এতদিন ৬ হাজার টাকা করে পেতেন। তাঁদের ৫০০ টাকা করে বেতন বাড়ানোর ঘোষণা করলেন মমতা। এপ্রিল মাস থেকেই এই বর্ধিত বেতন কার্যকর হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, সরকার এভাবেই সবার সুযোগ-সুবিধার কথা খেয়াল রেখে কাজ করে যাবে।

এদিন সকাল দশটা নাগাদ ফেসবুক লাইভে এসে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাংলার মানুষের সুখ-দুঃখের খেয়াল রাখা, তাঁদের হিতার্থে দিবারাত্রি কাজ করে যাওয়ার জন্য আমি এবং আমার জনদরদি মা-মাটি-মানুষের সরকার সদা সচেষ্ট। আজ থেকে আমাদের গর্ব, সমাজের দিশা - আশা কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং অঙ্গনওয়াড়ি হেল্পারদের মাসিক বেতন বৃদ্ধি করা হল। আমি আমৃত্যু এইভাবেই আপনাদের জন্য কাজ করে যাব। আপনারা ভালো থাকলেই, আমার ভালো থাকা। জয় হিন্দ! জয় বাংলা!'

মঙ্গলবারই জেলা সফর থেকে কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তার পরে রাজ্যের প্রশাসনিক ভবন নবান্নে দীর্ঘক্ষণ কাটিয়ে কালীঘাটের বাড়ি ফেরেন। রাত দশটার কাছাকাছি সময়ে নিজের ফেসবুক ফেসে আচমকাই তিনি লেখেন, 'আগামিকাল (বুধবার) সাধারণ মানুষের জ্ঞাতার্থে বিশেষ ঘোষণা। নজর রাখুন আমার ফেসবুক পেজে।' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওই ঘোষণার পরেই নানা জল্পনা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। বুধের সকালে তিনি কী ঘোষণা করতে পারেন, তা নিয়ে নানা মহলের পক্ষ থেকে নানা জল্পনার কথা জানানো হয়। অধিকাংশ রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মনে করেছিলেন, লোকসভা ভোটের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করতে পারেন। ফলে সকাল দশটা নাগাদ অনেকেই মুখ্যমন্ত্রীর ফেসবুক লাইভের দিকে বিশেষ নজর রেখেছিলেন। নির্ধারিত সময়ে ফেসবুকে এসে আশা ও অঙ্গনওয়ারি কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেন তিনি।

সিবিআই হেপাজতে শাহজাহান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সিআইডি বনাম সিবিআই! হেভিওয়েট অভিযুক্ত শেখ শাহজাহানকে নিয়ে আসার জন্য যেন বুধবারও কার্যত লুকোচুরি চলল। সিবিআই যখন শাহজাহানকে নিয়ে যাওয়ার অপেক্ষা, তখন কোনও এক ফাঁকে সিআইডি শাহজাহানকে নিয়ে পৌঁছে গেল এসএসকেএম-এ। অবশেষে ইডি যখন ফের আদালত অবমাননার অভিযোগ দায়ের করার ভাবছে তখন ভবানীভবন থেকে শেখ শাহাজানকে তুলে দেওয়া হয় সিবিআই-এর হাতে। দীর্ঘ টালবাহানা পর অবশেষে সন্দেশখালির কাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত শেখ শাহজাহানকে হাতে পেল সিবিআই। বুধবার সকাল থেকেই কোর্টের নির্দেশ যাচ্ছিল রাজ্যের বিপক্ষে। মঙ্গলবার হাইকোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও, উপযুক্ত কাগজ থাকলেও শেখ শাহজাহানকে রাজ্য পুলিশের তরফে সিবিআই-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়নি। রাজ্যের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় ইডি। বুধবার বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, বিকেলেই সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিতে হবে শাহজাহানকে। তার পর ভবানী ভবনে পৌঁছে যায় সিবিআই। তাদের সঙ্গে ছিলেন সিআরপিএফ। দীর্ঘ সময় ধরে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলে। চলে 'নাটক'-ও। কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে সন্দেশখালিকাণ্ডের তদন্ত এখন সিবিআইয়ের হাতে। মঙ্গলবার হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছিল, শাহজাহানকেও সিবিআইয়ের হাতেই তুলে দিতে হবে। ওই নির্দেশ পাওয়ার পর পরই ভবানী ভবনে পৌঁছে যান সিবিআই আধিকারিকেরা। কিন্তু প্রায় ২ ঘণ্টা অপেক্ষার পর শাহজাহানকে না-নিয়েই ফিরতে হয় তাঁদের। সূত্রের খবর, সিআইডি জানায়, হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে রাজ্য। তাই এই মামলাটি বিচারাধীন। যদিও রাজ্যের দ্রুত শুনানির আর্জি খারিজ হয়ে যায় শীর্ষ আদালতে। বুধবার সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দেয়, হাইকোর্টের নির্দেশই বহাল থাকছে। তবে মনে করলে প্রধান বিচারপতির কাছে এ নিয়ে আবেদন জানাতে পারে রাজ্য। এদিকে, মঙ্গলবার শেখ শাহজাহানকে সিবিআই-এর হাতে তুলে না দেওয়ায়, আদালত অবমাননার মামলা ঠোকে ইডি। যাতে ফের বুধবার বিকেলের মধ্যে শাহজাহানকে সিবিআই-এর কাছে হস্তান্তরের নির্দেশ দেওয়া হয়। বিকেল ৪.১৫ নাগাদ তাকে সিবিআই হেপাজতে দেওয়ার নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। ঘড়ির কাঁটায় প্রায় ৫টা। আদালতের দেওয়া সময় পেরিয়ে গেলেও কেন শাহজাহানকে সিবিআইয়ের হাতে দেওয়া হল না, এ নিয়ে প্রশ্ন তোলে ইডি। রাজ্যের বিরুদ্ধে আবারও আদালত অবমাননার অভিযোগ নিয়ে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার তোড়জোড় শুরু করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তার পর সন্ধ্যা নাগাদ দেখা যায় শাহজাহানকে নিয়ে এসএসকেএমে গিয়েছে সিআইডি। বেশ কিছু ক্ষণ ধরে সেখানে স্বাস্থ্যপরীক্ষা হয় তাঁর। শেষে ৬টা ৪৫ নাগাদ সিবিআই শেখ শাহজাহানকে হেপাজতে নেয়। এরপরই তাকে নিয়ে নিজাম প্যালেসের উদ্দেশে রওনা হয়।

আজীবন বিজেপিতে থাকার প্রতিজ্ঞা নিয়ে গেরুয়া পতাকা তুলে নিলেন তাপস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তৃণমূলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হতেই তাঁর বিজেপিতে যোগদানের জল্পনা শুরু হয়েছিল। তবে অনেকেই ভেবেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ৭ মার্চ 'বড় যোগদান'-এই পদ্ম শিবিরে যোগ দেবেন তিনি। তবে তার আগেই বিজেপির পতাকা তুলে নিলেন সদ্য তৃণমূল ত্যাগী বিধায়ক তাপস রায়।

সল্টলেকে বিজেপি কার্যালয়ে বুধবারই বিজেপিতে যোগ দিলেন তাপস রায়। বর্ষীয়ান নেতা বলেন, 'এই (তৃণমূল) সরকারকে উৎখাত করে বাংলায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বিজেপি যোগদান আমার।' আজীবন বিজেপিতে থাকার বিষয় 'প্রতিজ্ঞাবদ্ধ' -ও হলেন। তাপস বলেন, 'আজ থেকে আমি মোদি পরিবারের সদস্য হলাম। যত দিন রাজনীতিতে থাকব, এই দায়িত্ব পালন করব। দলের প্রতি আমি ১০০ শতাংশ সৎ থাকব।' এদিন তাঁর যোগদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার সহ বঙ্গ বিজেপির আরও অনেককেই। তিন বারের বরানগরের বিধায়ক ছিলেন তাপস। তৃণমূলের সঙ্গে ২৩-২৪ বছরের সম্পর্ক তাপসের। সোমবার দীর্ঘ এই রাজনৈতিক যোগ ছিন্ন করেন তাপস। তৃণমূলের সদস্যপদ ছাড়ার পাশাপাশি ছাড়তে চাইছেন বিধায়ক পদও। এদিকে বিধানসভা সূত্রে খবর, এখনও বিধায়ক হিসাবে তাঁর ইস্তফাপত্রও গৃহীত হয়নি। তৃণমূল একদম শেষে তাপসকে আটকাতে চেষ্টা করলেও পারেনি। এদিন বিজেপিতে যোগ দিয়ে তাপস রায় জানান, 'আমি আজ থেকে বিজেপি পরিবারের এবং মোদিজির পরিবারের সদস্য হলাম। বাংলায় অরাজকতা চলছে। এই সরকার শেখ শাহজাহানদের সরকার, উত্তম সর্দারদের সরকার, শিবু হাজরাদের সরকার। এই সরকার সংবিধান আইনকানুনের কথা বলে অথচ হাইকোর্টের নির্দেশ মানে না। বাংলা থেকে এই অমানবিক জলদস্যুদের সরিয়ে সকলে মিলে যাতে শান্তির বাংলা গড়তে পারি, তাই বিজেপিতে যোগ দিলাম।'

এরই পাশাপাশি বিজেপিতে যোগ দিয়েই শুভেন্দু অধিকারী ও অধিকারী পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতার ঝুলি উপুড় করে দিতে দেখা যায় বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ তাপস রায়কে। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, 'অধিকারীদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক বহু বছরের। একটা সময় এই পরিবারে যাতায়াত ছিল। থেকেছি, খেয়েছি, ছাত্র-যুব আন্দোলন করেছি। দীর্ঘ বছরের সম্পর্ক। একটু আগেই দিব্যেন্দুর ফোন এসেছিল।' এদিকে তাপস রায়ের প্রশংসাও শোনা যায় শুভেন্দু-সুকান্তদের গলায়। নতুন সদস্যকে দলে পেয়ে শুভেন্দু অধিকারী এদিন বলেন, স্বচ্ছ ভাবমূর্তির নেতাদের দল চায়। তাপস রায় অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ। অন্যদিকে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা মঙ্গল পাণ্ডে জানান, বাংলায় বিজেপির হাত শক্ত হচ্ছে। সুকান্ত মজুমদারও বলেন, স্বচ্ছতার সঙ্গে রাজনীতি করেছেন তাপস রায়। এদিকে বিধানসভা সূত্রে খবর, পদ্ধতিগত ত্রুটি থাকায় বুধবারও গৃহীত হয়নি বিধায়ক পদে তাপস রায়ের ইস্তফাপত্র। বধানসভার স্পিকার জানিয়েছেন, 'পদ্ধতিগত ত্রুটি রয়েছে। সেই কারণে পদ্ধতিগত সংশোধন করে তিনি নতুন করে ইস্তফাপত্র দেবেন বলে জানিয়েছেন। যদি তিনি সেটা দেন, তখন আমি সেটা বিবেচনা করে দেখব।' সঙ্গে বৃহস্পতিবার বেলা ১টায় তাপস রায়কে বিধানসভায় আসতে বলা হয়েছে বলেও জানান স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রসঙ্গে তাপস রায়ও এদিন বলেন, 'একটি ফরম্যাট আছে তো। বৃহস্পতিবার দুপুর ১টায় এসে গোটা বিষয়টি হয়ে যাবে। পদ্ধতিগত কারণে বৃহস্পতিহবার আসতে হবে। স্পিকার বিশিষ্ট আইনজীবী। আমিও নিয়ম মেনে চলা মানুষ, অনৈতিক কিছু করিনি, করবও না।'একইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, 'গ্রহণ হোক বা না হোক, আমি ইস্তফা দিয়ে দিয়েছি। যে যে পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছি সেগুলো ফেরানোর কোনও প্রশ্ন নেই।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৯/০২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১১৬৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Sujit Kr. Dey (old name) S/o. Brojendra Kumar Dey R/o. Rajbati Akhan Bazar, Chandibabur Bagan, Chinsurah, Hooghly-712101, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sujit Kumar Dey (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Sujit Kr. Dey & Sujit Kumar Dey S/o. Brojendra Kumar Dey উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Rahitagni Dey.

নাম-পদবী

গত ০৬/০৩/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১৭৫৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Manoj Kr. Singh (old name) S/o. Harishankar Singh R/o. Vivekananda Pally, Sahaganj, Chinsurah, Hooghly-712104, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Manoj Kumar Singh (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Manoj Kr. Singh & Manoj Kumar Singh S/o. Harishankar Singh উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার কন্যা Khushbu Singh.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৭ই মার্চ। ২৩ শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার। দ্বাদশী তিথি। জন্মে মকর রাশি। অষ্টত্তরি বৃহস্পতির বিংশোত্তরী রবির মহাদশা। মৃতে দোষ ত্রিপাদ।

মেষ রাশি : গ্রহ অবস্থান যা তাতে আজকের দিনটি খুব সাধারণ ভাবে কাটবে। যারা ইলেকট্রিক্যাল ব্যবসা করেন যারা মেকানিক্যাল ব্যবসা করেন, বাণিজ্যের সুযোগ আসবে--তবে আজকে নয়। প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলুন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ দলের হয়ে মত প্রকাশ, না করা শুভ। সকালে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, গুপ্ত শত্রু ষড়যন্ত্র থাকবে ।ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : বিদ্যাযোগে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ে যাদের কথা পাকা হওয়ার ছিল, তাদের সু-সম্পর্ক বজায় থাকবে। প্রেমিক যুগল শুভদিন। বাণিজ্য অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা বিশেষত যারা জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে কাজ করেন, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। দুর্গা মায়ের নামকরণ।

মিথুন রাশি : বেতনভুক কর্মচারীদের- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া কাজ, শেষ করার জন্য সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে, বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে কাজ করেন তাদের অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকলেও বিশেষ কোনো অশুভ যোগ নেই। দেবী মহাকালীর নাম করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কর্কট রাশি : গ্রহ অবস্থান রাশিচক্র অনুসারে আজ খুবই সতর্ক থাকার দিন। বাড়িতে গৃহ-বিবাদ। কর্মে অশান্তি দায়ক পরিবেশ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কুনজর থাকবে। যারা পুলিশ-প্রশাসন-সেনা, সরকারি আধিকারিক তাদের সতর্ক হয়ে আজকের দিনটি বাক্য ব্যয় করা উচিত। সন্তানের বিদ্যালয়ে একটি সমস্যা দেখা দেবে, ঠান্ডা মাথায় ধৈর্য ধরে তা সমাধান করা উচিত, পরিচিত কোন মানুষের দ্বারা মনে কষ্টপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। দুর্গা মায়ের নামকরণ শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পারিবারিক যে সমস্যা দানা বেঁধেছিল তা সমাধান হয়ে পড়বে। বি পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যবসায় অর্থপ্রাপ্তি- বিশেষত যারা হোটেল-রেস্তোরা ব্যবসা করেন। জমি বাস্তু বিষয় অতীব শুভ। সমাজে সম্মান প্রাপ্তি এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে দূর্বা প্রদান করলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি। কর্ম প্রার্থী যারা, তাদের কাছে নতুন সুযোগের সম্ভাবনাময় কাল। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন চুক্তির সম্ভাবনা। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। যাকে কথা দিয়েছিলেন সে কথা রাখার জন্য, আজ বড় আর্থিক লাভ সম্ভাবনা। পরিবারে নারীর বুদ্ধির দ্বারা জয় লাভ। ভক্ত হনুমানজির চরণে আরতী করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : গ্রহ যোগ আজকে যা আছে তাতে নতুন বড় কোন ব্যবসায়িক চুক্তির সম্ভাবনা। বেতনভোগ কর্ম যারা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে যারা কাজ করেন, যাদের খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা, যাদের তরল পদার্থ এবং বাস্তু জমি বিষয় ব্যবসা তাদের লাভ প্রাপ্তির সম্ভাবনা, বিদ্যা যোগ। শুভ উচ্চ বিদ্যা যোগ। সুখ বৃদ্ধি কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের কাছে, নতুন পথের সম্ভাবনা। ধৈর্য ধরে নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে চলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর উদ্দেশ্যে পুজো পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ সতর্ক থাকার দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রবল আকার নেবে, বুদ্ধির দ্বারা প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার দ্বারা ছলে বলে কৌশলে, শত্রুকে পরাজিত করতে পারবেন। বাণিজ্যে নতুন ভাবে লগ্নী করা উচিত নয়, সন্তানের কারণে পরিবারে অশান্তির যোগ। এক গৃহ শিক্ষকের কারণে ভুল বোঝাবুঝি। বেতন ভোগ কর্মচারীদের কোন পরিস্থিতিতেই তর্ক ও বিতর্কে না জড়িয়ে এই বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়া মঙ্গলজনক। পরিবারে তর্কবিতর্কের সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে দেবী দুর্গা মায়ের উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হোক তৈরি হবে।

ধনু রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থ লাভ। বেতনভোগ কর্মচারীদের সম্মান প্রাপ্তি এবং অর্থ লাভ বিশেষত যারা বৈধভাবে পশু পাখির ব্যবসা করেন। যারা কাচের দ্রব্যের ব্যবসা করেন। যারা তরল পদার্থ, জল দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। প্রবীন মানুষ যিনি উ চিকিৎসার জন্য কোথাও ছিলেন তিনি আজ বাড়ি ফেরার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আয় এর থেকে ব্যয় বৃদ্ধি। আজ সামান্য কথাতে তর্কের সম্ভাবনা। আপনার ভেতরের শৈল্পিক মানসিকতা কিছু মানুষের ঈর্ষা র কারণ হয়ে পড়বে। ইনস্টিটিউট বা বিদ্যা বিষয়ক ব্যবসা-বাণিজ্যে যারা আছেন তাদের সফলতা থাকবেই। বাড়ি জমি বাস্তু বিষয় শুভ চিন্তা হবে। নতুন এক সম্পর্কের দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চদীপ জেলে আরতি কোন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : গত দিনের যে অস্থিরতা ছিল আজ তার শান্তির বাতাবরণে থাকবে। আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে সম্মান প্রাপ্তির দিন। অর্থ প্রাপ্তির দিন বুদ্ধির দ্বারা জয়ী উ হবার দিন। প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতায় আজ প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি ।নতুন কর্মের সুযোগ। বাণিজ্যের লগ্নী করতে পারেন অসুবিধা নাই। যারা আমন্ত্রণ অনুসন্ধান বিভাগে কাজ করেন তাদের খুবই শুভ যোগ। প্রশাসনিক কর্মে যারা কাজ করেন তাদেরও শুভ যোগ। বিদ্যা যোগের শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। বাড়ীর গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে, আতপ চাল সহ দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : মানসিকভাবে কোন সংবাদে দুঃখ পেতে পারেন। যে কাজটা আটকে গেল, যে কাজের জন্য আপনি কিছু সময় পরিশ্রম করেছেন, সেই বিষয়ে হয়তো ভবিষ্যতে কোন সুযোগ আসবে। আজকে গ্রহ সংস্থান বলছে খুব সতর্ক হয়ে চলা ভালো। যাকে বিশ্বাস করেছেন তিনি অবিশ্বাসের কাজ করতে পারেন। বিবাহে ডিভোর্সের যে মামলা চলছে, সেই বিষয়ে আজ কোন মতামত না দেওয়া শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভত্ব তৈরি হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ২৮/০২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১৪২৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Mou Mukherjee (old name) D/o. Malay Kumar Chattopadhyay R/o. Daspara, Jirat, Balagarh, Hooghly-712501, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Mou Chattopadhyay (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Mou Mukherjee & Mou Chattopadhyay D/o. Malay Kumar Chattopadhyay উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/০৩/২৪ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ৮২৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Rima Goswami (old name) W/o. Madan Kumar Goswami R/o. Meri Park, Olaichanditala, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Rima Mukhopadhyay Goswami (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Rima Goswami ও Rima Mukhopadhyay Goswami W/o. Madan Kumar Goswami উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Agnideep Goswami.

নাম-পদবী

গত ৩১/০১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৫৩ নং এফিডেভিট বলে Mainul Islam Mallick S/o. Abdul Mannan Mallick ও Mainul Islam Mullick S/o. A. M. Mullick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩১/০১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৫৪ নং এফিডেভিট বলে Akhay Kumar Das S/o. Nibaran Chandra Das ও Akshaya Kr. Ds S/o. Lt. N. Ch. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০১/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩১৭০ নং এফিডেভিট বলে Sekh Ajahar Ali S/o. Alauddin Ostagar ও Sk. Ajahar Ali S/o. A. Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৫/০৩/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ২৯ নং এফিডেভিট বলে Mohosam Rahaman S/o. Mofazzal Rahaman ও Sk. Mohosam Rahaman S/o. Sk. Mofazzel Rahaman সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০১/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩২১৬ নং এফিডেভিট বলে Sadhan Ghosh S/o. Nimai Ghosh ও Sadhan Ch. Ghosh S/o. N. Ch. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০১/০৩/২৪ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে ৮৫ নং এফিডেভিট বলে Sumanta Narayan Poddar S/o. Sushil Kumar Poddar ও Mr. Sumanta Narayan Poddar S/o. Mr. Sushil Kr. Poddar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০১/০৩/২৪ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে ৮৬ নং এফিডেভিট বলে Samir Kumr Sil S/o. Pasupati Sil ও Samir Shil S/o. P. Shil সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০১/০৩/২৪ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে ৮৭ নং এফিডেভিট বলে Subir Sil S/o. Pasupati Sil ও Subir Shil S/o. P. Shil সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০১/০৩/২৪ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে ৮৮ নং এফিডেভিট বলে Manas Bandyopadhyay S/o. Pranata Bandyopadhyay ও Shri Manas Bandyopadhyay S/o. Shri Pranata Bandyopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০১/০৩/২৪ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে ৮৯ নং এফিডেভিট বলে Prabir Kumr Sil S/o. Pasupati Sil ও Prabir Shil S/o. P. Shil সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০১/০৩/২৪ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে ৯০ নং এফিডেভিট বলে Nemai Karmaker S/o. Keshab Chandra Karmaker ও Nimai Karmakar S/o. K. Ch. Karmakar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০১/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩২১৫ নং এফিডেভিট বলে Asok Sen S/o. Satyanarayan Sen ও Ashok Sen S/o. S. Sen সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০১/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩২১৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Subhasis Singha ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sailendra Nath Singha ও S. Singha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৯/০১/২৪ S.D.E.M., আরামবাগ, হুগলী কোর্টে ১৬৭২ নং এফিডেভিট বলে আমি Sumanta Adhikari ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Subodh Chandra Adhikari ও S. Adhikari S/o. Gobinda Adhikari সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

আমি Banyi Ghosh, W/O. Late Hajari Lal Ghosh, সাং- শিমুলিয়া, পোঃ নদীয়া শিমুলিয়া, থানা- ভীমপুর, জেলা- নদীয়া, ০৬-০৩-২০২৪ তারিখের কৃষ্ণনগর এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এফিডেভিট বলে Banyi Ghosh, Suraban Ghosh ও Subran Ghosh একই ব্যক্তি এবং Hajari Lal Ghosh ও Hajari Ghosh একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা নদীয়া মোকাম নবদ্বীপ সিভিল জজ (জুঃ ডিঃ) আদালত।
টি. এস. - ০২/২০২২
বাদী- শিব শংকর সাহা
-বনাম-
বিবাদী- সঞ্জয় ঘোষ দীং

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমার বাদী শ্রী শিব শংকর সাহা, পিতা- মৃত রাধারমণ সাহা, সাং- প্রাচীন মায়াপুর সীতানাথ লেন, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া মহাশয়, বিবাদী শ্রী দেবব্রত চক্রবর্ত্তী, পিতা- মৃত অজিত কুমার চক্রবর্ত্তী, সাং- নিদয়া ঘাট, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া দীং- এর বিরুদ্ধে জেলা- নদীয়া, থানা ও এ. ডি. এস. আর.- নবদ্বীপ ৮ নং তৌজি, পরগণা- বাগোয়ান, মৌজা- ৫নং রুদ্রপাড়া মধ্যে নবদ্বীপ পৌরভার অন্তর্গত ২১ নং ওয়ার্ডের প্রাচীন মায়াপুর রোডস্থ এল. আর. ৬২৯১ নং দাগের এল.আর. ২৭৩৪৮ নং খতিয়ানের ১১.৮৫ শতক সম্পত্তি ও এল. আর. ২৮২৭৬ নং খতিয়ানের ৩১ শতক সম্পত্তি সর্বমোট ৪২.৮৫ শতক সম্পত্তি, রকম আউষ সম্পত্তি লইয়া উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমায় উপরিল্লিখিত বিবাদী দেবব্রত চক্রবর্ত্তী মোকর্দ্দমার সমন লইতেছেন না। সেকারনে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া জানানো যাইতেছে যে, উক্ত দেবব্রত চক্রবর্ত্তী যদি অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে হাজির না হন তাহা হইলে উক্ত দেবব্রত চক্রবর্ত্তী- এর, বিরুদ্ধে এক তরফা আদেশ হইয়া যাইবে।

আদেশানুসারে
Ripan Majumder
সেরেস্তাদার
সিভিল জজ (জুঃ ডিঃ) আদালত,
নবদ্বীপ, নদীয়া, ৩০/১১/২০২৩

CHANGE OF NAME

I, HARESHWAR GUPTA son of Satya Narayan Prasad of residing at 321, Alliance coolie line, Post office & Police Station- Jagatdal, Pin-743125, District:- North 24 Parganas, shall be henceforth be known as HARESHWAR PRASAD DECLARED BEFORE Learned Judicial Magistrate, 1st Class at Barrackpore vide S.L. No-20. HARESHWAR GUPTA and HARESHWAR PRASAD is the same and one identical person who refers to me.

CHANGE OF NAME

I, ADIL ASLAM son of Late Md Aslam Ansari of 11, Dakshin Ananda Prasad Banerjee Road, Po-Kankinara, Ps-Bhatpara, District:- North 24 Parganas, Pin-743126 declares that MD ASLAM ANSARI is/was my father and his name has been recorded as Md Aslam Ansari in my all educational documents and his name has been recorded as ASLAM ANSARI in my Aadhaar Card and Voter Identity card. Md Aslam Ansari AND Aslam Ansari is the same and one identical person who refers to my deceased father on the strength of Affidavit of 1st Class Judicial Magistrate at Barrackpore vide S.L.NO-53 dated 02-03-2024.

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬
মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর
মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ
পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম
সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।
মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম।
মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।
লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া
অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া
ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩০৬৬৯৫১৮

অমেঠিতে রাহুল, রায়বেরিলিতে প্রিয়ঙ্কা এবার প্রার্থী কংগ্রেসের! বলছে সূত্র

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ: আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে অমেঠি থেকে রাহুল গান্ধি এবং রায়বরেলি থেকে তাঁর বোন প্রিয়ঙ্কা গান্ধি বঢরা প্রার্থী হচ্ছে! অন্তত এমনটাই বিশেষ সূত্রের খবর। জানা গিয়েছে, 'ইন্ডিয়া' মঞ্চের শরিক দলগুলি অমেঠি এবং রায়বরেলি লোকসভা কেন্দ্র থেকে গান্ধী পরিবারের সদস্যেরা প্রার্থী হোন বলে কংগ্রেসকে 'বার্তা' পাঠিয়েছিল। সেই দাবি মেনে অমেঠী থেকে রাহুল গান্ধী এবং রায়বরেলী থেকে তাঁর বোন প্রিয়ঙ্কা গান্ধী বঢরা প্রার্থী হতে পারেন বলে কংগ্রেসের একটি সূত্র জানাচ্ছে।

ইতিমধ্যেই প্রথম দফায় ১৯৫ আসনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে ফেলেছে বিজেপি। তবে সূত্রের দাবি, নিজেদের প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা একপ্রকার চূড়ান্ত করে ফেলেছে কংগ্রেসও। বৃহস্পতিবার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে চূড়ান্ত সিলমোহর পড়তে চলেছে সেই তালিকায়।

কংগ্রেসের প্রথম তালিকাতেও রীতিমতো চমক থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। সূত্রের দাবি, ২০১৯-এ যে আমেঠি থেকে হেরেছিলেন দলের তৎকালীন সভাপতি রাহুল গান্ধি , সেখানেই ফের লড়বেন তিনি। বিজেপি আমেঠি থেকে ইতিমধ্যেই প্রার্থী হিসাবে স্মৃতি ইরানির নাম ঘোষণা করেছে। স্মৃতি ২০১৯-এ রাহুলকে ৫৫ হাজার ভোটে হারান। তাঁর আগে ২০১৪ সালে আবার রাহুল গান্ধির কাছে প্রায় দেড় লক্ষ ভোটে হারেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। উনিশে সাংসদ হওয়ার পর স্মৃতি পাঁচ বছর আমেঠির মাটি আঁকড়ে পড়ে রয়েছেন। আর হেরে যাওয়ার পর রাহুল সেখানে গিয়েছেন মাত্র ২ বার। তা সত্ত্বেও রাহুলকে আমেঠিতে টিকিট দিয়ে কংগ্রেস বার্তা দিতে চাইছে, হিন্দি বলয়ে বিজেপির সঙ্গে সমানে সমানে লড়াইয়ে তাঁরা কোনও অংশে পিছিয়ে নেই। যদিও সূত্রের দাবি, আমেঠির পাশাপাশি কেরলের ওয়ানড় থেকেও লড়বেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি। এদিকে যাবতীয় জল্পনার অবসান ঘটিয়ে রায়বরেলিতে প্রার্থী হচ্ছেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধিও। সোনিয়া প্রার্থী হবেন না ঘোষণা করার পর থেকেই ওই কেন্দ্রে প্রিয়াঙ্কার প্রার্থী হওয়া নিয়ে জল্পনা ছিল। আবার শোনা যাচ্ছিল প্রিয়াঙ্কা বারাণসীতেও প্রার্থী হতে পারেন। শেষপর্যন্ত রায়বরেলিতে প্রিয়াঙ্কাকেই প্রার্থী করছে হাত শিবির, বলছে সূত্র।

এমসিসিআইয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল 'এমসিসিআই ফুড প্রসেসিং অ্যান্ড হর্টিকালচার কনক্লেভ'

নিজস্ব প্রতিবেদন: মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্সের উদ্যোগে বুধবার কলকাতায় 'এমসিসিআই ফুড প্রসেসিং অ্যান্ড হর্টিকালচার কনক্লেভ'-এর আয়োজন করা হয়। এই সম্মেলনের মূল বিষয় ছিল 'ফুড প্রসেসিং অ্যান্ড হর্টিকালচার ইন ওয়েস্টবেঙ্গল দ্য রোড অ্যাহেড'। এদিনের এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব ডঃ সুব্রত গুপ্ত, নাবার্ডের জেনারেল ম্যানেজার পার্থ মণ্ডল, এপিইডিএ-র আঞ্চলিক প্রধান সীতাকান্ত মণ্ডল এবং এফ এস এস এ আই - এর রিজিওনাল ডিরেক্টর কর্নেল সুজয় কুমার।

এদিনের অনুষ্ঠানে এমসিসিআই-র সভাপতি নমিত বাজোরিয়া তাঁর স্বাগত ভাষণে বলেন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যান পালন ভারতের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় কৃষির জন্য অনুকূল বাণিজ্য অর্জনের জন্য মূল্য শৃঙ্খলের উন্নয়নের পাশাপাশি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্রে দ্রুত বৃদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এর পাশাপাশি কৃষি, উদ্যান পালন ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ পর্ষদের চেয়ারম্যান সুরেশ আগরওয়াল বলেন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার এটাই সেরা সময়। এছাড়াও রাজ্য সরকার ছোট ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগীদের সাহায্য করার জন্য কৃষি খাদ্য উদ্যান স্থাপন করেছে। এছাড়াও, হিমঘর, গুদামঘর, গুণমান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার, বর্জ্য পরিশোধন কেন্দ্র ইত্যাদি গড়ে তুলতে আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে। এমসিসিআই-র চা ও পাট পর্ষদের চেয়ারম্যান সঞ্জয় রাইওয়াসিয়ার ভোট অফ থ্যাংকসের মধ্য দিয়ে এদিনের এই অধিবেশনের সমাপ্তি হয়।

মোটোভোল্ট মোবিলিটি বাজারে আনল এম-৭

নিজস্ব প্রতিবেদন: নগরাঞ্চলের যাতায়াতকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করতে ভারতের একটি নেতৃস্থানীয় বৈদ্যুতিক টু-হুইলার কোম্পানি মোটোভোল্ট মোবিলিটি প্রাইভেট লিমিটেড বাজারে আনল মোটোভোল্ট এম ৭। সংস্থার তরফ থেকে জানানো হয়েছে, দেশের প্রথম উচ্চ-গতির বৈদ্যুতিক স্কুটার বিভাগে এই মাল্টি-ইউটিলিটি ই-স্কুটার নতুন পথ দেখাবে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, জার্মান প্রযুক্তি প্রয়োগ করে এবং একশত কোটি ভারতীয়ের চাহিদা কথা মাথায় রেখেই এই মোটোভোল্ট এম-৭-এ তৈরির ক্ষেত্রে নজর রাখা হয়েছে নিরাপত্তা, গুণমান, আরাম এবং স্থায়িত্বের ওপর। যা একে নতুন এক মাত্রা দিয়েছে। মোটোভোল্ট এম-৭ এর সূচনা করেন রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। এর পাশাপাশি এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের পরিবহণ দপ্তরের সচিব ডা. সৌমিত্র মোহন, আইএএস, জার্মানির কনসাল জেনারেল বারবারা ভস, কলকাতায়,

প্রখ্যাত অভিনেতা আবির চট্টোপাধ্যায়, ই-রকিটের সিইও আন্দ্রেয়াস জুরওয়েমে, এবং মোটোভোল্ট মোবিলিটি প্রাইভেট লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা তুষার চৌধুরী।

মানসিক অবসাদে নোয়াপাড়ায় আত্মঘাতী মাঝবয়সি মহিলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : মানসিক অবসাদে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হলেন এক মাঝবয়সি মহিলা। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে নোয়াপাড়া থানার পলতার উত্তরায়নে। মৃতার নাম লীনা দেবনাথ (৬০)। পুলিশ জানিয়েছে, এদিন সকালে পুত্র সায়ন দরজা খুলে দেখেন তাঁর মা সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলছে। ঝুলন্ত অবস্থা থেকে দেহ নামিয়ে ব্যারাকপুর বিএন বসু মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। পুলিশের দাবি, এক বছর আগে তাঁর স্বামী মারা গিয়েছেন। তারপর থেকেই ওই মহিলা মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন।

পুলিশ বাহিনীর ও দমকলে ২ হাজারের বেশি শূন্য পদে নিয়োগের পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লোকসভা নির্বাচনের আগে পুলিশ ও দমকলে শূন্যপদ পূরণ করতে উদ্যোগী হল রাজ্য সরকার। অনুষ্ঠানিকভাবে ভোট ঘোষণা হয়ে গেলে নতুন করে কর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করার জটিলতা রয়েছে। তাই ভোট ঘোষণার আগে বুধবার শেষ মন্ত্রী সভার বৈঠকে পুলিশ বাহিনীর ও দমকলে ২০০০ এর বেশি শূন্য পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিহিত হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। এরমধ্যে পুলিশ বাহিনীতে ১৩০০ এর বেশি কর্মী নিয়োগ হবে। যার মধ্যে বিভিন্ন স্তরে ৩৫০ কর্মী নিয়োগ হবে কলকাতা পুলিশে। দমকলে প্রায় ৬০০ কর্মী নিয়োগের সিদ্ধান্তেও এদিন শিলমোহর দিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। পাশাপাশি, লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ১৩ মার্চের মধ্যে সমস্ত প্রকল্পের বকেয়া কাজ শেষ করতে মুখ্যমন্ত্রী এদিনের বৈঠকে নির্দেশ দিয়েছেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। ওই সময়ই লোকসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তাই ১৩ ই মার্চ ডেডলাইন বেঁধে দিয়ে কাজ শেষ করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এবার সুন্দরবনে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় বন্যা প্রতিরোধে নয়া প্রকল্প চালু করার সিদ্ধান্ত বৈঠকে গৃহীত হয়েছে। এই প্রকল্পে বাঁধ ও অন্যান্য পরিকাঠামো তৈরি করে সুন্দরবন এলাকায় বন্যা প্রতিরোধ করা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মত পরিযায়ী শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের আওতায় আনার সিদ্ধান্তও মন্ত্রিসভার অনুমোদন পেয়েছে। একই রকম ভাবে আদিবাসীদের জন্য আলাদা ভূমিজ উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে।

জামিন অযোগ্য পরোয়ানা নিয়ে ফের কড়া বার্তা কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জামিন অযোগ্য পরোয়ানা নিয়ে জেলাশাসকদের ফের কড়া বার্তা রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের। কমিশন সূত্রে খবর, মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর থেকে জেলাশাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অবিলম্বে কমিশনের নির্দেশ পালন করুন, প্রয়োজনে কড়া পদক্ষেপ নিন। প্রসঙ্গত, কমিশনের ফুল বেঞ্চ রাজ্যে আসার আগেই মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরকে নির্দেশ পাঠানো হয়েছিল রাজ্যে জামিন অযোগ্য পরোয়ানা শূন্য করতে হবে। সেই নির্দেশ পালন না হওয়ায় গতকাল সাংবাদিক সম্মেলন থেকেই কড়া বার্তা দিয়েছিলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। সূত্রের খবর, এরপর বুধবার ফের এই নিয়ে রাজ্যের জেলাশাসকদের কড়া বার্তা দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব।

এদিকে, সূত্রের খবর, রাজ্যের বেশিরভাগ থানায় আধিকারিকদের বদলির কারণে পুরনো জামিন অযোগ্য পরোয়ানার ফাইল ধামা চাপা পড়ে রয়েছে। এখন ভোট যত এগিয়ে আসছে ততই কমিশন এবং রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের উপর চাপ বাড়ছে। তৎপরতা বেড়েছে থানায় থানায়। এমনটাই খবর, বেশ কয়েকটি থানা সূত্রে। কমিশন সূত্রে খবর, গত সপ্তাহের শুক্রবার পর্যন্ত রাজ্যে জামিন অযোগ্য পরোয়ানার সংখ্যা ছিল প্রায় ৪৬ হাজারের কাছাকাছি এবং এক্সিকিউটেড জামিন অযোগ্য মামলার সংখ্যা ৭৩ হাজার ৩৬৬। সূত্রের খবর, জামিন অযোগ্য ধারায় মামলার সংখ্যা কমানোর বিষয় নিয়ে রাজ্য পুলিশ যত দ্রুত সম্ভব পদক্ষেপ নিচ্ছে। যাতে ভোটাররা ভয়মুক্ত পরিবেশে ভোটকেন্দ্রে আসতে পারেন এবং নিজেদের জনমত প্রদান করতে পারেন। এখন দেখার বিষয় একটাই লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশের আগে থেকে এত পদক্ষেপ নিয়ে কতটা সুষ্ঠু এবং অবাধ নির্বাচন করাতে সক্ষম হয় জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৭ মার্চ ২০২৪ ২৩ ফাল্গুন ১৪৩০ বৃহস্পতিবার

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় আসছে এক বিরাট পরিবর্তন, সেমেস্টার ভিত্তিক হবে পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এক বিরাট পরিবর্তন আসতে চলেছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায়। এবার থেকে একাদশ শ্রেণিতে হবে দুটি সেমেস্টার ও দ্বাদশ শ্রেণিতে হবে দুটি সেমেস্টার। দু'বছরে মোট চারবার পরীক্ষা হবে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ বদলে যাচ্ছে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার পদ্ধতি। আগামী বছর ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকেই এই নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি চালু হবে, এমনটাই জানিয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। আর এ ব্যাপারে বিকাশ ভবন থেকে সরকারি ছাড়পত্র পেয়েছে তারা। তবে বছরের প্রথম ও দ্বিতীয় সেমেস্টারের ফলাফল পাওয়া যাবে একই সঙ্গে। আলাদা

করে কোনও ফলাফল প্রকাশ করা হবে না। একসঙ্গে চূড়ান্ত ফল হাতে পাবেন পরীক্ষার্থীরা। এদিকে সর্বভারতীয়স্তরে প্রতিযোগিতামূলক যে কোনও পরীক্ষায় প্রশ্ন হয় এমসিকিউ আকারে। থাকে ওএমআর শিট। উচ্চমাধ্যমিকেও সেই পদ্ধতি চালু করতে চেয়েছিল বোর্ড। তবে সে ব্যাপারে এখনও কিছু জানানো হয়নি। বুধবার উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের তরফ থেকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এই পরীক্ষার পদ্ধতি বদলের কথা জানানো হয়েছে। সেখানেই জানানো হয়েছে, উচ্চ মাধ্যমিকে এবার থেকে চালু হচ্ছে সেমেস্টার পদ্ধতি।

২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে একাদশ শ্রেণিতে চালু হবে এই পদ্ধতি আর ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে চালু হবে দ্বাদশ শ্রেণিতে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, কীভাবে এগোবে সেই প্রক্রিয়া, কী হবে সিলেবাস, তা শীঘ্রই জানানো হবে।

প্রসঙ্গত, শুধু একাদশ-দ্বাদশ বা উচ্চমাধ্যমিকের পঠন-পাঠন ব্যবস্থাতেই নয়, রাজ্যের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাতেই আমূল পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট রাজ্য সরকার। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি হিসেবে চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য সেমেস্টার সিস্টেম চালু করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন অনেক আগেই। তাঁর পরিকল্পনা ছিল, দু'টি সেমেস্টারের পরীক্ষার জন্যই আলাদা আলাদা নম্বর বরাদ্দ রাখা হবে। সেই পরীক্ষাগুলিতে যা নম্বর পাবেন পরীক্ষার্থীরা তা যোগ করে প্রকাশ করা হবে উচ্চমাধ্যমিকের চূড়ান্ত ফল। এর ফলে পরীক্ষার্থীদের সুবিধা হবে বলে মনে করছেন শিক্ষক মহলের একাংশ।

পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির সুপারিশ জাতীয় মহিলা কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির সুপারিশ করল জাতীয় মহিলা কমিশন। এদিকে সূত্রে খবর, জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মা মঙ্গলবার মুর্মুর সঙ্গে দেখা করেন এবং রিপোর্ট জমা দেন। এরই পাশাপাশি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে পেশ করা হয়েছে এক রিপোর্ট। জাতীয় মহিলা কমিশনের এই রিপোর্টে সন্দেশখালি থানায় মোতায়েন করা কর্মীদের পরিবর্তন, গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থাকে জোরদার করা, আইনি সহায়তা এবং পুনর্বাসন সহ অপরাধের শিকার যাঁরা তাঁদের জন্য জন্য সহায়তা পরিষেবা প্রতিষ্ঠা করা এবং কাউন্সেলিং-এর সুপারিশও করা হয়েছে। এরই সঙ্গে ফেব্রুয়ারি মাসে সন্দেশখালিতে তাঁর এবং ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যর ভিত্তিতে ওই রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। সূত্রে খবর, রাজ্যের বসিরহাট পুলিশ জেলায়, মহিলাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের বিশদ বিবরণ রয়েছে ওই রিপোর্টে।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি জোর করে জমি দখল, সেখানে নোনা জল ঢুকিয়ে মাছের ভেড়ি তৈরি, হুমকি ও

নির্যাতনের অভিযোগে কার্যত অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে সন্দেশখালির পরিস্থিতি। তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহান, তার ভাই সিরাজ, শিবু হাজরা, উত্তম সর্দার, অজিত মাইতির মতো নেতাদের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ তোলেন এলাকার মহিলারা। রীতিমতো লাঠিসোঁটা, ঝাঁটা নিয়ে পথে আন্দোলন করতে নেমে আসে প্রমিলা বাহিনী। লাগাতার চলতে থাকে বিক্ষোভ।

এদিকে যখন এই বিক্ষোভ আন্দোলন চলছে সেই সময়েই সন্দেশখালি পরদর্শনে আসেন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মা। সেই সময় সন্দেশখালি পরিদর্শনের রেখা শর্মা দাবি করেন, দিনের পর দিন সেখানে মহিলাদের উপরে নির্যাতন করা হয়েছে। তিনি নিজে ১৮টি অভিযোগ পেয়েছেন। দুইজনের কাছ থেকে ধর্ষণের অভিযোগও পেয়েছেন বলে দাবি করেন তিনি। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা ছাড়া উপায় নেই বলেও মন্তব্য করতে শোনা যায় রেখা শর্মাকে। আর রেখার আগে এমনই কথা শোনা যায় এসসি কমিশনের প্রধান অরুণ হালদারের মুখেও। এসসি কমিশনের প্রধান অরুণ হালদার সহ একটি প্রতিনিধি দলও পরিদর্শন করে সন্দেশখালি। রাষ্ট্রপতির কাছে রিপোর্ট দিয়ে তাঁরাও রাষ্ট্রপতি শাসনের জারির সুপারিশ করবেন বলে জানিয়েছিলেন। যদিও ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার হয়েছে সন্দেশখালির মূল অভিযুক্ত শেখ শাহজাহান। তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। যদিও শাহজাহানকে সিবিআই-এর হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

পারদ নামল কলকাতায়, সপ্তাহান্তেই বৃদ্ধির পূর্বাভাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলাতেই। উল্টে আগামী ৪৮ ঘণ্টায় তাপমাত্রা কমতে পারে, এমনটাই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস মতোই বুধবার কলকাতায় সামান্য কমল তাপমাত্রা। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী ৪৮ ঘণ্টা তাপমাত্রার পতন দেখা যেতে পারে। তবে সপ্তাহান্তে ফের বদলে যাবে আবহাওয়া। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলায় আগামী দু'দিনে রাতের দিকের তাপমাত্রা দু'ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমতে পারে। তবে এই আবহাওয়া বেশি দিন স্থায়ী হবে না। শুক্রবারের পর রাজ্য জুড়ে তাপমাত্রা বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। শুক্রবারের পরে দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। আপাতত সকালে মনোরম আবহাওয়া থাকলেও, বেলা বাড়লে বাড়বে গুমোট গরম। উত্তরবঙ্গেও আপাতত বৃষ্টি হবে না। শুষ্ক আবহাওয়াই বজায় থাকবে। বৃহস্পতি ও শুক্রবার দার্জিলিংয়ের পার্বত্য এলাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

আগামী তিন দিন তাপমাত্রা সামান্য কমবে। শুক্রবারের পর সামান্য বাড়তে পারে তাপমাত্রা। রবিবার থেকে ক্রমশ চড়বে পারদ। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২১.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক।

প্রয়াত বিশিষ্ট চিত্র সাংবাদিক তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রয়াত বিশিষ্ট চিত্রসাংবাদিক তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। চিত্র সাংবাদিকের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'বিখ্যাত চিত্রসাংবাদিক তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত। আমাদের সময়ের অত্যন্ত পরিচিত এবং গুণী চিত্রসাংবাদিক ছিলেন তিনি। তাঁর ছবি এবং কভারেজ খুব পছন্দ করতাম।' তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে হাজরার মোড়ের সেই ঘটনার কথাও উল্লেখ করেন মমতা। বলেন, 'তিনিই একমাত্র চিত্রগ্রাহক ছিলেন, যিনি দক্ষিণ কলকাতার হাজরা মোড়ের সেই ছবি তুলেছিলেন যখন সিপিএমের গুন্ডারা আমার উপর অত্যাচার করে প্রায় মেরে ফেলছিল। সেই সময় আমি বিরোধী দলনেত্রী ছিলাম।'

এই প্রসঙ্গে বলতেই হয়, ১৯৪৬ সালে কলকাতায় জন্ম তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ছোট থেকেই ক্যামেরা নিয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল। পরে সেটি নিয়েই রুজিরোজগার মাধ্যমই শুধু হয়ে ওঠেনি তাঁকে এক বিরাট উচ্চতাতেও পৌঁছে দিয়েছে। তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু যে চিত্রসাংবাদিক হিসেবে খ্যাত ছিলেন এমনটা নয়। আলোকচিত্রী হিসেবেই সমান খ্যাতি অর্জন করেন তিনি। সত্যজিৎ রায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন তারাপদ, তাঁর ব্যক্তিগত চিত্রগ্রাহকও ছিলেন তিনি। পাশাপাশি একাধিক প্রথম সারির সংবাদমাধ্যমে তাঁর তোলা ছবি ছাপা হয়েছে যা আজও বিখ্যাত।

অভিষেকের সই নকল করে প্রতারণার দায়ে গ্রেপ্তার এক তৃণমূল কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ভাঙিয়ে প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার এক তৃণমূল কর্মীই। তৃণমূল সূত্রে খবর, অভিযুক্ত যুবকের নাম জুনেইদুল হক চৌধুরি। তিনি কলকাতার পাম অ্যাভিনিউর বাসিন্দা। সাংসদের সই জাল করার পাশাপাশি সই নকল করে চিঠির বিবৃতিও তৈরি করতেন এই জুনেইদুল হক চৌধুরি। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পরই তৃণমূলের তরফে অভিযোগ দায়ের করা হয় থানায়। এই অভিযোগের ভিত্তিতেই গ্রেপ্তার করা হয় জুনেইদুল হক চৌধুরিকে।

তৃণমূল সূত্রে খবর, গত ৫ মার্চ শেক্সপিয়র সরণি থানায় অয়ন ঘোষ দস্তিদার নামে এক তৃণমূল কর্মী এই জুনেইদুল হক চৌধুরির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। অয়ন ঘোষ দস্তিদারের দাবি, অভিযুক্ত জুনেইদুল অনেকদিন ধরেই বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে তৃণমূলের নাম ভাঙিয়ে প্রতারণা করছিলেন। তৃণমূল কংগ্রেসের লেটার হেড, নোটিস নকল করে সাধারণ মানুষকে ঠকাচ্ছিলেন। শুধু তাই নয়, এর পাশাপাশি অভিযুক্ত নিজেকে তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতা বলে পরিচয় দিতেন এবং তাবড়-তাবড় নেতাদের সই নকল করে লোক ঠকানোর কাজও চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

এদিকে এই ঘটনায় অভিযোগকারী অয়ন ঘোষ দস্তিদারের অনুমান, অভিযুক্ত একা এই কাজের সঙ্গে জড়িত নয়। হতে পারে আরও কেউ কেউ এই প্রতারণা চক্রের সঙ্গে জড়িতে। তৃণমূলের নাম খারাপ করতেই তারা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এই ধরনের অপরাধমূলক কাজ করছে। তাই পুলিশ যেন অভিযুক্তকে জেরা করে দ্রুত বিষয়টির তদন্ত করেন সেই আর্জি জানান তিনি।

বিজেপিতে যোগদানের কথা ওড়ালেন সব্যসাচী

জানালেন ভাবমূর্তি নষ্ট করতে এই গুজব!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বর্ষীয়ান নেতা তাপস রায় তৃণমূলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন গত সোমবারই। এরপর বুধবার তাঁকে যোগ দিতে দেখা গেল বিজেপিতে। এদিকে বঙ্গ রাজনীতিতে বুধবার দিনভর কানাঘুষো শোনা যেতে থাকে ফের ফুল বদল করতে চলেছেন নাকি সব্যসাচী দত্ত। জোড়াফুল ছেড়ে পদ্মফুলের পথে পা বাড়াচ্ছেন সব্যসাচী এমনই গুঞ্জন শোনা যেতে থাকে বঙ্গ রাজনীতিতে। তবে বুধবার বিকেলেই তৃণমূল নেতা সব্যসাচী এই গুঞ্জনকে 'ডাহা মিথ্যে' বলে দাবি করেন। সঙ্গে সব্যসাচী এও জানান, 'এটা আমার চরিত্রহননের

চেষ্টা। রাজনৈতিক স্বচ্ছ ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা। ডাহা মিথ্যে কথা বলা হচ্ছে। আমি কোথাও যাচ্ছি না।'

এদিকে বুধবার দিনভর কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল 'অগ্রজ' তাপস রায়ের পথ ধরেই বিজেপিতে নাম লেখাতে পারেন সব্যসাচী। এমনকী এও শোনা যাচ্ছিল ইতিমধ্যেই গেরুয়া শিবিরের সঙ্গে নাকি একপ্রস্ত কথাবার্তাও হয়েছে তাঁর। বিজেপিতে নাম লেখালে কোন শর্তে যাবেন সব্যসাচী তা নিয়েও নাকি চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল গেরুয়া শিবিরের সঙ্গে। এও শোনা যাচ্ছিল, বিজেপির তরফে সব্যসাচীকে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী হওয়ার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে দমদম বা বারাসত কেন্দ্রে প্রার্থী করা হতে পারে তাঁকে। তবে দিনের শেষে এই সমস্ত জল্পনায় জল ঢালেন বিধাননগরের তৃণমূলের এই হেভিওয়েট নেতা। স্পষ্ট জানিয়ে দেন, শিবির বদলাচ্ছেন না তিনি।

জব কার্ডধারীদের বছরে ৫০ দিন কাজ নিশ্চিত!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: একশো দিনের কাজের জন্য নথিভুক্ত জব কার্ডধারীদের বছরে ৫০ দিন কাজ দেওয়া নিশ্চিত করল রাজ্য সরকার। বুধবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, বাজেটে কর্মশ্রী নামে নতুন প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। সেই প্রকল্পে রাজ্যের সক্রিয় এক কোটি তিরিশ লাখ শ্রমিক যাদের নাম একশো দিনের কাজের জন্য নথিভুক্ত রয়েছে, প্রথম দফায় তাদের এই প্রকল্পের আওতায় কাজ দেওয়া নিশ্চিত করা হবে।

সুন্দরবনের অরণ্য রক্ষা করতে বিশেষ উদ্যোহ রাজ্য সরকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লাগাতার দুর্যোগের মুখে পড়ে বিপর্যয়ের সীমানায় দাঁড়িয়ে আছে সুন্দরবন। রাজ্যের ভূ ও জীববৈচিত্র্যর পীঠস্থান এই ম্যানগ্রোভ অরণ্যকে রক্ষা করতে এবার চার হাজার কোটি টাকার বেশি মূল্যের প্রকল্প গ্রহণ করল রাজ্য সরকার। বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ওই প্রকল্প হাতে নেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। বুধবার মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের নারী শিশু ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ড. শশী পাঁজা বলেন, প্রতিবছর নিয়ম করে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় সুন্দরবন এলাকাকে। আর ক্ষতি হয় জমির। সেই সমস্যা মোকাবিলা করতে এসএইচওআরই

(সাস্টেনঅ্যাবল হারনেসিং ওসেন রিসোর্স অ্যান্ড ইকোনমি) এই নামে একটি প্রকল্পে কাজ করছে রাজ্য সরকার। বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই প্রজেক্ট কাজ করবে। মোট অর্থ মূল্য ৪,১০০ কোটি টাকা। ৭০৩০ শতাংশ শেয়ারে বিশ্ব ব্যাংকের সঙ্গে যৌথভাবে এই কাজ রাজ্য সরকার করবে। কী করা হবে ওই প্রকল্পে? মন্ত্রী বলেন, ওখানকার ৩৯টি দ্বীপে প্রথম কাজ করা হবে। প্রথমেই ৫০ শতাংশ বাঁধ মেরামতের কাজ করা হবে। পাশাপাশি ইকো ট্যুরিজম-সহ বিভিন্ন কাজ করা হবে। পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ সবটাই করা হবে।

এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া ময়দানের স্বপ্নসফর শুরু মেট্রোর

শুভাশিস বিশ্বাস

হাওড়া থেকে এসপ্ল্যানেড বা শিয়ালদা পৌঁছতে যে যানজটের মুখে এতদিন পড়তে হত কলকাতাবাসীকে, সেই দুর্ভোগের দিন এবার শেষ। বাস বা অন্য যে কোনও যানে এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া পৌঁছতে কমপক্ষে ৪৫ মিনিট লাগে, তা এখন পৌঁছনো যাবে মাত্র ৮ মিনিটে। আর তার জন্য খরচ মাত্র ১০টাকা। এরপর শিয়ালদার সঙ্গে হাওড়ার মেট্রো যোগ হলে সময় লাগবে মাত্র ১১ মিনিট। ফলে এটা স্পষ্ট যে, আগামী কয়েকদিনে বেশ স্বল্প সময়েই হাওড়া স্টেশন থেকে যাত্রীরা পৌঁছে যাবেন কলকাতার বিভিন্ন জায়গায়। আর মেট্রোর হাত ধরে তা হবে অতি সহজেই। বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাতে উদ্বোধন হল এসপ্ল্যানেড-হাওড়া ময়দানের মধ্যে এই মেট্রো পরিষেবা। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসপ্ল্যানেড চত্বরে ভিড় জমিয়েছিলেন সাধারণ মানুষও। এদিন প্রত্যেকের একটাই প্রশ্ন ছিল, কবে থেকে শুরু হতে চলেছে হাওড়া এসপ্ল্যানেড মেট্রো চলাচল। তবে সামনের কয়েকদিন আমজনতা এই মেট্রো পরিষেবা উপভোগ করতে পারবেন না, এমন খবর জানতে পারায় তাঁরা কার্যত হতাশ। কারণ এখনও কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে জানানো হয়নি কবে সাধারণ মানুষের জন্য খুলে দেওয়া হবে এই পরিষেবা। কারণ, এই পরিষেবা শুরু হলে তাঁদের দুর্ভোগের দিন শেষ হওয়াই শুধু নয়, হুগলি নদীর তলা দিয়ে একবার অন্তত মেট্রোতে ওঠার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন প্রত্যেকেই।

এদিকে বুধবার মেট্রো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কলকাতা মেট্রোর ইতিহাসে জড়িয়ে গেল জয়দেব

ঘোষ আর দীপক কুমারের নাম। কারণ, এই দুই মোটরম্যান প্রথম মেট্রো চালালেন হুগলি নদীর তলা দিয়ে। ফলে অন্যদের তুলনায় তাঁদের অনুভূতি বেশ ভিন্ন ধরনের তা বলাই বাহুল্য। প্রথম হুগলি নদীর তলা দিয়ে মেট্রো চালানো অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তাঁদের দু'জনেরই একই বক্তব্য, সব কিছু ভাষাতে প্রকাশ করা কঠিন। তবে এর পাশাপাশি তাঁরা এও জানান, এই মেট্রো চালানোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে স্বয়ংক্রিয় ট্রেন অপারেশন বা এটিও সিস্টেম। সঙ্গে তাঁরা এও জানান, এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া ময়দানের এই ৫২০ মিটার দীর্ঘ গঙ্গা পার হতে সময় লাগবে মাত্র ৪৬ সেকেন্ড। এটা সাধারণ মানুষের কাছে একটা বিশাল প্রাপ্তি তো বটেই। এছাড়াও যখন গঙ্গার তলা থেকে মেট্রো যাবে তখন সেই অনুভূতি দেওয়ার জন্য নীল আলোতে সাজানো হয়েছে টানেল, এটাও মনে করিয়ে দিতে ভুললেন না তাঁরা। সঙ্গে জানালেন, মেট্রো যেই মুহূর্তে গঙ্গার বক্ষে প্রবেশ করবে তখনই নীল আলো ভরে যাবে এই টানেল। ফলে প্রত্যেকেই বুঝতে পারবেন তাঁরা গঙ্গার নিচে রয়েছেন।'

এদিকে হাওড়া-এসপ্ল্যানেড গ্রিন লাইনের এই অংশেও প্ল্যাটফর্মে ব্যবহার হতে দেখা গেল স্লাইডিং গেট। মেট্রোতে আত্মহত্যা কমানো বা বন্ধ করার ক্ষেত্রে এটা নিঃসন্দেহে একটা বড় পদক্ষেপ।

এদিকে জাপানি সংস্থা হিতাচি কলকাতা মেট্রোর গ্রিন লাইনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কারণ, হিতাচি রেল এসটিএস ইন্ডিয়া কলকাতা ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর বহু প্রতীক্ষিত এবং দেশের প্রথম আন্ডারওয়াটার মেট্রো প্রকল্প চালু করতে কলকাতা মেট্রো রেল কর্পোরেশনের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে। যেখানে ব্যবহার করা হয়েছে হিতাচির অত্যাধুনিক সিগন্যালিং ও টেলিকম সিস্টেম। এদিনের এই উদ্বোধনের পর হিতাচির তরফ থেকে কৃষ্ণেন্দু জানা জানান, এটা তাঁদের কাছে ছিল নিঃসন্দেহে এক স্বপ্নের প্রজেক্ট। হুগলি নদীর তলায় এই প্রজেক্ট করার ক্ষেত্রে তাঁদের কাছে সবথেকে বড় টেনশনের কারণ ছিল এই রেক নিয়ে আসা। কারণ এই রেক আনতে হয়েছে বউবাজার অঞ্চলের তলা দিয়েই। যেখানে একচুল গড়বড় হলেই হতে পারতো যে কোনও বড় বিপদ। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণেন্দুবাবু এও জানান, হুগলি নদী কাছে থাকায়, জলের চাপে একটা সময় কাজ বন্ধ রাখতে হয়েছিল। তাছাড়া পাতালে স্টেশন বানানোর সময়ে নজর রাখতে হয়েছিল মাটির উপরেও। কারণ হাওড়া স্টেশন থেকে যাতায়াত করে রাজধানী, দুরন্ত, শতাধীর মতো একাধিক ট্রেন। ফলে কোনও সমস্যা তৈরি হলে দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা থাকত। তাই অত্যন্ত সাবধানে কাজ করতে হয়েছে। তবে ট্রায়ালের প্রথম দিনে যখন কম্যান্ডে এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া ময়দান মেট্রো তার পথ চলা শুরু করল সে ছিল এক অসামান্য অনুভূতি। তবে একটা কথা কিন্তু মনে রাখতেই হবে মেট্রো যাত্রীদের, হাওড়া মেট্রো স্টেশন থেকে যাতায়াত করতে হলে চলমান সিঁড়ির ভয় কাটাতে হবে। কারণ ২০০ সিঁড়ি ভেঙে ওঠানামা করতে হবে 'গভীরতম' স্টেশনে। ইতিমধ্যেই হাওড়া-মেট্রো স্টেশনকে 'দ্য ডিপেস্ট সাবওয়ে স্টেশন'-র তকমা দিয়েছে রেলওয়ে বোর্ড। এতকাল দিল্লি মেট্রোর হজ খাস এই তকমা পেয়ে এসেছে। যার গভীরতা ৩০ মিটার। চৌরিবাজার সেক্ষেত্রে হলুদ স্টেশনের তকমা পেয়েছে ২৫ মিটার গভীরতার জন্য। এবার তাদের টেক্কা দিল হাওড়ার মেট্রো স্টেশন। কারণ, হাওড়া স্টেশনের গভীরতা ৩২.০০৪ মিটার অর্থাৎ ১০৫ ফুট।

গাড়ি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে নৈহাটিতে মৃত্যু বাইক আরোহীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: চারচাকা গাড়ি ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল বাইক আরোহীর। বুধবার বেলায় মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে নৈহাটির বরোদা ব্রিজের ওপর। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত বাইক আরোহী যুবকের নাম আশিস মণ্ডল (২০)। তাঁর বাড়ি নৈহাটি পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের গোয়ালা ফটক গোকুলধাম এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত কিশোর বাইক নিয়ে বরোদা ব্রিজের ওপর দিয়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছিল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কাঠগোলা মোড়ের দিক থেকে রামকৃষ্ণ মোড়ের দিকে আসছিল ওই যুবক। বরোদা ব্রিজের ওপর উল্টোদিক থেকে আসা একটি চারচাকা গাড়ির সঙ্গে বাইকের মুখে মুখি সংঘর্ষ হয়। স্থানীয়রা ছুটে এসে বাইক আরোহীকে তৎক্ষণাৎ নৈহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করে। নৈহাটি থানার পুলিশ ঘাতক গাড়ির খোঁজ চালাচ্ছে। মৃতের মামি পূর্ণিমা অধিকারী জানান, বরোদা ব্রিজের ওপর দিয়ে বাইক নিয়ে যাওয়ার গাড়ির সঙ্গে বাইকের সজোরে ধাক্কা লাগে। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা ওকে মৃত বলে ঘোষণা করে। যুবকের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোয়ালা ফটক এলাকায়।

সম্পাদকীয়

শুধু লেখকদের নয়, বাংলা ভাষা রক্ষার দায় রয়েছে সাধারণ মানুষেরও

শুধু লেখকদের নয়, বাংলা ভাষা রক্ষার দায় সাধারণ মানুষেরও; প্রবন্ধকার শিশির রায়ের এ কথা অনস্বীকার্য। ভাষা প্রয়োজনীয় গ্রহণ ও বর্জনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে। স্কুলে ক্লাসের অভিজ্ঞতা এ রকম। ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্রী পিকনিক-এর বর্ণনায় লিখেছে; দিদি ও তার বন্ধু সকাল সকাল 'রেজা-রেজি'র কাজ শুরু করল। রেজা-রেজি কথাটি মূলত গ্রামবাংলায় ব্যবহৃত হয়। সে লিখেছে; তদুপুরে আমাদের মেনু ছিল ভাত, স্যালাড, ফুলকপির তরকারি, আলু পুস্তু, চিকেন... বাড়ি ফিরে খুব আলামাড়া লাগছিল।দ শিক্ষকমশাই 'রেজা-রেজি' শব্দের সঙ্গে পরিচিত নন। তিনি জানলেন, তরকারি কাটাকে রেজা-রেজি বলে। বেশ কিছু ছাত্রী হেসে উঠলে মেয়েটি একটু লজ্জা পেল। এক দিকে কথ্য ভাষা, তার পাশে চিকেন, মেনু-র মতো ইংরেজি ভাষা। কথ্য ভাষার কারণেই গ্রামের ছেলে বা মেয়েটি স্কুলে হাসির খোরাক, অথচ এই কথ্য ভাষাই সাধের বাংলা ভাষার জিয়নকাঠি। মান্য বাংলার ব্যবহার গ্রামের ছেলেমেয়েরা ভাল জানে না। ইংরেজি উচ্চারণেও নেই সাহেবিয়ানা। তারা যে বাংলা মাধ্যমে পড়ে। ভাল কলেজে ইংরেজি মাধ্যমে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বড্ড বেমানান। তাই হীনম্মন্যতায় ভুগে এক দিন কলেজ ছেড়ে দেয়, অথবা পরীক্ষায় খারাপ ফল করে। ২০১০ সালে রেলমন্ত্রী রৌরকেলা থেকে ভুবনেশ্বর-রৌরকেলা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস উদ্বোধন করতে পারেননি, কারণ আমন্ত্রণপত্র ছাপানো হয়েছিল বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায়। ওড়িয়া ভাষায় ছাপা না হওয়ায় অনুষ্ঠানটি করা যায়নি। ভাষাকে ভালবেসে তার জন্য গর্ব অনুভব করা ও তার প্রতিষ্ঠার জন্য অস্মিতা প্রয়োজন। প্রয়োজন সরকারের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা। ১৩৮৬ সালের পঁচিশ বৈশাখ মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু জানান, ওই দিন থেকেই সরকারের সমস্ত কাজকর্ম বাংলা ভাষায় হবে। ১৪০৮ সালের পয়লা বৈশাখ ওই একই ঘোষণা করা হয়েছিল। বর্তমান সরকারও একই ঘোষণা করেছে, কিন্তু বাস্তব সম্পূর্ণ ভিন্ন। কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মহানগরীর সব দোকানের সাইনবোর্ডে বাংলা ভাষার ব্যবহার আবশ্যক করা হয়েছিল। তা আজ অতীত। সলিল চৌধুরীর লেখা এই লাইনগুলো আজ যেন আমাদের প্রত্যয়ী করে তোলে; 'আমার প্রতিবাদের ভাষা/ আমার প্রতিরোধের আগুন/ দ্বিগুণ জ্বলে যেন...।'

আনন্দকথা

মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে তাঁর চিন্তা করা বড় দরকার। প্রথম অবস্থায় মাঝে মাঝে নির্জন না হলে ঈশ্বরে মন রাখা বড়ই কঠিন।

''যখন চারাগাছ থেকে, তখন তার চারিদিকে বেড়া দিতে হয়। বেড়া না দিলে ছাগল-গরুতে খেয়ে ফেলে।

''ধ্যান করবে মনে, কোণে ও বনে। আর সর্বদা সদসৎ বিচার করবে। ঈশ্বরই সৎ — কিনা নিত্যবস্তু, আর সব অসৎ — কিনা অনিত্য। এই বিচার করতে অনিত্য বস্তু মন থেকে ত্যাগ করবে।''

মাস্টার — (বিনীতভাবে) — সংসারে কিরকম কর থাকতে হবে?

(গৃহস্থ সন্ন্যাস — উপায় — নির্জনে সাধন)

শ্রীরামকৃষ্ণ — সব কাজ করবে কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

নরি কন্ট্রাক্টর

১৯৩৪ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় নরি কন্ট্রাক্টরের জন্মদিন।*
১৯৫৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা অনুপম খেরের জন্মদিন।*
১৯৭৪ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী সাধনা সরগমের জন্মদিন।*

ভোটের আগে উন্নয়ন

তন্ময় কবিরাজ

ভোট যতোই এগিয়ে আসছে ততোই যেন উন্নয়নের রঙিন বেলুনে ঢাকা পড়ছে গণতন্ত্রের আকাশ। ধর্ম বর্নের চেনা রাজনীতির ছকে ধরা পড়ছে উন্নয়নে চমক। প্রধানমন্ত্রী বারানসি প্রকল্পে পাশাপাশি রয়েছে সারা দেশে উন্নয়ন মূলক কাজের জন্য ১.৬২ লক্ষ কোটি টাকার বরাদ্দ। নরেন্দ্র মোদী পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে তিনি তাঁর ভোটের অস্ত্র প্রযোগ করছেন।দক্ষিণের দ্রাবিড় এলাকায় হিন্দুত্বের তাস তিনি ব্যবহার করেছেন। বিক্রম সারাভাই স্পেস স্টেশনের জন্য সরকার বরাদ্দ করেছে ১৮০০হাজার কোটি টাকা। কম শক্তিশালী রাজ্যগুলোতে বিজেপি এবার ভোটে পাখির চোখ করেছে। ঝাড়খন্ডে ৩৫, ৭০০কোটি টাকার প্রকল্প ঘোষণা করেছে। শিল্পের সম্ভাবনাকে সতেজ রাখতে ইতিমধ্যে গুজরাট, আসামে চিপ নির্মাণের কারখানা তৈরি হবে বলে জানান হয়েছে। ভ্রমণ প্রিয় বাঙালির আবেগকে ভোট বাক্সে রূপান্তরিত করতে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পে মধ্যে রাজ্য পেয়েছে ৪৫ টি স্টেশন। বিজেপি ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে ক্ষমতায় এলে মানুষের অনুমতি নিয়ে আবার রথযাত্রা হবে। আইএইচএল রিপোর্ট যতোই বলুক না কেন, মোদি আমলেই সবচেয়ে বেশি মুসলিম বিদ্বেষ সংঘটিত হয়েছে, এমনকি মোদীর রাজ্যে সুইসাইডের হারও বেশি, মোদি কিন্তু এসবে মন্তব্য করতে নারাজ। বরং তিনি বলেছেন, মানুষকে সমৃদ্ধিশালী করতে সরকারি হস্তক্ষেপ কমানোই তাঁর লক্ষ্য। তিনি দেশের স্বনির্ভরতার উদাহরণ দিতে গিয়ে তুলো , পাট, সিল্কের উৎপাদনের কথা বলেছেন।অন্যদিকে, রাজ্যও উন্নয়নে পিছিয়ে নেই। সারি-সারনা ধর্মর পাশপাশি একশো দিনের কাজের বকেয়া ২৬০০কোটি টাকা রাজ্য পরিশোধ করেছে। কৃষক বন্ধু প্রকল্প সফল। সন্দেশখালির ঘটনার আগুণ নেভাতে দ্রুত সেখানে লক্ষ্মী ভান্ডার চালু। পুরুলিয়ার বিজেপি ভোট কাটতে ১০০০জন বনকর্মী নিয়োগ, বৃহৎ বাজার তৈরি পরিকল্পনা। অস্থায়ী কর্মিদের বেতন বৃদ্ধি। ১,৭৩৯২০৪ একর জমি নিয়ে রাজ্যে তৈরি হচ্ছে ৯টি শিল্প পার্ক। অশোধিত তেল সরবরাহ করার জন্য ব্যবহৃত হলদিয়া বারুইনী পাইপ লাইনের জন্য লগ্নি ৩০০০ কোটি টাকা। রাজ্য ক্রমশ স্বনির্ভর হয়ে উঠছে পোল্ট্রিতে। ১০ লক্ষ আনারস গাছ রপ্তানি করবে রাজ্য ইসরাইলে। রঘুনাথপুরে শ্যাম স্টীল ৬০০একর জমির উপর গড়ে তুলছে ৭২ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প। আশা করা হচ্ছে, ৫০০০যুবক যুবতীর কর্মসংস্থান হবে। তবে মজার ব্যাপার, উন্নয়ন কতটা মানুষের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করবে সে তো সময় বলবে তবে উন্নয়নের প্রচারে কেন্দ্র রাজ্য দুই সমান। কেন্দ্র যেখানে শুধু মোদীর ছবির যুক্ত ব্যাগে খাদ্য শস্য বিতরণে ১৫কোটি টাকা ব্যয় করে, রাজ্যও বকেয়া টাকা প্রচারের জন্যও বিপুল টাকা ব্যায় করছে। জাপানের অর্থনীতি বিপর্যস্ত। চিনেও চাহিদার নিম্নমুখী। সিএনএন রিপোর্ট আশা দেখাচ্ছে, ভারত চীনকে টপকে যাবে।আমেরিকার পাশে বসে দেশের বিদেশমন্ত্রী যতোই রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনবার জন্যে সোচ্চার হোন,পরিস্থিতি কিন্তু প্রতিকূল। নির্বাচনী বন্ডও ধাক্কা খেয়েছে।তাই ভোটের খরচ জোগাড় করতে গিয়ে ভোটের পর অর্থনীতি যে ভেঙে পড়বে সেটা বলাই বাহুল্য। রাজ্য অর্থনীতি নিয়ে ইতিমধ্যে দেশের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামান ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তথ্য তুলে ধরে তিনি বলেছেন, ২০১০উন্নয়ন যেখানে ছিল ৬.৭শতাংশ, এখন সেটা ২.৭ শতাংশ। গড় খরচ বাড়ছে। যদিও শোনা যাচ্ছে, চলতি বছরে আর্থিক বৃদ্ধির হার ৭.৩শতাংশ হতে পারে। আবার, গত কয়েক মাসে ভারতে প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নি কমেছে। অরবিন্দ পানাগীরিয়া এবং অমিতাভ কান্ত রফতানির উপর জোর দিতে বলেছেন। আসলে ভারতীয় অর্থনীতিতে সম্পদকে জনকল্যানকামি ভাবে ব্যবহার করা হয় না। এখানে অ্যাডাম স্মিথ আছে কিন্তু মার্শাল নেই। তাই কৌশিক বসু যে ভয়াবহ বেকারত্বের ছবি তুলে ধরেছেন ভোটের পর সেই ছবিটা বদল হলেই ভালো। কারন, ভারতের মানব সম্পদ আজ বিপন্ন,যার আভাস মিলছে এনএসএস সাম্প্রতিক রিপোর্টে।

কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক ও তাঁর রচিত কাব্যকথা

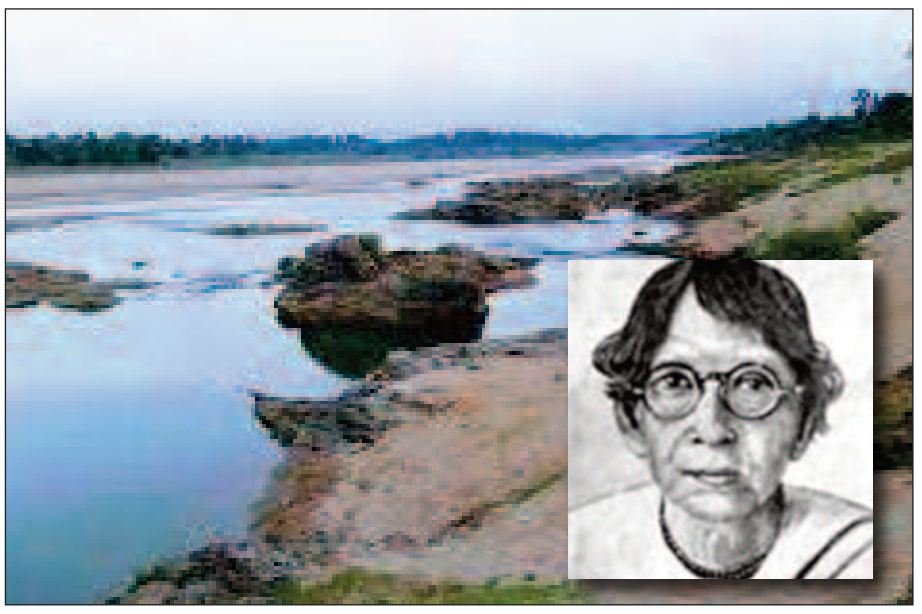

ডাঃ শামসুল হক

বর্ধমানের বিখ্যাত সেই অববাহিকা অজয়ের বাঁকে বাঁকেই তিনি রেখে গেছেন তাঁর নিজস্ব সৃষ্টির অনেক ঐতিহাসিক দলিল। একেবারে শৈশবকাল থেকে সেই স্থানেই ছিল তাঁর নিশ্চিন্ত পরিভ্রমণ আর সেখানকার নৈসর্গিক সৌন্দর্যই তাঁকে সবসময়ই উদ্বুদ্ধ করে তুলত নতুন নতুন কবিতা রচনারই জন্য।

তিনি কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক। অজয় নদীর তীরে দাঁড়িয়েই তিনি রচনা করেছিলেন তাঁর সেই বিখ্যাত কবিতা -

বাড়ি আমার ভাঙন ধরা
অজয় নদীর বাঁকে
জল যেখানে সোহাগ ভরে
স্থলকে ঘিরে রাখে ।

তাঁর বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে গেছে আরও একটা নদী কুনুর । সেই নদীকে নিয়েও কবি প্রকাশ করেছেন নানান উচ্ছ্বাস এবং সেইসঙ্গে অতিবাহিত করেছেন অনেক আনন্দময় মুহূর্তও। তাইতো কবির প্রতি শ্রদ্ধা এবং সম্মান জ্ঞাপনের নজীর হিসেবেই সরকারি তৎপরতায় সেই নদীর উপর নির্মিত হয়েছে যে সেতু, তারও নামকরণ করা হয়েছে কুমুদ সেতু নামেই। আবার যে গ্রামে তাঁর জন্ম সেই কোগ্রামেরও নতুন নাম দেওয়া হয়েছে কুমুদগ্রামে ।

১৮৮৩ সালের ৩রা মার্চ তাঁর জন্ম বর্ধমান জেলার কোগ্রামে । সেই জেলার শ্রীখণ্ডে তাঁর পৈতৃক নিবাস হলেও কোগ্রামের মাতুলালয়েই কেটেছে তাঁর বালকবেলা। সেখানেই শুরু তাঁর স্কুলজীবন। তারপর উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যেই পাড়ি জমান কলকাতায়। ভর্তি হন রিপন কলেজে। সেখান থেকেই ১৯০৩ সালে এফ. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তিনি। তারপর ভর্তি হন বঙ্গবাসী কলেজে। আর সেই কলেজ থেকে ১৯০৩ সালে স্নাতক হন তিনি।

এরপর নতুন জীবন শুরু করেন কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক। পড়াশোনার পাঠ চুকিয়ে এবং সেইসঙ্গে কলকাতা শহরের মায়া কাটিয়ে তিনি আবার ফিরে আসেন গ্রাম বাংলারই চেনাজানা পরিবেশের মধ্যে। নিসর্গের অকৃত্রিম সৌন্দর্যই তখন তাঁকে আকর্ষণ করছিল একেবারে চুম্বকেরই মতো। আর তারপরই চরম আবেগের বশবর্তী হয়েই তিনি আরও গভীরভাবে মন বসান কাগজ ও কলমের প্রতিই । মন দিয়ে লিখতে শুরু করেন নিসর্গেরই কবিতা। অবশ্য সেটাই তাঁর কাব্য জীবনের শুভসূচনা নয়। তার অনেক আগেও তিনি লিখেছেন অনেক কবিতাই। কিন্তু সেইসময় সেটা তেমনভাবে প্রকাশের আলোয় আলোকিত হবার সুযোগ পায়নি।

ইতিমধ্যে তিনি আবার শুরু করেন তাঁর নতুন জীবনও। বেছে নেন শিক্ষকতার মহান দায়িত্ব। যোগ দেন স্থানীয় মাথরুন নবীনচন্দ্র বিদ্যালয়ের সাধারণ একজন শিক্ষক হিসেবেই। কিন্তু তারপর শিক্ষক হিসেবে তিনি এতটাই সুনাম অর্জন করেছিলেন যে, মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে সেই স্কুলেরই প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপত্র হাতে পেয়ে এক অনন্য নজীরও সৃষ্টি করেছিলেন তিনি। আর তারপর থেকেই সেই স্কুলকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল অজস্র দৃষ্টান্তও। কত যে কৃতী ছাত্র - ছাত্রী সেখান থেকে সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে অতি উজ্জ্বল এক একটা নক্ষত্রে রূপান্তরিত হয়েছিলেন গুনে শেষ করা যাবে না সেটাও।

সেইসব গুণীজনদের মধ্যে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামও হলেন একজন। সেটা ১৯১১ সালের কথা। তখন নজরুলের বয়স মাত্র বারো বছর। মাত্র কয়েক বছর আগেই বাবাকে হারিয়েছিলেন তিনি। তখন মারাত্মক দুঃসময়ও চলছিল তাঁর। তাই বাবাকে হারিয়ে পড়াশোনার কাজ চালানো প্রায় বন্ধ হওয়ারই উপক্রম হয়েছিল তাঁর। সেই অবস্থায় মঙ্গলকোটের তাঁরই এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ই তাঁকে নিয়ে আসেন মাথরুন স্কুলে। ভর্তি করেন কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের স্কুলেই।

ব্যস, তারপর থেকেই ভাগ্যের চাকা সম্প্রসারিত হতে শুরু করে নজরুলের। নিজ গুণেই তিনি তখন পৌঁছে যান কুমুদরঞ্জনেরই মনের কাছাকাছি। তখন পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন নজরুল। কিন্তু সেইসময় শুধুমাত্র লেখাপড়াই নয়, কাব্য ও সাহিত্যচর্চা নিয়েও আলোচনা চলত তাঁদের মধ্যে। আর স্বয়ং কুমুদরঞ্জন মল্লিকও সেই ক্ষুদে বালকের কাব্য প্রতিভা দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন ভীষণভাবেই।

শিক্ষকতার পাশাপাশি তারপর জোর কলমেই এগিয়ে চলছিল কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের কাব্য চর্চাও। সেগুলো আবার প্রকাশ পেতে থাকে কলকাতা সহ বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন পত্রপত্রিকাতেও। আর তারপরই কলকাতার বই পাড়ার প্রকাশকরাও অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গেই প্রকাশ করতে থাকেন অজস্র কাব্যগ্রন্থও। সেখান থেকেই একে একে প্রকাশ পেতে থাকে শতদল, বন তুলসী, উজান, চুন ও কালি, বন মল্লিকা, রজনীগন্ধা ,অজয় সহ আরও অনেক কাব্যগ্রন্থ। আর তারই সন্মানার্থে একসময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে প্রদান করে জগত্তারিণী পুরস্কার। পেয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র সুবর্ণ পদক ও। ১৯৭০ সালে ভারত সরকার প্রদত্ত পদ্মশ্রী পুরস্কারও পান তিনি।

বাংলার এই মহান কবি ও শিক্ষক তাঁর শিক্ষক জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন ১৯৩৮ সালে। তারপর লেখালেখির কাজে আরও বেশি মন বসান তিনি এবং লেখেন নতুন নতুন আরও অনেক কাব্যগ্রন্থও। আর সেইসময় কবি তাঁর নিজস্ব নাম ছাড়াও কপিঞ্জল, এই ছদ্মনামেও কবিতা লিখতে শুরু করেন। মূলতঃ সেই নামে তিনি লিখতেন ব্যঙ্গাত্মক কবিতাই এবং সেই নামে প্রকাশিত হয়েছিল একটা কাব্যগ্রন্থও। পাঠক মহলে সেটা আবার ভীষণ জনপ্রিয়ও হয়ে উঠেছিল।

১৯৭০ সালের ১৪ই নভেম্বর কলকাতায় থাকা অবস্থায় হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি । এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে বিদায় নিতে হয়েছিল তাঁকে।

এই বৎসর তাঁর একশত একচল্লিশতম জন্মবার্ষিকী। তাই ৩ রা মার্চ তাঁর জন্মদিনটার কথা মনে রেখেই আমারা যেন তাঁকে স্মরণ করতে পারি এবং জানাতে পারি একরাশ শ্রদ্ধাও।

কয়লার ব্যাপক ব্যবহার ও প্রকৃতির পরিবর্তিত রূপ

ডা শামসুল হক

কয়লার ব্যাপক ব্যবহার নিয়ে এখন তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে সমগ্ বিশ্বজুড়েই । এটা নিয়েই আবার বেশ কয়েক বছর ধরেই চলছে চুল চেরা বিশ্লেষণ । ২০১৫ সালে এই বিষয়ের উপর ভিত্তি করেই প্যারিসে আয়োজন করা হয়েছিল এক আলোচনা সভারও। বলাই বাহুল্য, সেই সভার প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল কয়লার ব্যাপক ব্যবহার। জ্বালানি হিসেবে এই কয়লাকেই যত্রতত্র ব্যবহার করা হচ্ছে বলেই পরিবর্তিত হচ্ছে প্রকৃতির রূপ এবং জলবায়ুও করছে মানুষের সঙ্গে বিরূপ আচরণ। সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, কয়লা অথবা তেলকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের ফলে যে পরিমাণ ক্ষতিকারক গ্যাসীয় পদার্থ তৈরি হয় তা অতি সহজেই দুষিত করে তুলতে পারে সমগ্র পরিবেশটাকেই। শুধু তাই নয়, এর কুফলেই আবার দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে পৃথিবীর তপমাত্রাও ।

প্যারিস সম্মেলনে উপস্থিত বিশেষজ্ঞরা স্বীকার করে নিয়েছেন যে, শিল্প বিপ্লব পূর্ববর্তী সময়ে পৃথিবীর নিজস্ব যে তাপমাত্রা ছিল পরবর্তীকালে তার আচমকাই বেড়ে গিয়েছে দেড় থেকে দুই ডিগ্রী পর্যন্ত । আর সেই উত্তাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই পরিবর্তিত হতে শুরু করেছে প্রকৃতির আবহাওয়াও। তখন তখনই দেখা যাচ্ছে নিম্নচাপ। কখনও বা আবার সাইক্লোন। শুরু হচ্ছে অকাল বৃষ্টিপাত এবং ক্ষেত্রবিশেষে বন্যাও। ঘটে চলেছে বনেজঙ্গলে আগুন লেগে যাওয়ার মতো অঘটন। এমনই হাজারো ঘটনা ঘটে চলেছে কেবলমাত্র প্রকৃতির খামখেয়ালীপনার কারনেই। আর এইসব ঘটনা ঘটছে কয়লার ব্যাপক ব্যবহারের ফলেই।

শিল্প জগতে তাই কয়লার বিকল্প খোঁজার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে বিশ্বের সমস্ত দেশ। বিশেষতঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলোতে আবার জোর দেওয়া হয়েছে সবচেয়ে বেশি। কারণ এখনও পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বজুড়েই যে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় তার জ্বালানি হিসেবে মূলতঃ ব্যবহার করা হয় কয়লাই । কিন্তু অন্য আরও অনেক উপায়েও যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব সেটা প্রমাণ করেছে বিজ্ঞানই। সুতরাং সেই বিজ্ঞানের সদ্ব্যবহার করেই কেন আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করছি না। কয়লার এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে আমাদের ভাবতে হবে সেটাই।

তাই সবকিছু ভেবেই সম্মেলনের আয়োজকরা বিশ্বের সমস্ত দেশের কাছেই আবেদন করেছিলেন তাঁরা যেন তাঁদের সব ধরণের শিল্প ক্ষেত্রগুলিতেই কয়লার ব্যবহার যতটা সম্ভব কম করেন। ভারত, অস্ট্রেলিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চিন, জাপান-সহ অনেক দেশ সেই আবেদন সাড়া দিলেও কয়লার ব্যবহার থেকে সরে আসতে অস্বীকার করেছেন বিশ্বের অনেক দেশের শিল্পপতিরাই। আর সেই সংখ্যাটাও নিতান্তই হেলাফেলার নয়। প্রায় চল্লিশ শতাংশের কাছ থেকেই পাওয়া গেছে তেমনই অসহযোগিতার কথা। তাই তো সংখ্যার এই বিশালত্ব দেখেই একটু যেন দমেও গিয়েছিলেন সংগঠকরা। কিন্তু হাল ছাড়েননি তাঁরা। তাই বুঝিয়ে সেইসব দেশকে রাজি করাবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা এবং চেষ্টা চালিয়েছিলেন সকলকেই এক ছাতার তলাতেই আনার।

সমগ্র ব্যাপারটাকেই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঠিক ঠিকভাবে প্রচারের উদ্দেশ্যেই উদ্যোক্তারা তারপর আরও অনেক বেশি তৎপর হয়ে উঠেছিলেন এবং আয়োজন করেছিলেন অনেক সম্মেলনের। সেখানে সমস্ত দেশের প্রতিনিধিরা মিলিতভাবেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যেহেতু কয়লার ব্যবহার জলবায়ুর পরিবর্তনের একটা প্রধান কারণ হিসাবেই প্রমানিত হয়েছে সেইহেতু দেশের ভিতরে অথবা বাইরে কয়লা ভিত্তিক নতুন কোন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বা অন্যান্য কোন কিছুই গড়ে তোলা যাবে না।

এর মধ্যেই একটা বড় সম্মেলনের আয়োজন করা হয় গ্লাসগোতে। সেখানকার সেই জলবায়ু সম্মেলনে অনেক দেশ এই ব্যাপারে এগিয়ে আসে এবং একটা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেও বিষয়টাকে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

সেখানে সংগঠকদের তরফ থেকে বিশ্বের দুশোটি দেশকে অনুরোধ জানান হয় কয়লার সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ করে তাঁরা যেন নিজ নিজ দেশকে কার্বন নিঃসরণের হাত থেকে রক্ষা করেন।

জাতি সংঘকেও সরব হতে হয়েছে এই বিষয় নিয়েই ।সমগ্ পৃথিবীজুড়েই যে জলবায়ুর আমূল পরিবর্তন ঘটেছে এবং তার এই প্রবাহ যদি ক্রমাগতভাবে বাড়তেই থাকে তাহলে একটা সময় সমস্ত বিশ্বভূবণটাই যে পড়বে চরম বিপর্যয়ের মুখে সেই কথা স্বীকার করেছেন জাতিসংঘের কর্মকর্তারাও। ব্রিটিশ সরকার বলেছে বিশ্বের ধনী দেশগুলো ২০৩০ সালের মধ্যে এবং অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশগুলো ২০৪০ সালের মধ্যে কয়লার সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ করবেই করবে ।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

কাঁকসার বিডিও দু'কান কাটা বেহায়া: মীনাক্ষী

ছোটদের ঝান্ডা ধরানোর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসার বিডিওকে দু' কান কাটা বেহায়া বলে কটাক্ষ করলেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, এর আগেও কাঁকসার বিডিওর কাছে তিনি নিজে উপস্থিত থেকে সাধারণ মানুষের অভিযোগ নিয়ে গিয়েছিলেন। বাসস্থান কর্মসংস্থান সহ একগুচ্ছ দাবি জানানো হয়েছিল কাঁকসার বিডিওকে। কিন্তু কাঁকসার বিডিও দু' কান কাটা বেহায়া। তাই এখনও কোনও সমস্যার সমাধান হয়নি। নাকি 'কানে দিয়েছি তুলা, আর পিঠে বেঁধেছি কুলা, তুলা যত পারবি কিলা' আমি নরব না আমার জায়গা থেকে। যাঁর কানে তুলো গোঁজা রয়েছে এবং পিঠে কুলো বাঁধা রয়েছে তাঁর কান থেকে তুলো এবং পিঠ থেকে কুলো খুলে নেওয়ার জন্যই তাঁদের এই অবস্থান বিক্ষোভ।

এদিন মীনাক্ষী বলেন, 'নারীশক্তির অগ্রগতির নামে নারীদের ধোকা দিচ্ছেন মমতা। চমকের রাজনীতি দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সঙ্গে ছেলে খেলা করছেন তিনি। হাথরসের মতোই বাংলায় সন্দেশখালির ঘটনায় মানুষ ক্ষেপে গিয়েছে। তাঁরা ফুল ছেড়ে এখন লাঠি ধরেছেন। তাই মানুষ ক্ষেপে গেলে তৃণমূলের টিকি খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

তিনি অভিযোগ করেন, কোর্টের নির্দেশের পরেও ভাইপোকে বাঁচাতেই নাকি শাহজাহানকে সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেয়নি পুলিশ। ১০০ দিনের কাজের টাকা কোন ফান্ড থেকে দিচ্ছে রাজ্য সরকার। আর পূর্ণাঙ্গ হিসেব জনসমক্ষে আনতে হবে রাজ্য সরকারকে। কে কতদিন কাজ করেছেন, কত জব কার্ড ইস্যু হয়েছে, কার কত টাকা মজুরি

বাকি কার অ্যাকাউন্টে কত টাকা দেওয়া হয়েছে। তার সমস্ত হিসাব মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে। যতদিন না তাঁদের দাবি পূরণ হবে, ততদিন তাঁদের আন্দোলন জারি থাকবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

লোকসভা নির্বাচনের আগে কাঁকসায় মিছিল করে এসে কাঁকসার বিডিও অফিসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসলেন বাম কর্মী-সমর্থকরা। ১১ দফা দাবিকে সামনে রেখে কাঁকসার বিডিও অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখ ানোর পাশাপাশি অবস্থান বিক্ষোভে বসেন বাম কর্মী-সমর্থকরা। অভিযোগ, কিশোর কিশোরীদের ডিমভাত খাইয়ে হাতে ঝান্ডা ধরিয়ে দেওয়া হয় মিছিলে লোক জড়ো করতে।

বুধবার দুপুর ১২টা নাগাদ কাঁকসার মোল্লাপাড়া থেকে মিছিল করে এসে কাঁকসার বিডিও অফিসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন বাম কর্মী সমর্থকরা। বামপন্থী গণ সমূহের ডাকে এদিক কয়েক হাজার কর্মী সমর্থক নিয়ে মিছিলের নেতৃত্ব দেন বাম খেত মজুর ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি তুষার ঘোষ, খেত মজুর ও আদিবাসী অধিকার মঞ্চের নেত্রী বন্যা টুডু, বাম যুব সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় সহ জেলা ও ব্লক নেতৃত্বরা।

নারী শক্তিতে জোর কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদ, নদিয়া: নারীদিবসকে মাথায় রেখে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনেশিয়ামে শুরু হল দু'দিনের অনুষ্ঠান। সেইসঙ্গে প্রকাশিত হল 'নিউজ লেটার ২০২৪' নামের একটি পুস্তিকাও। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক অমলেন্দু ভুঁইয়া। পঠনপাঠন ও গবেষণার পাশাপাশি গ্রামীণ মহিলাদের সচেতন ও তাদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী করা আমাদের দায়িত্ব। তাই তাদের তৈরি বিভিন্ন অলংকার, খাদ্যদ্রব্য ও এমব্রয়ডারি করা পোশাক-আশাক বিক্রি করার সুযোগ করে দিয়েছি আমরা। সব কাজে নারীদের যুক্ত করলেই সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দিক থেকে দেশ এগিয়ে যাবে, জানালেন উপাচার্য। নারীশক্তি যে পৃথিবীর সমস্ত দিকে ছড়িয়ে পড়েছে সেটি উপস্থিত নারীদেরকে মোটিভেট করার জন্যই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মান জানানো হল কমনওয়েলথে পাঁচবার সোনা জয়ী রাখি হালদার ও ইন্ডিয়ান মহিলা ফুটবল টিমের প্রাক্তন অধিনায়ক শান্তি মল্লিককে। জানা গেল, গ্রামীণ মহিলাদের নিয়ে এইরকম সাতবার ফুড ও ক্র্যাফট স্টল দিয়েছে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু এবারই প্রথম প্রদর্শিত হল নারী কর্তৃক বিভিন্ন যোগব্যায়াম ও জিমনাস্টিক। উল্লেখ্য, গ্রামীণ মহিলাদের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় দুই শত অধ্যাপিকা, গবেষিকা ও ছাত্রী এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তৃতা দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধক অধ্যাপক দেবাংশু রায়, সহ-নিবন্ধক ইন্দ্রাণী কাড়ার, উন্নয়ন আধিকারিক ড. বি কে দে, অধ্যাপক সৈকত চ্যাটার্জি প্রমুখ। ওমেনস স্টাডিসের ডিরেক্টর কাকলি ধারা মণ্ডল জানালেন, রোগ প্রতিরোধ ও শরীর সুস্থ রাখার জন্য যোগা ও জিমন্যাস্টিক-এর প্রয়োজনীয়তা সর্বজনবিদিত। নারীরাই পরিবারের স্তম্ভ। তারা ভালো থাকলে পরিবার ভালো থাকবে।

Auction- 02/SDO/TB/2023-24

আগামী বুধবার ইং. ২০.০৩.২০২৪ তারিখে তিলপাড়া ব্যারেজ সাব-ডিভিশন অফিসে বেলা ১২.৩০ মি. সহকারী বাস্তুকার, তিলপাড়া ব্যারেজ সাব-ডিভিশনের তত্ত্বাবধানে তিলপাড়া ব্যারেজ জলাধারের মাছ ধরা ও বিক্রয়ের এক বৎসরের (মে ২০২৪ হইতে এপ্রিল ২০২৫ পর্যন্ত) অধিকার স্বত্ত্ব প্রদানের নিলাম ডাক হইবে। ডাকে অংশগ্রহণকারীদের আবেদন দেওয়ার শেষ সময় ইং. ১৯.০৩.২০২৪ বেলা ১২.৩০ মি. পর্যন্ত। এই বিষয়ে সবিস্তারে জানিবার জন্য সমস্ত মৎস্যজীবী কো-অপারেটিভ সোসাইটিধারীগণকে সহকারী বাস্তুকার, তিলপাড়া ব্যারেজ সাব-ডিভিশন অফিসে (সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত) যোগাযোগ করিবার অনুরোধ জানানো যাইতেছে। আরো জানতে ওয়েবসাইট দেখুন : **https://wbiwd.gov.in**

এস ডি/-
সহকারী বাস্তুকার
তিলপাড়া ব্যারেজ সাব-ডিভিশন, সিউড়ি, বীরভূম

ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, নামখানা: ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য। ঠিকাদারের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ তুলে বাড়ির সামনে মৃতদেহ রেখে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানার পাতিবুনিয়া এলাকায়। ঠিকাদারকে গ্রেপ্তারের দাবিতে পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তিও হয় গ্রামবাসীদের। পরে উত্তেজিত জনতাকে আশ্বস্ত করলে বিক্ষোভ উঠে যায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত শ্রমিকের নাম সান্টু পাত্র (২৫)। গত তিন মাস আগে প্রতিবেশী শেখ সালেহানের সঙ্গে গুজরাটে টাওয়ারের কাজে গিয়েছিলেন। পাতিবুনিয়া এলাকার বাসিন্দা শেখ সালেহান মূলত নামখানা ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভিন রাজ্যে কাজের জন্য শ্রমিক পাঠিয়ে থাকেন। দিনকয়েক আগেই সান্টুর পরিবারের কাছে ফোন আসে তিনি ছাদ থেকে পড়ে গিয়েছেন। গুজরাটের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পাশাপাশি পরিবারের লোকজনদের গুজরাটে যাওয়ার জন্য বলা হয়। তার পরে সান্টুর মৃত্যুর খবর আসে। পরিবারের লোকেদের দাবি, তাঁদের ছেলেকে গুজরাটে কাজে নিয়ে গিয়ে লোহার রড দিয়ে আঘাত করে মেরে ফেলা হয়েছে।

পরিবারের পক্ষ থেকে বারবার বাড়ির ছেলের মৃত্যুর কারণ জানতে শ্রমিক ঠিকাদার শেখ সালেহানের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু শেখ সালেহান কোনও ভাবে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ কিংবা সহযোগিতা কিছুই করেননি বলে অভিযোগ। এরপর বুধবার বিকেলে শ্রমিকের মৃতদেহ নিয়ে শেখ সালেহানের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন পরিবারের সদস্যরা। এমনকী অভিযুক্ত ঠিকাদারের বাড়ি ভাঙচুর করে উত্তেজিত জনতা। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

"ফর্ম নং আইএনসি-২৬"
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত কাগজে বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
ইস্টার্ন রিজিওন, রিজিওনাল ডিরেক্টর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
মনীশা কোল্ড স্টোরেজ প্রা. লি. রেজিস্টার্ড অফিস ৪১ এন টি রোড শেওড়াফুলি হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২২২৩ সম্পর্কিত
....দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **সোমবার ৮ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে** অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে"** কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে** এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।
দরখাস্তকারীর পক্ষে
মনীশা কোল্ড স্টোরেজ প্রা. লি.'এর পক্ষে
স্বা/-
তারিখ : ০৭.০৩.২০২৪ দীনেশ কুমার তিওয়ারি
স্থান : পশ্চিমবঙ্গ (ডিরেক্টর)
ডিন - ০২২৭৯৮৪৯
ঠিকানা - বি১/১০০১, লোটাস বন্ড, ২এ, বৈভব খন্ড, ইন্দিরাপুরম, গাজিয়াবাদ, উত্তরপ্রদেশ - ২০১০১৪

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
রঘুনাথগঞ্জ শাখা
রঘুনাথগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ
পিন - ৭৪২ ২২৫

দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - ৪ [দ্রষ্টব্য রুল ৮(১)]

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **১৩.১২.২০২৩** তারিখে **ঋণগ্রহীতা : মেসার্স লক্ষ্মী এন্টারপ্রাইজ,** স্বত্বা - শ্রী সুশীল কুমার সাহা, গোডাউন কলোনি, পো. এবং থানা - রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ২২৫, পশ্চিমবঙ্গ, **স্বত্বাধিকারী/ঋণগ্রহীতা তথা জামিনদাতা : শ্রী সুশীল কুমার সাহা,** পিতা ক্ষুদিরাম সাহা এবং **জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা : শ্রীমতি দীপালি সাহা,** স্বামী শ্রী সুশীল কুমার সাহা, উভয়ের ঠিকানা গোডাউন কলোনি, পো. এবং থানা - রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ২২৫, পশ্চিমবঙ্গ **ক্যাশ ক্রেডিট এ/সি - ৫০১৭১৮৮১৫৮১ এবং টার্ম লোন এ/সি - ৭১৮৭২৬৬৫৩৬) রঘুনাথগঞ্জ শাখা** নিকট বকেয়া পরিমাণ **৪০,৯৬,৯৮৯.৩৬ টাকা (চল্লিশ লাখ ছিয়ানব্বই হাজার নশো উননব্বই টাকা এবং ছত্রিশ পয়সা) টাকা ১২.১২.২০২৩ অনুযায়ী** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৪ মার্চ ২০২৪ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** নিকট বকেয়া **৪০,৯৬,৯৮৯.৩৬ টাকা (চল্লিশ লাখ ছিয়ানব্বই হাজার নশো উননব্বই টাকা এবং ছত্রিশ পয়সা) টাকা ১২.১২.২০২৩** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ।
"এতদ্বারা জানানো হচ্ছে উক্ত সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ মৌজা : শ্রীকান্তবাটী, জেএল নং ১১৪, জমির পরিমাণ ৩.৩০ ডেসিমেল, প্লট নং ১১৬৩, খতিয়ান নং ৭৯০৭, জমির শ্রেণি : বাস্তু, পো এবং থানা : রঘুনাথগঞ্জ, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২২২৫ , পশ্চিমবঙ্গ উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল নং ১০১৮২ তাং ২৮/১১/২০১৩, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর -জঙ্গিপুর, বুক নং ১, ভল্যুম নং ২৩, পৃষ্ঠা নং ৪৬৯৮ থেকে ৪৭০৬, **সম্পত্তি শ্রীমতি দিপালী সাহা স্বামী সুশীল কুমার সাহার নামে। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : সাব প্লট নং ৭০, দক্ষিণে : সাব প্লট নং ৭২, পূর্বে : অন্যান্য প্লট, পশ্চিমে : ৭ ফুট চওড়া রাস্তা।

তারিখ : ০৪.০৩.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : রঘুনাথগঞ্জ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI
এসবিআই মেদিনীপুর শাখা (০১৩২)
পোঃঅঃ- মেদিনীপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর
পশ্চিমবঙ্গ-৭২১১০১ ই-মেল: sbi.00132@sbi.co.in
পরিশিষ্ট-৪ [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এ/সি. নং. ৩৭৩২৮১২৯৮৮৩/ ৩৬৯৭৯৪৭১৩৬৮ (এইচবিএল)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**-র অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ -এর এক্ট ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে, **৩০.১২.২০২৩** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক ঋণগ্রহীতা **শ্রী সৌমেন সেন, পিতা- শ্রী শক্তি পদ সেন, ঠিকানা- স্কুল বাজার, পোস্ট- মেদিনীপুর (আনন্দ লজের কাছে), থানা- কোতোয়ালি, পিন - ৭২১১০১, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর** -কে নোটিশে উল্লিখিত **৩১,৬৭,৯১১.০০ টাকা (একত্রিশ লক্ষ সাতষট্টি হাজার নয়শো এগারো টাকা মাত্র) ৩০.১২.২০২৩ অনুযায়ী** সেইসঙ্গে হালনাগাদ সুদ পরিশোধ করতে বলেন উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন **৬ মার্চ, ২০২৩** তারিখে, উক্ত এক্টের রুল ৯ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ (৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে **৩২,১৫,৫৬৭.০০ টাকা (বত্রিশ লক্ষ পনেরো হাজার পাঁচশত সাতষট্টি টাকা মাত্র)** এবং অর্জিত সুদ **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** -র ধার্য সাপেক্ষ হবে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

টাইটেল ডিড জমা দিয়ে বন্ধক রাখা সম্পত্তির (জমি ও বিল্ডিং) বিবরণ:-
স্বত্বাধিকারী শ্রী সৌমেন সেন, পিতা - শ্রী শক্তি পদ সেন, স্কুল বাজার, পোস্ট - মেদিনীপুর (আনন্দ লজের কাছে), থানা-কোতোয়ালি, পিন - ৭২১১০১, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর।
"সিন্ডিকন প্রজেক্টস অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন প্রাঃলিঃ" এর থার্ড ফ্লোরে **৮৩৪.৬১ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া)** পরিমাপের ফ্ল্যাট নং-৩বি এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার অবস্থান- মৌজা-কেরানিটোলা, হোল্ডিং নং-১৮৮/৩, ক্ষুদিরাম নগর, রাজাবাজার (কে ডি কলেজের কাছে), আর এস প্লট নং-২৭১(পি), এল আর প্লট নং-১৪২৬(পি), এল আর খতিয়ান নং-২২০৭, জে এল নং-১৭১, দলিল নং-আই-৫৯৯৮ সাল- ২০১৭।
সীমানা: উত্তরে- অজিত কুমার মিত্রের সম্পত্তি; **দক্ষিণে**- জয়শ্রী বন্দোপাধ্যায়ের সম্পত্তি; **পূর্বে** - রাজ্য সমন্বয় কমিটির অফিস; **পশ্চিমে**- পৌরসভা সড়ক।

দ্রষ্টব্য- দখলের নোটিশ ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে পাঠানো হয়েছে। যদি, ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এটি না পেয়ে থাকেন, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তিটিকে পরিষেবার পরিবর্ত পদ্ধতি হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

তারিখ: ০৬.০৩.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান: পশ্চিম মেদিনীপুর স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI
এসবিআই, আরএসিপিসি, রাজারহাট, শাখা কোড -১৬৮২২,
সন্তোষ চেম্বার,২য় ফ্লোর, সিটি সেন্টার-২ এর কাছে,
নিউ টাউন, কলকাতা- ৭০০১৬১, , ই-মেইল sbi.16822@sbi.co.in
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি, রাজারহাট** -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে নিম্নে বর্ণিত তারিখে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার কে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক আহ্বান জানায়, ঋণগ্রহীতা/জামিনদার টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, উক্ত রুলস-এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাদের সাপেক্ষে তারিখে। বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি, রাজারহাট** শাখার ধার্য সাপেক্ষ হবে। ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	**ঋণগ্রহীতা- শ্রী নিলয় সরকার,** পিতা- প্রয়াত পীযূষ কান্তি সরকার, তরু অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট-১/ই, প্রথম ফ্লোর, রামকৃষ্ণপুর, থানা - বারাসত, বারাসাত পৌরসভার অধীন, কলকাতা- ৭০০১২৪ **এছাড়াও ঠিকানা-** ১১এ, চঞ্চল সরণী, সন্তোষপুর, কসবা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০০৭৫ **এবং এছাড়াও ঠিকানা-** ফ্ল্যাট বি, গ্রাউন্ড ফ্লোর, রামকৃষ্ণপুর, থানা- বারাসাত, বারাসাত পৌরসভার অধীন, কলকাতা- ৭০০১২৪	তরু অ্যাপার্টমেন্ট নামে বহুতল ভবনে অবস্থিত প্রথম ফ্লোরে উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম দিকে কমবেশি ১২৪৩ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা পরিমাপের আবাসিক ফ্ল্যাট নম্বর ১ই এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সেইসঙ্গে ভবনের সাধারণ সুবিধাগুলি ব্যবহারের অধিকার সহ, প্রায় কমবেশি ০৭ কাঠা ১৪ ছটাক পরিমাপের জমিতে নির্মিত এবং অবস্থান-মৌজা- রামকৃষ্ণপুর, পরগনা- আনোয়ারপুর, জে.এল. নং. ৮১, রে. সা. নং- ২২৫, তৌজি নং- ১২ (হাল), এলআর দাগ নং - ২২৫, এলআর খতিয়ান নং ৩৩০৮, ৩৩২৭ এবং ৩৩১২ এর অধীনে, বারাসাত পৌরসভার স্থানীয় সীমার মধ্যে, ওয়ার্ড নং- ১৩, হোল্ডিং নং ১৭৭৯, রামকৃষ্ণপুর রোড, থানা- বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা জেলার মধ্যে, এডিএসআর - কদম্বগাছি। স্বত্ব দলিল বই- ১, ভলিউম নম্বর ১৫২৫-২০২৩, পৃষ্ঠা ৬৪৩০৬ থেকে ৬৪৩৪৩ পর্যন্ত ২০২৩ সালের বিয়িং নং ১৫২৫০২৩৯৬ এ নিবন্ধিত। সম্পত্তিটি শ্রী নিলয় সরকারের নামেআছে, পিতা- প্রয়াত পীযুষ কান্তি সরকার। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:- উত্তরে** - অরুণ ব্যানার্জি, **দক্ষিণে** - ১২' ফুট চওড়া রামকৃষ্ণপুর রোড, **পূর্বে** - ৬ ফুট চওড়া রাস্তা, **পশ্চিমে**- বিশ্বনাথ সাহা সুবল সাহা দ্বারা।	১) ২৭.১২.২০২৩ ২) ০৫.০৩.২০২৪ ৩) ৫৩,৬১,২২৪.০০ টাকা (টাকা- তিপ্পান্ন লক্ষ একষট্টি হাজার দুইশত চব্বিশ মাত্র) ২৭.১২.২০২৩ অনুযায়ী তদুপরি এর সাথে ভবিষ্যতের সুদ, খরচ এবং আনুষঙ্গিক চার্জ সহ বর্তমান তারিখ পর্যন্ত অপ্রয়োগিত সুদ।
		তরু অ্যাপার্টমেন্ট নামে বহুতল ভবনে অবস্থিত গ্রাউন্ড ফ্লোরে পশ্চিম দিকে কমবেশি ৪৬০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা পরিমাপের আবাসিক ফ্ল্যাট নং- বি এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সেইসঙ্গে কমবেশি ৪৬০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা সমন্বিত একটি আচ্ছাদিত গ্যারেজ সহ এবং সাধারণ সুবিধাগুলি ব্যবহারের অধিকার সহ, প্রায় কমবেশি ০৭ কাঠা ১৪ ছটাক পরিমাপের জমিতে নির্মিত এবং অবস্থান-মৌজা- রামকৃষ্ণপুর, পরগনা-আনোয়ারপুর, জে.এল. নং. ৮১, রে. সা. নং- ২২৫, তৌজি নং- ১২ (হাল), এলআর দাগ নং - ২২৫, এলআর খতিয়ান নং ৩৩০৮, ৩৩২৭ এবং ৩৩১২ এর অধীনে, বারাসাত পৌরসভার স্থানীয় সীমার মধ্যে, ওয়ার্ড নং- ১৩, হোল্ডিং নং ১৭৭৯, রামকৃষ্ণপুর রোড, থানা- বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা জেলার মধ্যে, এডিএসআর - কদম্বগাছি। স্বত্ব দলিল বই- ১, ভলিউম নম্বর ১৫২৫-২০২৩, পৃষ্ঠা ৬৪৫০৬ থেকে ৬৪৫৪৩ পর্যন্ত ২০২৩ সালের বিয়িং নং ১৫২৫০২৩৯৩ এ নিবন্ধিত। সম্পত্তিটি শ্রী নিলয় সরকারের নামে আছে, পিতা- প্রয়াত পীযুষ কান্তি সরকার। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:- উত্তরে** - অরুণ ব্যানার্জি, **দক্ষিণে** - ১২' ফুট চওড়া রামকৃষ্ণপুর রোড, **পূর্বে** - ৬ ফুট চওড়া রাস্তা, **পশ্চিমে**- বিশ্বনাথ সাহা সুবল সাহা দ্বারা।	১) ২৭.১২.২০২৩ ২) ০৫.০৩.২০২৪ ৩) ৩১,৪১,১১৯.০০ টাকা (টাকা- একত্রিশ লক্ষ একচল্লিশ হাজার একশো উনিশ মাত্র) ২৭.১২.২০২৩ অনুযায়ী তদুপরি এর সাথে ভবিষ্যতের সুদ, খরচ এবং আনুষঙ্গিক চার্জ সহ বর্তমান তারিখ পর্যন্ত অপ্রয়োগিত সুদ।

বিঃদ্রঃ-দখল বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যেই ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণকে স্পিড পোস্ট মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। যদি ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ এটি না পেয়ে থাকেন, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তিটিই তাঁদের কাছে পরিষেবার পরিবর্ত পন্থা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

তারিখ: ০৫.০৩.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান: রাজারহাট, উত্তর ২৪ পরগনা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - কলকাতা সেন্ট্রাল
৫ম এবং ৬ষ্ঠ তল, প্লট নং ৩৭৭ এবং ৩৭৮, ব্লক - জিডি সেক্টর-III,
সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০১০৬, ফোন- (০৩৩) ৪০২৫-৯৭১৮
পরিশিষ্ট - IV {রুল ৮(১)}
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার নাম এবং ঠিকানা/শাখা	ক. দাবি নোটিশের তারিখ খ. দখল নোটিশের তারিখ	দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	**ঋণগ্রহীতা :** মেসার্স টিম্বার অ্যান্ড কোং **ঠিকানা** - ৯৩ আশুতোষ কলোনি হালতু কলকাতা - ৭০০০৭৮ **শ্রীমতি সমীতা সিনহা (স্বত্বা - মেসার্স টিম্বার অ্যান্ড কোং)** স্বামী শ্রী অরুণ কুমার সিনহা এবং **শ্রী অরুণ কুমার সিনহা** পিতা প্রয়াত মনোরঞ্জন সিনহা, **ঠিকানা** - ১৪/৩ তেজপাড়া লেন, ঢাকুরিয়া, কলকাতা - ৭০০০৩১ **এ/সি - ৫০০২৯০৮১৩৯৫ শাখা :** মুকুল বোস রোড	ক. ১৯.১১.২০১৪ খ. ০২.০৩.২০২৪	**২৪,২১,৩৬, ২১.০০ টাকা** (দুই কোটি বিয়াল্লিশ লাখ তেরো হাজার ছশো একুশ টাকা) ১৫.০২.২০২৪ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ	**বন্ধকদত্ত সম্পদ :** সম পরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট, ২য় তলে পরিমাণ ১১৭৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং কার পার্কিং স্পেস পরিমাণ ৩৫৪ বর্গফুট অবস্থিত ১৪/৩ তেলিপাড়া লেন ঢাকুরিয়া, থানা - কসবা, কলকাতা - ৭০০০৩১, ওয়ার্ড নং ৯২, শ্রী অরুণ কুমার সিনহা, পিতা প্রয়াত মনোরঞ্জন সিনহা এবং শ্রীমতি সমীতা সিনহা স্বামী শ্রী অরুণ কুমার সিনহা নামে সম্পত্তি উল্লেখ্য দলিল নং ২৭১৭/১০ তাং ০৬.০৪.২০১০। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে** : সড়ক **দক্ষিণে** : লাবণ্য প্রভা বসু এবং বনলতা দত্তর জমি **পূর্বে** : সড়ক **পশ্চিমে** : আশিস গুপ্তার ভবন।
২.	**ঋণগ্রহীতা :** শ্রী সুদীপ্ত ঘোষ এবং সোমনাথ সিং **ঠিকানা** - ৫/১ কবিতীর্থ সরণি, খিদিরপুর, কলকাতা - ৭০০০২৩ **এ/সি - ৫০৪২৬০১৭৮৪৯ শাখা :** সাউদার্ন এভিনিউ - ২	ক. ০৫.০৩.২০২২ খ. ২৮.০২.২০২৪	**১৩,০৬,২০৩.০০ টাকা** (তেরো লাখ ছয় হাজার দুশো তিন টাকা) ২৮.০২.২০২৪ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ আনুমানিক কম বেশি ৭৩২ বর্গফুট অর্থাৎ ১ কাঠা ১২ বর্গফুট এবং তদস্থিত একতলা পাকা পুরনো নির্মাণ ৫৭২ বর্গফুট মৌজা - বেহালা, জেলা - কালেক্টরেট, তৌজি নং ৩৪৬, জেএল নং ২, দাগ নং ৬১১০, থানা - বেহালা, বর্তমানে থানা পর্ণশ্রী সাব রেজিস্ট্রি অফিস বেহালা, আরএস খতিয়ান নং ৭৫৫, এবং ৭৩০, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং স্থানীয় কলকাতা পৌরসংস্থার ওয়ার্ড নং ১২৯ অধীন প্রেমিসেস নং ৭এ, মহেন্দ্র ব্যানার্জি রোড, থানা পর্ণশ্রী কলকাতা - ৭০০০৬০ অ্যাসেসি নং ৪১১২৯০৬১১২১৪ এডিএসআর বেহালা অধিক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত এবং বৈদ্যুতিক সংযোগ ইত্যাদি সংলগ্ন ৮ ফুট চওড়া ব্যক্তিগত চলার পথ সহ **সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ : উত্তরে** : চক্রবর্তীর সম্পত্তি **দক্ষিণে** : শ্রী গুপ্তর সম্পত্তি **পূর্বে** : পোলার ফ্যান ফ্যাক্টরির সম্পত্তি **পশ্চিমে** : ৮ ফুট সাধারণ চলার পথ।

তারিখ : ০২.০৩.২০২৪ স্বা/-
স্থান : কলকাতা অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

[illegible]
Email: roc.cpace@mca.gov.in

Government of India
Ministry of Corporate Affairs
Centre for Processing Accelerated
Corporate Exit (C-PACE)
IICA Building, 7th Floor,
Plot P-6,7,8, Sector-5, IMT
Manesar,
Gurgaon, Haryana - 122050.
Email: roc.cpace@mca.gov.in

FORM No. STK -- 6
PUBLIC NOTICE
[*Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016*]

Public Notice:ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/1159 Date: -27.02.2024

Reference:

(1) In the matter of striking off or removal of names of (22) companies in the state of West Bengal under section 248 of the Companies Act, 2013 in respect of:

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AA6401356	U74999WB2019PTC229922	BHATTACHARYYA ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED
2	AA6698516	U51909WB1943PTC011251	MATADIN KHAITAN & CO PVT LTD
3	AA6883233	U15520WB1988PTC044961	DP SHAW AND CO (WINE) PRIVATE LIMITED
4	AA6729309	U67120WB1995PTC073142	VEECHAM INVESTMENT PVT.LTD.
5	AA6768764	U26999WB2007PTC113475	DUXTIN BRICKS PRIVATE LIMITED
6	AA6830783	U72900WB2008PTC123621	I-BRIDGE NETWORK PRIVATE LIMITED.
7	AA6882345	U45400WB2008PTC128598	KIRANSHREE REALTORS PRIVATE LIMITED
8	AA6825992	U55101WB2008PTC129582	SEAWAYS HOTEL & RESORTS PRIVATE LIMITED
9	AA6853534	U74999WB2011PTC158650	S.H. COMMODITIES TRADE PRIVATE LIMITED
10	AA6859166	U51909WB2010PTC140617	SYSCRAFT COMMERCIAL PRIVATE LIMITED
11	AA6821095	U51909WB2012PTC182580	SHANBHAVI VANIJYA PRIVATE LIMITED
12	AA6729903	U45400WB2012PTC187516	BHAVSAGAR HEIGHTS PRIVATE LIMITED
13	AA6825889	U72300WB2015PTC207481	HEPHAESTUS TECH PRIVATE LIMITED
14	AA6762863	U51909WB2020PTC236856	TANUSHKA TRADING PRIVATE LIMITED
15	AA6879826	U51100WB2013PTC192786	ESHITA SECURITIES PRIVATE LIMITED
16	AA6813473	U55101WB2020PTC236057	FINITI CIRCLE PRIVATE LIMITED
17	AA6880081	U80903WB2021PTC242728	NRH TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
18	AA6789022	U74999WB2021OPC245609	ADB SECURITY (OPC) PRIVATE LIMITED
19	AA6865139	U74999WB2021OPC245720	GRAND SECURITY AND INFORMATION SERVICES (OPC) PRIVATE LIMITED
20	AA6655725	U72900WB2021PTC247351	TAYDAZ TECH PRIVATE LIMITED
21	AA6825837	U60232WB2022PTC253375	KHATHU SHYAM TEA CARRIER & CENTER'S PRIVATE LIMITED
22	AA6831113	U62099WB2023PTC265123	AINALYZE FORENSICA PRIVATE LIMITED

(2). Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under subsection (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

(Harihara Sahoo)
REGISTRAR
Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

CBC 07123/11/0513/2324

চিকিৎসকের আত্মহত্যা, ধৃত ব্যবসায়ী দম্পতি

বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক, ব্ল্যাকমেল, মোটা টাকা আদায়ের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডায়মন্ড হারবার: ডায়মন্ড হারবারে চিকিৎসকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্যকর মোড়। এক প্রভাবশালী ব্যবসায়ী দম্পতিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। এছাড়াও এফআইআর তালিকায় এক মহিলা পুলিশ আধিকারিক ও বেশ কয়েকজন প্রভাবশালীর নাম রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত দম্পতি অভিজিৎ দাস ও রিয়া দাস ডায়মন্ড হারবারের মাধবপুর ও জলট্যাঙ্কের বাসিন্দা। চিকিৎসক কল্যাণাশিস ঘোষের সঙ্গে রিয়ার বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল বলে তদন্তে নেমে জানতে পারে পুলিশ। চিকিৎসককে দিনের পর দিন ব্ল্যাকমেল করে দফায় দফায় মোটা টাকা নেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। সেই চাপেই কার্যত মানসিক অবসাদে চিকিৎসক আত্মঘাতী হয়েছেন বলে পুলিশের অনুমান। মঙ্গলবার ধৃত ব্যবসায়ী অভিজিৎ এবং বুধবার তাঁর স্ত্রী রিয়াকে ডায়মন্ড হারবার মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

গত রবিবার গভীর রাতে ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কোয়ার্টার থেকে চিকিৎসক কল্যাণাশিস ঘোষের (৪৫) ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের পর হুগলির কোন্নগরের বাসিন্দা তাঁর মেয়ে অভিজিৎ, রিয়া সহ ৬ জনের বিরুদ্ধে খুনের হুমকি দিয়ে ব্ল্যাকমেলের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ডায়মন্ড হারবার থানায়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে প্রভাবশালী দম্পতিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বাকি অভিযুক্তদেরও গ্রেপ্তারের দাবি তুলেছেন এলাকার বাসিন্দারা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, স্থানীয় জেটিঘাটে বার চালাতেন বছর পঁয়ত্রিশের অভিজিৎ। অন্যদিকে স্টেশন বাজারে বছর বত্রিশের রিয়ার কাপড়ের দোকান রয়েছে। রিয়ার সঙ্গে মৃত চিকিৎসকের বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ছিল বলে পুলিশের তদন্তে উঠে এসেছে। এমনকী এই সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে চিকিৎসককে চাপ দিয়ে মোটা টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ধৃত বার মালিক ও কাপড়ের ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। আর তার জেরেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন চিকিৎসক। এমনকী ওই চিকিৎসককে তাঁর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে না দিয়ে পরিকল্পনা করে নেশায় ডুবিয়ে রাখা হত বলে অভিযোগ।

পুলিশের দাবি, বার মালিক অভিজিৎ দাস পুলিশের জেরায় জানিয়েছেন, বর্তমানে ওই চিকিৎসকের টাকাতেই ডায়মন্ড হারবারে প্রতিষ্ঠিত কাপড়ের ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছেন তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী রিয়া দাস। আর এনিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্যের বিষয়টা ছিল লোক দেখানো। প্রাক্তন স্ত্রীকে সামনে রেখে ব্যবসা চালাতেন ওই বার মালিকও। এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা এক মহিলার দাবি, 'ডাক্তারবাবু ভালো লোক ছিলেন। ওনাকে চাপে ফেলে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।'

অন্যদিকে আইনজীবী সুদীপ চক্রবর্তী বলেন, 'মোট ৬ জনের নাম রয়েছে এফআইআর তালিকায়। ধৃত ব্যবসায়ী রিয়া, ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে চাপ দিয়ে টাকা আদায় করত। দামি গাড়িও কেনা হয়েছিল। সেই থেকেই মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েছিলেন।'

আরামবাগে অধিকার যাত্রায় সরকারি কর্মচারীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতি সমুহের রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি অধিকার যাত্রা কর্মসূচি হল বুধবার। আরামবাগ মহকুমা শাখা সমিতির উদ্যোগে এই কর্মসূচি হয় আরামবাগে। এদিন আরামবাগের বাসুদেবপুর মোড় থেকে অধিকার যাত্রার পদযাত্রা শুরু হয়। এই পদযাত্রা আরামবাগ শহর পরিক্রমা করে। জানা গেছে, প্রশাসনিক দায়িত্ব প্রতিপালনের সঙ্গে সঙ্গে জনগণকে নিজ অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার দায়িত্ব-কর্তব্য থেকেই ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ থেকে শুরু হয়েছে 'অধিকার যাত্রা', যা শেষ হবে ১০ মার্চ, ২০২৪। এদিন এই অধিকার যাত্রা হাওড়া থেকে হয়ে হুগলি জেলাতে প্রবেশ করে। আরামবাগ মহকুমার পুরশুড়া এলাকায় মিছিল ও পথসভা হয়ে আরামবাগে প্রবেশ করে। এদিন পুরশুড়া ব্লকের কোটালপাড়া, খালেদপুর থেকে পুরশুড়া থানা ও ব্লক অফিস পর্যন্ত মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। আরামবাগের বাসুদেবপুর মোড়ে কর্মচারীরা জমায়েত হয়ে সুসজ্জিত মিছিলের মাধ্যমে বাজারের মধ্যে দিয়ে গিয়ে নিমতলা মোড়ে পথসভা অনুষ্ঠিত করে। এরপর ওই যাত্রা চাঁপাডাঙ্গা-নালিকুল-সিঙ্গুর-বৈদ্যবাটি মোড় হয়ে রাতে চন্দনগর গিয়ে রাত্রিবাস করবে বলে জানা যায়। এই বিষয়ে

আরামবাগ মহকুমা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক শুভম চক্রবর্তী বলেন, আমাদের মূলত দাবি বিভাজনের রাজনীতিকে পরাস্ত করে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। প্রশাসনের সমস্ত শূন্যপদ স্বচ্ছতার সঙ্গে পূরণ করতে হবে। চুক্তিভিত্তিক ও অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ করতে হবে। অবিলম্বে বকেয়া মহার্ঘ ভাতা ও মহার্ঘ রিলিফ প্রদান করতে হবে। পাশাপাশি ভাবাদিঘিকে বাঁচিয়ে তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর রেল পরিষেবা অবিলম্বে চালু করা। উপযুক্ত কাঠামো সহ হুগলি জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা। গোন্দলপাড়া সহ সমস্ত বন্ধ জুটমিলগুলিকে অবিলম্বে খুলতে হবে। অধিকার যাত্রা শেষ হওয়ার পর আগামী ১৪ মার্চ যৌথ মঞ্চের ডাকে 'নবান্ন অভিযান' অনুষ্ঠিত হবে। সেই কর্মসূচিকে সফল করতেই আমাদের এই কর্মসূচি।

বাজেট পেশ আসানসোল পুরনিগমের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: ২০২৪-২০২৫ আর্থিক বছরের বাজেট পেশ হল আসানসোল পুরনিগমে। চলতি আর্থিক বছরের বাজেটে গত আর্থিক বছরের তুলনায় বেশি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। চলতি আর্থিক বছরে আর্থিক বরাদ্দ ৪২১ কোটি ৬২ লক্ষ ৭৫ হাজার। যার মধ্যে পানীয় জল পরিষেবা ক্ষেত্রে ১৩০ কোটি বরাদ্দ করা হয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ উন্নয়ন শিক্ষা স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া বিভাগেও উল্লেখযোগ্য ভাবে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। এদিন বাজেট পেশের পর পুরনিগমের মেয়র বিধান উপাধ্যায় বলেন, এই বাজেট জনমুখী। তিনি বলেন, আগে আসানসোল পুরনিগমের অস্থায়ী কর্মীরা কর্মজীবনে বা অবসর হওয়ার পর মারা গেলে কোনও টাকা পুরনিগম থেকে পাওয়া যেত না। চলতি আর্থিক বছর থেকে এই দুই ক্ষেত্রেই আড়াই লক্ষ টাকা করে পাবে যেটা আগে কোনও দিন পুরসভা দিত না। আশাকর্মীদের বেতন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

SBI — এসবিআই আরএসিপিসি-কাম-এসএআরসি, হাওড়া (১০২৬৩)
২৩৯এ, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ইমেল : sbi.10263@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা এবং শাখার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা দাখিলকৃত বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
২	**শ্রী রামনারায়ণ রায়** পিতা শ্রী গুরু পদ রায় **শ্রীমতি রুবি রায়** স্বামী শ্রী রামনারায়ণ রায়, রেলওয়ে বাংলো নং ১৪৭, সাউথ সাইড খড়গপুর, থানা এবং পো : খড়গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭২১৩০১। এবং **আরও ঠিকানা :** মেট্রো হাইটস, অ্যাপার্টমেন্ট নং ০৪-এফ, ৫ম তল, টাইপ এফ, উইং-২, পুরসভা প্রেমিসেস নং ১৪২ বাকড়াহাট রোড, কলকাতা : ৭০০১০৪। আরও ঠিকানা : প্রযত্নে আর এন পাল হাউস, নাম আশীর্বাদ, হিজলি কো- অপারেটিভ সোসাইটি, প্রেম বাজার, খড়গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭২১৩০৬	**তপশিল "সি" : অংশ -১ :** অনুগ্রহ করে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট সকল দায়বদ্ধ সম্পত্তির উল্লেখ করা : চলতি সম্পদ , মজুত, বুক ডেটস, আদায়যোগ্য, ব্যবহারযোগ্য পণ্য এবং স্পেয়ার্স এবং দায়বদ্ধ অস্থায়ী প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি ইত্যাদি যা নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে (তপশিল বি)। **অংশ -২ : তপশিল ডি সম্পত্তির বিবরণ জমি এবং ভবনের বিবরণ** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমির পরিমাণ ৮১ (একাশি) শতক সমপরিমাণ ৪৯.০৫ কাঠা (কমবেশি) অবস্থিত মৌজা : হাঁসপুকুরিয়া, জেএল নং ২০, পুরসভা প্রেমিসেস নং ১৪২, বাকড়াহাট রোড, কলকাতা : ৭০০১০৪, অ্যাসেসি নং ৭১১৪৪০২০০৩৩৭, থানা : ঠাকুরপুকুর,স্থানীয় কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১৪৪, বরো নং ১৬, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দাগ নং ১, আরএস দাগ নং ২৬৪, এলআর দাগ নং ৩১৪, মোট এরিয়া দাগ - ১১৭ ডেসিমেল,এরিয়া সমুদয় হাউসিং কমপ্লেক্স-৬২ ডেসিমেল, ২, আর এস দাগ নং ২৭৭, এলআর দাগ নং ৩২৯, মোট এরিয়া দাগ নং ৬১ ডেসিমেল, এরিয়া সমুদয় হাউসিং কমপ্লেক্স-১৯ ডেসিমেল, মোট ৮১ ডেসিমেল। সংশ্লিষ্ট সকল অ্যাপার্টমেন্ট নং ০৪-এফ, ৫মতল, টাইপ এফ, উইং-২, পরিমাণ ৭৯৪ বর্গফুট (কার্পেট এরিয়া) ৮৭৫ বর্গফুট (বিল্ট আপ এরিয়া) ১১২১ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) হাউসিং কমপ্লেক্স এর নাম "মেট্রো হাইটস" (কার পার্কিং) একটি খোলা কার পার্কিং স্পেস নং ০-৫৩, একতলা নতুন ভবনে। **সম্পত্তি শ্রী রামনারায়ণ রায় এবং শ্রীমতি রুবি রায়** উল্লেখ্য দলিল নং ১৯০৩০০২৩২-২০২৩ নথিভুক্ত বুক নং -১, ভলুম নং ১৯০৩-২০২৩, পৃষ্ঠা ১৪৭৫৬ থেকে ১৪৭৯৩,অ্যাডিশনাল রেজিস্ট্রার অব অ্যাসুরেন্স অফিস অব দ্য এ আর এ- ৩, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ।	১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ৩০.০১.২০২৪ এনপিএ তারিখ ০৩.১০.২০২৩	হাউস বিল্ডিং টার্ম লোন এ/সি নং ৪০০৬৬৫৯৫৬২৮ (২৩,৬১,০৩৯.০০ টাকা) (তেইশ লাখ একষট্টি হাজার উনচল্লিশ টাকা) ৩০.০১.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে সম্পূর্ণ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণ (যেখানে প্রযোজ্য) সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তারিখ : ০৭.০৩.২০২৪
স্থান - হাওড়া

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

IDBI BANK — আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, দুর্গাপুর রিজিওনাল অফিস
ইউসিপি - ০১৬, আম্বেদকর সরণি, উর্বশী, ফেজ - বেঙ্গল অম্বুজা
সিটি সেন্টার দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩২১৬, পশ্চিমবঙ্গ
মো. নং - ৭০০৪২৮৬৩৬০/৮০৯৩০৩২৮০৫, ওয়েবসাইট : www.idbibank.in
CIN : L65190MH2004GQ1148838

পরিশিষ্ট IV-A [রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন সহিত পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)কে অবগত করা হচ্ছে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে, যার স্বত্ব/প্রতীকী দখল অনুমোদিত ব্যক্তিরা নিয়েছেন। আইডিবিআই ব্যাঙ্কের অফিসার, সুরক্ষিত পাওনাদার, ২৬.০৩.২০২৪ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে নিচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.-এর পাওনা পুনরুদ্ধারের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা (ইএমডি) সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিবরণ অনুযায়ী প্রদর্শিত হলো।

২৬.০৩.২০২৪ তারিখে নিলামকৃত সম্পত্তির বিবরণ (১৫ দিনের নোটিশ)

শাখার নাম	ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদাতা (গণ)/ বন্ধকদাতা (গণ) এর নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখল নোটিশের তারিখ গ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) বায়না জমা (ইএমডি) গ) ডাক/ টেন্ডার বর্ধিতকরণ পরিমাণ
শংকরপুর	(ঋণগ্রহীতা) শ্রী রাজীব সাহা (সহ ঋণগ্রহীতা) শ্রীমতি শ্রাবণী সাহা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ইউনিটের ভবনের একটি অংশে ফ্ল্যাট নং বি, ৭ম (সপ্তম) তলে, পরিমাণ কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০১০ বর্গফুট দুই বেড রুম, এক ড্রইং তথা ডাইনিং, এক ব্যালকনি, এক কিচেন, দুই টয়লেট এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, প্রকল্প/ভবনের নাম "অনিতা রেসিডেন্সি" অবস্থিত জমির পরিমাণ ১৪.২৫ ডেসিমেল কমবেশি, আরএস প্লট নং ১৬১১, এলআর প্লট নং ২৩৪৭, খতিয়ান নং ৪৪৩২, এলআর খতিয়ান নং ৩২২০ এবং ৩২২১, মৌজা- আরা, জেএল নং ৯১, থানা- কাঁকসা, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান (পূর্বতন বর্ধমানের অংশ মালানদিঘি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন) **চৌহদ্দি নিম্নরূপ : উত্তরে :** শ্রী জীবন সোরেনের ভবন, **দক্ষিণে :** ১৬ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রোড, **পূর্বে :** ৮ ফুট চওড়া চলার পথ এবং শ্রী হরেন্দ্রনাথ মাণ্ডির ভবন, **পশ্চিমে :** মাইকেল টুডুর ভবন ওরফে হোপান টুডুর বাড়ি।	ক) ১৯.০৯.২০২২ খ) ৩০.০১.২০২৩ গ) ১৮,৬৫,৩০৬ টাকা (আঠার লাখ পঁয়ষট্টি হাজার তিনশ ছয় টাকা)	ক) ১৭,২৭,১০০ টাকা খ) ১,৭২,৭১০ টাকা গ) ১০,০০০ টাকা

২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৯(১) অধীন বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় নোটিশের জন্য বিজ্ঞপ্তি

টেন্ডার নথি কলকাতা জোনাল অফিস, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক, দুর্গাপুর রিজিওনাল অফিস এবং আইডিবিআই ব্যাঙ্ক শঙ্করপুর শাখা থেকে কাজের দিন (সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত) ওয়েবসাইট : www.bankeauctionwizard.com এবং আইডিবিআই ওয়েবসাইট : https://www.idbibank.in ০৮.০৩.২০২৪ **থেকে** ২২.০৩.২০২৪ পর্যন্ত সংগ্রহ করা যাবে।

কেওয়াইসি নথি এবং ইএমডি সহ টেন্ডার নথি দাখিলের শেষ তারিখ	২২ মার্চ ২০২৪ বিকেল ৪টা পর্যন্ত
পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় :	১৫ মার্চ ২০২৪ এবং ১৬ মার্চ ২০২৪ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় :	২৬ মার্চ ২০২৪ বেলা ১১টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন : www.bankeauctionwizard.com & https://www.idbibank.in

তারিখ : ০৭.০৩.২০২৪ স্থান : দুর্গাপুর
স্বা/-অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা,
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২ ১০১
ইমেল : z184@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

পরিশিষ্ট -IV-A [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (জামিন অধীনে ঋণদাতা) এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত এবং 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' এবং 'যেখানে যা আছে' ভিত্তিতে ২৮.০৩.২০২৪ তারিখে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট বকেয়া পরিমাণ নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিশেষ বিস্তারিত যা ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন বিস্তারিত নিম্নরূপ :

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতা বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	ক) ১. মেসার্স ত্রি স্টার হার্ডওয়ার (ঋণগ্রহীতা) (স্বত্বাধিকারী : মৈনুদ্দিন আহমেদ) গ্রাম -গ্রামসালিকা, পো -ফতেপুর, থানা- বারওয়ান, জেলা-মুর্শিদাবাদ, (পব), পিন-৭৪৩১৩২। ২. মৈনুদ্দিন আহমেদ, পিতা প্রয়াত ফিরোজ আলম (ঋণগ্রহীতা/স্বত্বাধিকারী/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা) গ্রাম -গ্রামসালিকা, পো -ফতেপুর, থানা- বারওয়ান, জেলা-মুর্শিদাবাদ, (পব), পিন-৭৪৩১৩২। জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণ : ১. শ্রী মৈনুদ্দিন আহমেদ, পিতা প্রয়াত ফিরোজ আলম ২. শ্রী সফিউদ্দিন আহমেদ, পিতা প্রয়াত ফিরোজ আলম **উভয়ের ঠিকানা** - গ্রাম-বেলগ্রাম, পো- পঞ্চথুপি, থানা- বারওয়ান, জেলা-মুর্শিদাবাদ, (পব), পিন ৭৪২১৬১। **আরও :** গ্রাম -গ্রামসালিকা, পো -ফতেপুর, থানা- বারওয়ান, জেলা-মুর্শিদাবাদ, (পব), পিন-৭৪৩১৩২। ৩. প্রয়াত ফিরোজ আলমের সম্পত্তি (মৃত) পিতা প্রয়াত হেদায়ত আলি, **আইনি উত্তরাধিকারী দ্বারা প্রতিনিধিত্বকারী :** ক) মৈনুদ্দিন আহমেদ, পিতা প্রয়াত ফিরোজ আলম গ্রাম -গ্রামসালিকা, পো -ফতেপুর, থানা- বারওয়ান, জেলা-মুর্শিদাবাদ, (পব), পিন-৭৪৩১৩২। খ) মৈনুদ্দিন আহমেদ, পিতা প্রয়াত ফিরোজ আলম গ্রাম-বেলগ্রাম, পো- পঞ্চথুপি, থানা- বারওয়ান, জেলা-মুর্শিদাবাদ, (পব), পিন ৭৪২১৬১। গ) শ্রী সৈফুদ্দিন আহমেদ, পিতা প্রয়াত ফিরোজ আলম গ্রাম-বেলগ্রাম, পো- পঞ্চথুপি, থানা- বারওয়ান, জেলা-মুর্শিদাবাদ, (পব), পিন ৭৪২১৬১। খ) সুন্দরপুর শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন, জেএল নং ১৩০, মৌজা- নিমাবাহাদুরপুর, প্লট নং আরএস ১৫ এবং ১৮, এলআর ১৬ এবং ১৯, খতিয়ান নং এলআর ২১২৪, ২১৪১, ২১৪২, ২১৪৩, গ্রাম - বাহাদুরপুর, পো -ফতেপুর, থানা-বারওয়ান, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পব, পিন- ৭৪২১৬১, পরিমাণ মোট এরিয়া ২২.৮৪ ডেসিমেল উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১-১৬৯৭-, তারিখ : ২৪.০৬.২০০৩, ১-১৫৩৩ তারিখ-১৯.০৪.২০০৫, ১-৪৪৬৫, তারিখ -২৫.০২.২০০৪ এবং হেবানামা দলিল নং ৫০১৬ তারিখ ২৯.১২.২০০৮। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : নমির শেখ এর সম্পত্তি, দক্ষিণে : পানুটিয়া মেটাল রোড, পূর্বে : প্রকৃতি রঞ্জন মিত্রর সম্পত্তি, পশ্চিমে : হাইওয়ে ড্রেন সমন্বিত।	৩,৪০,৯৩,২১৩.৯০ টাকা (তিন কোটি চল্লিশ লাখ তিরানব্বই হাজার দুশো তেরো টাকা এবং নব্বই পয়সা) টাকা ০৫.০৩.২০২৪ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ/চার্জ এবং ব্যয় সহ।	ক) ৮০.০০ লাখ টাকা (*) (আশি লাখ টাকা) খ) ৮.০০ লাখ টাকা (আট লাখ টাকা) গ) ১০,০০০.০০ (দশ হাজার টাকা) টাকা ঘ) IDIB122718681731 ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয় চ) স্বত্ব দখলীকৃত
২.	ক) ১. মেসার্স ত্রি স্টার হার্ডওয়ার (ঋণগ্রহীতা) (স্বত্বাধিকারী : মৈনুদ্দিন আহমেদ) গ্রাম -গ্রামসালিকা, পো -ফতেপুর, থানা- বারওয়ান, জেলা-মুর্শিদাবাদ, (পব), পিন-৭৪৩১৩২। ২. মৈনুদ্দিন আহমেদ, পিতা প্রয়াত ফিরোজ আলম (ঋণগ্রহীতা/স্বত্বাধিকারী/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা) গ্রাম -গ্রামসালিকা, পো -ফতেপুর, থানা- বারওয়ান, জেলা-মুর্শিদাবাদ, (পব), পিন-৭৪৩১৩২। জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণ : ১. শ্রী মৈনুদ্দিন আহমেদ, পিতা প্রয়াত ফিরোজ আলম ২. শ্রী সফিউদ্দিন আহমেদ, পিতা প্রয়াত ফিরোজ আলম **উভয়ের ঠিকানা** - গ্রাম-বেলগ্রাম, পো- পঞ্চথুপি, থানা- বারওয়ান, জেলা-মুর্শিদাবাদ, (পব), পিন ৭৪২১৬১। **আরও :** গ্রাম -গ্রামসালিকা, পো -ফতেপুর, থানা- বারওয়ান, জেলা-মুর্শিদাবাদ, (পব), পিন-৭৪৩১৩২। ৩. প্রয়াত ফিরোজ আলমের সম্পত্তি (মৃত) পিতা প্রয়াত হেদায়ত আলি, **আইনি উত্তরাধিকারী দ্বারা প্রতিনিধিত্বকারী :** ক) মৈনুদ্দিন আহমেদ, পিতা প্রয়াত ফিরোজ আলম গ্রাম -গ্রামসালিকা, পো -ফতেপুর, থানা- বারওয়ান, জেলা-মুর্শিদাবাদ, (পব), পিন-৭৪৩১৩২। খ) মৈনুদ্দিন আহমেদ, পিতা প্রয়াত ফিরোজ আলম গ্রাম-বেলগ্রাম, পো- পঞ্চথুপি, থানা- বারওয়ান, জেলা-মুর্শিদাবাদ, (পব), পিন ৭৪২১৬১। গ) শ্রী সৈফুদ্দিন আহমেদ, পিতা প্রয়াত ফিরোজ আলম গ্রাম-বেলগ্রাম, পো- পঞ্চথুপি, থানা- বারওয়ান, জেলা-মুর্শিদাবাদ, (পব), পিন ৭৪২১৬১। খ) সুন্দরপুর শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি জেএল নং ১২১, মৌজা-গ্রামসালিকা, প্লট নং আরএস ১০১৩ এবং ১০১৪ এলআর ১১১১ এবং ১১১৩, খতিয়ান নং আরএস ১১৭১, ১১৭২, এলআর ১৫৪৭, গ্রাম -বাহাদুরপুর, পো- ফতেপুর, থানা-বারওয়ান, মুর্শিদাবাদ, পব, পিন - ৭৪২১৬১, পরিমাণ মোট এরিয়া ৩২.০০ ডেসিমেল, **ফিরোজ আলমের নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : আবু শেখের জমি, দক্ষিণে : মেটাল রোড, পূর্বে : মহম্মদ হান্নানের জমি, পশ্চিমে : হিরু শেখের জমি সমন্বিত।	৩,৪০,৯৩,২১৩.৯০ টাকা (তিন কোটি চল্লিশ লাখ তিরানব্বই হাজার দুশো তেরো টাকা এবং নব্বই পয়সা) টাকা ০৫.০৩.২০২৪ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ/চার্জ এবং ব্যয় সহ।	ক) ৫৮.০০ লাখ টাকা (*) (আটান্ন লাখ টাকা) খ) ৫.৮০ লাখ টাকা (পাঁচ লাখ আশি হাজার টাকা) গ) ১০,০০০.০০ (দশ হাজার টাকা) টাকা ঘ) IDIB122718681732 ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয় চ) স্বত্ব দখলীকৃত

(*) সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হতে হবে বিক্রয় মূল্য

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ২৮.০৩.২০২৪; সময় - দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক প্ল্যাটফর্ম - (১) www.indianbank.co.in (২) https://www.ibapi.in (৩) https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে (www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi) আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২৩৪০০০২০/২৩৪০০০২১/২৩৪০০০২২ এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন ibapiop@mstcecommerce.com এবং ibapifin@mstcecommerce.com।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন https://ibapi.in এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১" যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট https://ibapi.in এবং www.mstcecommerce.com তে প্রদত্ত।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ০৬.০৩.২০২৪
স্থান : সুন্দরপুর

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - চুঁচুড়া
৩য় তল, সেনকো বিল্ডিং, বালি মোড়, ব্যান্ডেল, পোস্ট এবং জেলা - হুগলি,
পিন - ৭১২১০৩, ফোন - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত সম্পত্তি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত **"যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যেমন আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১০.০৪.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে** প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায়ের জন্য নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের কাছ থেকে।

ক্র. নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	**শ্রীমতি প্রিয়া দাস,** স্বামী অমিত শর্মা, ফ্ল্যাট নং এ, সানরাইজ অ্যাপার্টমেন্ট,প্রেমিসেস নং ১২, স্টেশন রোড, পো : নবগ্রাম, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, পব, ৭১২২৪৬, এবং **শ্রী অমিত শর্মা,** পিতা শ্রী যুগল কিশোর শর্মা, ফ্ল্যাট নং এ,সানরাইজ অ্যাপার্টমেন্ট,প্রেমিসেস নং ১২, স্টেশন রোড, পো : নবগ্রাম, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, পব, ৭১২২৪৬। **শাখা : কোন্নগর।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ ৯৭০ বর্গফুট কমবেশি (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) ফ্ল্যাট নং এ, ৫ম তলে, "সানরাইজ অ্যাপার্টমেন্টে",অবস্থিত মৌজা : খোরদা বাহেরা, জেএল নং ৬, সিএস খতিয়ান নং ১২৩, আরএস দাগ নং ৩১৩, আরএস খতিয়ান নং ৪৯৩, এলআর দাগ নং ৯৬৮, এলআর খতিয়ান নং ২৮১৮, ১২, স্টেশন রোড, নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো : নবগ্রাম,থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ৩৯৫-২০১৯ সালের তারিখ ০১.০২.২০১৯, বুক নং ১, পৃষ্ঠা ১৫৬০৪ থেকে ১৫৬৪৪, প্রিয়া দাস এবং অমিত শর্মার নামে সম্পত্তি।	১৭৭১৪০৮.০০ টাকা (সতের লাখ একাত্তর হাজার চারশ আট টাকা) (উপরোক্ত অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ) ০৬.০৩.২০২৪ অনুযায়ী এবং ০৭.০৩.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ২০,৫০,০০০ টাকা (কুড়ি লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা) খ) ২,০৫,০০০ টাকা (দুই লাখ পাঁচ হাজার টাকা) গ) ২০,০০০ টাকা (কুড়ি হাজার টাকা) ঘ) IDIB50463739361 ঙ) আমাদের জ্ঞাত নয় চ) প্রতীকী দখলীকৃত
২	**মেসার্স ভদ্রেশ্বর তাড়ি অ্যান্ড কান্ট্রি স্পিরিট শপ, অংশীদার : শ্রী সোহন সিং এবং অংশীদার : শ্রী রাজ কুমার জয়সওয়াল,** ১৩৩, জি টি রোড, ভদ্রেশ্বর গেট, ওয়ার্ড নং ১৬, পো : ভদ্রেশ্বর, জেলা : হুগলি, ৭১২১২৪, পব, শ্রী সোহন সিং অংশীদার **মেসার্স ভদ্রেশ্বর তাড়ি অ্যান্ড কান্ট্রি স্পিরিট শপ,** পিতা প্রয়াত ব্রহ্মদেও সিং, ৪১/১১ এন এস রোড, পো এবং থানা : রিষড়া, জেলা : হুগলি, ৭১২২৪৮, পব, **শ্রী মোহন সিং (আইনি উত্তরাধিকারী)** মাতা প্রয়াত লক্ষ্মী দেবী (জামিনদাতা), ৫১/২১/এ/১ নেতাজি সুভাষ রোড, রিষড়া, থানা : রিষড়া, জেলা : হুগলি, পব, ৭১২২৪৮ এবং **শ্রীমতি পুনম সিং (আইনি উত্তরাধিকারী)** মাতা **প্রয়াত লক্ষ্মী দেবী (জামিনদাতা),** ৫১/২১/এ/১ নেতাজি সুভাষ রোড, রিষড়া, থানা : রিষড়া, জেলা : হুগলি, পব, ৭১২২৪৮। **শাখা : রিষড়া।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ ১ কাঠা ৪ ছটাক কমবেশি অবস্থিত মৌজা : রিষড়া, জেএল নং ২৭, এলআর খতিয়ান নং ১৬৬২৬, এলআর দাগ নং ৯৭২২ হোল্ডিং নং ৫১/২১/এ/১, সার্কেল নং বি-১১১, ওয়ার্ড নং ১০, রিষড়া পুরসভা অধীন, বাংখাল, পো এবং থানা : রিষড়া, জেলা : হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর শ্রীরামপুর, উল্লেখ্য দলিল নং ৪৭৯২ -২০০০ সালের তারিখ ১৮.০৪.২০০০, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১২১, পৃষ্ঠা ১৭৩ থেকে ১৮২, প্রয়াতা লক্ষ্মী দেবীর নামে সম্পত্তি। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** ৪ পুট রোড, **দক্ষিণে :** ধন প্রসাদের ভবন, **পূর্বে :** গোপাল প্রসাদের ভবন, **পশ্চিমে :** সুশীলা গুপ্তার ভবন।	২৩২০৬৬৭.০০ টাকা (তেইশ লাখ কুড়ি হাজার ছশো সাতষট্টি টাকা) (উপরোক্ত অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ) ০৬.০৩.২০২৪ অনুযায়ী এবং ০৭.০৩.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ২১,৪০,০০০ টাকা (একুশ লাখ চল্লিশ হাজার টাকা) খ) ২,১৪,০০০ টাকা (দুই লাখ চোদ্দ হাজার টাকা) গ) ২০,০০০ টাকা (কুড়ি হাজার টাকা) ঘ) IDIB50413469121 ঙ) আমাদের জ্ঞাত নয় চ) প্রতীকী দখলীকৃত
৩	**শ্রী বিশ্বজিৎ ঘোষ** পিতা গঙ্গাচরণ ঘোষ, ফ্ল্যাট নং ডি৪, ফেজ : ১, শুভ গার্ডেন অ্যাপার্টমেন্ট, পো : নবগ্রাম, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, পব, ৭১২২৪৮। এবং **শ্রীমতি সুস্মিতা ঘোষ** স্বামী শ্রী বিশ্বজিৎ ঘোষ, ফ্ল্যাট নং ডি৪, ফেজ : ১, শুভ গার্ডেন অ্যাপার্টমেন্ট, পো : নবগ্রাম, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, পব, ৭১২২৪৮। **শাখা : কোন্নগর।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ ৮৪৮ বর্গফুট কমবেশি (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) ফ্ল্যাট নং ডি-৪, ৫মতলে, ভবনের নাম "শুভ গার্ডেন অ্যাপার্টমেন্ট", অবস্থিত মৌজা : খোরদা বাহেরা, জেএল নং ৬, আরএস দাগ নং ২১৬, আরএস খতিয়ান নং ২৭, এলআর দাগ নং ৮৮০, এলআর খতিয়ান নং ১৮৯৫, হোল্ডিং নং ১৩ শরৎ চ্যাটার্জি রোড, নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত, পো : নবগ্রাম,থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত ডিএসআর -২, হুগলি উল্লেখ্য দলিল নং ১৪৯৫-২০১৮ সালের,তারিখ ২৯.০৬.২০১৮ বুক নং ১, পৃষ্ঠা ৩১২৫৪ থেকে ৩১২৯৩, বিশ্বজিৎ ঘোষ এবং সুস্মিতা ঘোষের নামে সম্পত্তি।	১৯৪৬৩৩৭.০০ টাকা (উনিশ লাখ ছেচল্লিশ হাজার তিনশ সাঁয়ত্রিশ টাকা) (উপরোক্ত অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ) ০৬.০৩.২০২৪ অনুযায়ী এবং ০৭.০৩.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ১৮,৩২,০০০ টাকা (আঠার লাখ বত্রিশ হাজার টাকা) খ) ১,৮৩,২০০ টাকা (এক লাখ তিরাশি হাজার দুশো টাকা) গ) ২০,০০০ টাকা (কুড়ি হাজার টাকা) ঘ) IDIB50448410029 ঙ) আমাদের জ্ঞাত নয় চ) প্রতীকী দখলীকৃত
৪	**শ্রীমতি অনিতা কোলে,** স্বামী গোপাল কোলে, বিবেকানন্দ পল্লি, ওয়ার্ড নং ১০, পো এবং থানা : তারকেশ্বর, জেলা : হুগলি, পব, ৭১২৪১০। **শাখা : তারকেশ্বর।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৩ ডেসিমেল কমবেশি এবং তদস্থিত ভবন, অবস্থিত মৌজা : ভাটা, জেএল নং ২১, আরএস দাগ নং ৭২৭, এলআর দাগ নং ৮১৩, আরএস খতিয়ান নং ৪৬৫, পূর্ব এলআর খতিয়ান নং ৩৯, বিভাজিত এলআর খতিয়ান নং ১৬৫২, অবস্থিত তারকেশ্বর পুরসভা অধীন, পো এবং থানা : তারকেশ্বর, জেলা : হুগলি, দলিল নং ১১৫৪-১৯৯১ সালের, তারিখ ১১.০৩.১৯৯১, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর হরিপাল , উল্লেখ্য বুক নং ১, ভল্যুম নং ১২, পৃষ্ঠা ২৫৩ থেকে ২৫৬, অনিতা কোলের নামে সম্পত্তি।	৮২৮৩৬৮.০০ টাকা (আট লাখ আঠাশ হাজার তিনশ আটষট্টি টাকা) (উপরোক্ত অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ) ০৬.০৩.২০২৪ অনুযায়ী এবং ০৭.০৩.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ২৭,০৬,০০০ টাকা (সাতাশ লাখ ছয় হাজার টাকা) খ) ২,৭০,৬০০ টাকা (দুই লাখ সত্তর হাজার ছশো টাকা) গ) ২০,০০০ টাকা (কুড়ি হাজার টাকা) ঘ) IDIB50394657555 ঙ) আমাদের জ্ঞাত নয় চ) প্রতীকী দখলীকৃত

(*) সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হতে হবে বিক্রয় মূল্য

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৭.০৩.২০২৪ থেকে ১৫.০৪.২০২৪ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ১৬.০৪.২০২৪; সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক প্ল্যাটফর্ম - https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে (www.mstcecommerce.com) আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪ এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে ibapifin@mstcecommerce.com যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন https://ibapi.in এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১" যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট https://ibapi.in এবং www.mstcecommerce.com তে প্রদত্ত।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ০৭.০৩.২০২৪, স্থান : ব্যান্ডেল
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বিজেপির সদস্য সহ ২০০ জনের তৃণমূলের যোগদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: কর্মিসভায় শিক্ষামন্ত্রীর হাত ধরে বিরোধী দল থেকে ২০০ জন যোগদান করলেন তৃণমূলে। বুধবার উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার মিনাখাঁ ব্লক ২ নম্বর চৈতল ব্রিজ জনগর্জন সভার প্রস্তুতিতে এসে যোগদান করালেন বিজেপি সদস্য সহ দুই শতাধিক বিজেপি কর্মী।

ব্রাত্য বসু বলেন, 'সন্দেশখালিতে বিজেপি অশান্তি ঝামেলা পাকাচ্ছিল। সেখানে ১৪৪ ধারা হয়েছে। বারবার যাচ্ছেন, কিন্তু দিল্লির রাজঘাটে ১৪৪ ধারা নেই, সেখানে আমরা গিয়েছিলাম, মহিলাদের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তুলে দিয়েছিল। কৃষিমন্ত্রী আমাদের দেখে পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। আর আমাদের ওপর হেনস্থা করল দিল্লি পুলিশ। সন্দেশখালিতে সিপিএমের কিছু মহিলা আছে, বিজেপির সঙ্গে নিয়ে মহিলাদের একত্রিত করে বিক্ষোভ করছেন। এখানকার মা-বোনেরা বোকা নয়। ২০২৪ এ ভোট বাক্সে দেখবেন সন্দেশখালির মা-বোনেরা দু'হাত ধরে ভোট দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসকে। সময় আসলে দেখতে পাবেন।'

১০ মার্চ ব্রিগেড চলো কর্মসূচির প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, ২ নম্বর মিনাখাঁ ব্লকের তৃণমূলের কংগ্রেস নেতা তাজউদ্দিন মোল্লা, বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার সভাপতি হাজি নুরুল ইসলাম, মিনাখাঁ চেয়ারম্যান জয় মণ্ডল, এছাড়াও অনেকে।

সিউড়ি সিধু কানু মঞ্চে স্বাস্থ্য দপ্তর আয়োজিত আয়ুষ মেলায় স্টল পরিদর্শন করছেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফাইজুল হক, পদ্মশ্রী রতন কাহার, অতিরিক্ত জেলাশাসক কৌশিক সিনহা, সিউড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

সিউড়ি ইরিগেশন কলোনি ময়দানে প্রেরণা সিউড়ি বীরভূমের উদ্যোগে এবং উৎসব কমিটির পরিচালনায় ছয় দিনব্যাপী চলা বীরভূম জেলা নৃত্য ও গান মেলায় সদ্য প্রয়াত নৃত্যশিল্পী অমরনাথ ঘোষ স্মৃতি মঞ্চে পরিবেশিত হচ্ছে বাউল গান।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ২, আহত ৮

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত দুই, আহত আটজন। বর্ধমানের পূর্বস্থলীতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

জানা গিয়েছে, বিয়ে বাড়ি থেকে ফেরার পথে পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলীর বিশ্বরম্ভার কাছে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা ঘটে মঙ্গলবার রাতে। মৃতরা হলেন কৃষ্ণা দে এবং অনন্যা মজুমদার। বাকি ৮ জন আহতরা কালনা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আহতরা হলেন কল্লোল দে, অনির্বাণ বসু, অনিন্দিতা বসু, বিশ্বজিৎ বসু, রিয়া সেন, মৈত্রী বসু, রিঙ্কিশ দে এবং কৌশানি দে। এদিন বুধবার কালনা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় আহত কল্লোল দে জানান, মাসির ছেলের বিয়ে থেকে ফেরার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনায় তাঁর মা এবং বড় মামার ছেলের বউ মারা যান। স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার দাঁইহাটের একটি বিয়ে বাড়িতে গিয়েছিলেন তাঁরা, সেখান থেকে নবদ্বীপের উদ্দেশ্যে ফিরছিলেন। এমন সময় একটি স্করপিও গাড়ির সামনে কুকুর চলে আসায় টায়ার ফেটে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ওপর থেকে ছিটকে মাঠের উপর পড়ে যায় গাড়িটি। এরপরই পূর্বস্থলী হাসপাতালে তঁাদের নিয়ে যাওয়া হলে অনন্যা মজুমদারকে সেখানেই মৃত ঘোষণা করা হয়। অপর এক মহিলা কৃষ্ণা দেকে নবদ্বীপ প্রতাপনগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

ঝাড়গ্রাম কলেজে লোকসংস্কৃতি কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের আয়োজনে এবং ঝাড়গ্রাম জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর ও ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজের সহযোগিতায় বুধবার রাজ কলেজের সেমিনার হলে মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে লোকসংস্কৃতি বিষয়ক কর্মশালা ও সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। রাজ্যস্তরের এই এক দিবসীয় সেমিনারে আলোচনা করেন লোকসংস্কৃতি গবেষক ও রাজ্য লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের সদস্য ড.বরুণ চক্রবর্তী, লোকসংস্কৃতি গবেষক ও লেখক ড. মধুপ দে, রঘুনাথ মুর্মু স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড.বিপ্লব মণ্ডল। অতিথিদের উপস্থিতিতে ঝুমুর সংগীত দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাজ কলেজের অধ্যক্ষ ড. দেবনারায়ণ রায়। উপস্থিত ছিলেন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক সন্তু বিশ্বাস, রাজ্য লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের সদস্য ড. শিবশংকর সরেন, অধ্যাপক ড. দীপঙ্কর মণ্ডল, ড. রাহুল কুমার দত্ত, ড. সত্যজিৎ ঘোড়াই সহ অন্যান্যরা। সেমিনারে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন আঙ্গিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেয় ছাত্র-ছাত্রীরা। তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন অভীক চক্রবর্তী।

বন্ধুদের বচসায় যুবককে গুলি করে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: মঙ্গলবার রাতে নদিয়ার কল্যাণীতে শুট আউট। বন্ধুদের মধ্যে বচসায় গুলি করে এক যুবককে খুনের অভিযোগ। মৃত যুবকের নাম জয় বারুই (২০), ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে নদিয়ার কল্যাণী থানার সগুনা গ্রাম পঞ্চায়েতের সুভাষ নগরে।

পরিবারের দাবি, রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ তাঁর দু'-তিনজন বন্ধু ডেকে নিয়ে যায় পাশের বাড়িতে। ছাদেই তাঁরা একসঙ্গে গল্প করছিলেন। এরপরে প্রতিবেশীরা গুলির আওয়াজ পান। তারপর ছুটে এসে দেখেন গুরুতর আহত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন জয়। সেখান থেকে উদ্ধার করে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় কল্যাণী জেএ এম হাসপাতাল মেডিক্যাল কলেজে, সেখানে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। কী কারণে গুলি চলল, তা খতিয়ে দেখছে কল্যাণী থানার পুলিশ। ইতিমধ্যেই তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য।

কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম বর্ধমান: আজ অর্থাৎ বুধবার অণ্ডালের উখড়া ফাঁড়ি এলাকায় রাজ্য পুলিশ ও কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীকে সকাল থেকে রুট মার্চ করতে দেখা গিয়েছে।

বুধবার সকাল ১০ টা থেকে কেন্দ্রীয়

বাহিনীর রুট মার্চ উখড়া ফাঁড়ির বিশ্বেশ্বরী এলাকার বিভিন্ন জায়গায়। সঙ্গে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের উখড়া ফাঁড়ির পুলিশ। বাহিনীর জওয়ানরা ও পুলিশ কথা বলল স্থানীয়দের সঙ্গে। নির্বিঘ্নে নিরাপদে ভোট করার লক্ষ্যে টহল দিচ্ছেন পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। উল্লেখ্য, নির্বাচন কমিশনার এখনও লোকসভা নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেনি। কিন্তু নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু করেছেন, সারা ভারতের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন কমিশনার জেলার ডিএম এবং এসপিদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন এবং রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। সেন্ট্রাল ফোর্সের প্রায় ৬টি কোম্পানি এসেছে এ রাজ্যে। প্রতিটি থানায় একটি প্লাটুন কোম্পানি দেওয়া হয়েছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। মঙ্গলবার থেকে জামুড়িয়া, রানিগঞ্জ, বারাবনি সহ অনেক এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশকে রুট মার্চ করতে দেখা যায়।

লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকায় তেঁতুল জেলি পথ দেখাচ্ছে মহিলাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহিলাদের স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে যে সঠিক পথ নিয়েছেন তার নজির মিলল হাওড়া রাজাপুর থানা এলাকার তুলসিবেড়িয়া গ্রামে। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সৃষ্ট 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' প্রকল্পকে নিয়ে সেই সময় বিরোধীরা ভোটের চমক বলে বললেও পরবর্তী সময়ে মহিলাদের স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নেবে- একথা অনেকেই ভাবেননি বলে দাবি।

সম্প্রতি লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা বেড়ে হয়েছে এক হাজার। কিন্তু সামান্য হলেও এই টাকাকে যে হাতিয়ার করে স্বনির্ভর হওয়া যায় তার নজির গড়ছেন উলুবেড়িয়া দুই নং ব্লকের তুলসিবেড়িয়ার মহিলারা। আর এ ক্ষেত্রে অতীব পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ গ্রামবাংলার প্রায় অবহেলিত ফল তেঁতুল বড় ভূমিকা নিচ্ছে। এই মহিলাদের তৈরি তেঁতুল জেলি, সস এখন বাজারে হিট। গ্রামবাংলায় অবহেলিত পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ এই তেঁতুল থেকে জেলি তৈরি করে নজির গড়েছেন হাওড়ার রাজাপুর থানা এলাকার তুলসিবেড়িয়ার মহিলারা।

শুধু তাই নয়, তেঁতুল জেলির কদর ক্রমশ বাড়ছে বলে জানিয়েছেন তাঁরা। মহিলাদের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, গ্রামের বেশ কয়েকটি গাছ থেকে তেঁতুল সংগ্রহ করে তার খোলা ও বীজ ছাড়িয়ে নুন মাখিয়ে কয়েকদিন রাখা হয়। এরপর তাতে সামান্য জল দিয়ে চটকে ক্বাথ বের করা হয়। পরে সেই ক্বাথের সঙ্গে ভেলিগুড়, বাতাসা সহ কয়েকটি মশলা দিয়ে আগুনে ফোটানো হয়। ঘন ঘন নাড়তে হয়। জেলির মতো আঠালো হয়ে গেলে তাকে নামিয়ে ঠান্ডা করা হয়। সংরক্ষণের সুবিধার জন্য ভিনিগার মেশানো হয় ও প্যাকেট বন্দি করা হয়। এরপর বিপণন।

তুলসিবেড়িয়ার গৃহবধূ রীতা কোঁড়া জানান, যে কোনও ব্যবসা শুরু করতে গেলে অর্থের প্রয়োজন। তপশিলি জাতি উপজাতিভুক্ত তুলসিবেড়িয়া গ্রামের পুরুষদের অধিকাংশ পুকুর, খাল, বিল থেকে মাছ সংগ্রহ করে বিক্রি করে আয় করেন। সংসারের হাল ফেরাতে অতিরিক্ত আয় হিসাবে মহিলারা এখন তেঁতুলকেই

হাতিয়ার করেছেন আর জেলির ব্যবসা করতে গেলে অর্থের প্রয়োজন মেটাচ্ছে লক্ষ্মীর ভান্ডার। মহিলারা একত্রিত হয়ে নিজেদের লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে রীতিমতো ঘরে বসে তৈরি করছেন জেলি, সস। অত্যন্ত পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ এই জেলি এখন বিদেশে পাঠানোর তোড়জোড় শুরু হয়েছে। তুলসিবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শেখ মহসীন বলেন, 'এটি একটি দৃষ্টান্ত। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রয়োজনে সাহায্য করবে।'

শান্তনু ঠাকুরের বিরুদ্ধে পোস্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: ফের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে আসার অভিযোগ। এবারের লোকসভা নির্বাচনে বনগাঁর বিজেপি প্রার্থী শান্তনু ঠাকুরের বিরুদ্ধে রাতের অন্ধকারে তোলাবাজ পোস্টার পড়ল। বনগাঁ স্টেশনে ও ট্রেনের গায়ে এই পোস্টার ঘিরে রাজনৈতিক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পোস্টারে লেখা হয়েছে তোলাবাজ শান্তনু ঠাকুরকে একটি ভোটও নয়। পোস্টারে নীচে লেখা রয়েছে বনগাঁ সংগঠনিক জেলা বিজেপি বাঁচাও কমিটি। যদিও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কথা মানতে নারাজ বিজেপি বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি দেবদাস মণ্ডল।

আরও দাবি, বিজেপি সুশৃংখল দল, অনেক বড় দল তাই কোনও রকম গোষ্ঠীকান্দল বা পোস্টার এসব কিছুর প্রয়োজন হয় না। পালটা তৃণমূলের দাবি, এটাই বিজেপি। শান্তনুকে কোনও বিজেপির মানুষ পছন্দ করে না এমনকি শান্তনু সেন যে সম্প্রদায়ের মানুষ সেই সম্প্রদায়ের মানুষরাও তাঁকে পছন্দ করে না। লোকসভা নির্বাচনে মানুষ বিজেপি এবং শান্তনু সেনকে যোগ্য জবাব দিয়ে দেবে।

কামারপুকুরে মা সারদা, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজির প্রাণ প্রতিষ্ঠায় পুণ্যার্থীদের ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমার পবিত্র ভূমি হল গোঘাটের কামারপুকুর। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভূমি। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পদধূলি ধন্য কামারপুকুরের ডাক বাংলো সংস্কার করার পাশাপাশি ডাক বাংলোর প্রবেশ দ্বারে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, মা সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তির প্রতিষ্ঠা হল বুধবার। জানা গেছে হুগলি জেলা পরিষদের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণ, মা সারদা ও বিবেকানন্দের মূর্তির প্রতিষ্ঠা হয়। এদিন এই তিন মনীষীর মূর্তির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা শাসক মুক্ত আর্য থেকে শুরু করে আরামবাগ মহকুমার প্রশাসনিক আধিকারিক ও কামারপুকুর পঞ্চায়েতের প্রধান ও জনপ্রতিনিধিরা। এদিন সকালে পূজা অর্চনার মধ্যে দিয়ে শুরু হয়

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা ও বিবেকানন্দের পূর্ণ মূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা। কামারপুকুর মঠের অধ্যক্ষ লোকোত্তর নন্দজি মহারাজ সহ অন্যান্য মহারাজেরা পুজো পাঠে অংশ গ্রহণ করে। আর এই পুজোপাঠ ও তিন মনীষীর মূর্তির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান দেখতে বহু পুণ্যার্থী সমাগম ঘটে। এই বিষয়ে কামারপুকুর মঠ মিশনের অধ্যক্ষ মহারাজ স্বামী লোকোত্তরা নন্দী মহারাজ বলেন, ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণের জন্মস্থানে জেলা পরিষদের উদ্যোগে ধুমধামের সঙ্গে সারদা দেবী, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের পূর্ণ মূর্তির প্রতিষ্ঠা করা হল। বিশেষ পুজোপাঠ হয়। সঙ্গে অনেক ভক্ত এসেছে এখানে, খুবই ভালো লাগল। অপরদিকে হুগলি জেলা পরিষদের উপাধ্যক্ষ অরুণ কেওরা জানান, রামকৃষ্ণর জন্মস্থানে জেলা পরিষদের উদ্যোগে রামকৃষ্ণ সারদা বিবেকানন্দের মূর্তির উদ্বোধন করা হল। কামারপুকুরবাসীর মনের কুঠিরে বৃন্দাবন হল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান। কামারপুকুর পঞ্চায়েতের প্রধান রাজদীপ দে বলেন,

হুগলি জেলা পরিষদের প্রয়াসে কামারপুকুর ডাক বাংলো সংস্কার করা হয়। এদিন এই বাংলোর প্রবেশ দ্বার সংলগ্ন স্থানে মা, ঠাকুর ও স্বামীজির মূর্তির উদ্বোধন ও বিশেষ পুজোপাঠ হয়। সবমিলিয়ে আরামবাগ মহকুমা তথা রাজ্যবাসীর কাছে কামারপুকুর মঠ ও মিশন পবিত্র ভূমি। এই ভূমিতে তিন মনীষীর মূর্তি উদ্বোধন হওয়ায় খুশি পুণ্যার্থীরা।

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
BARASAT - I DEVELOPMENT BLOCK
Dist. - 24 Parganas (N)
Tender Notice
Executive Officer, Barasat-I Panchayat Samiti invites E-tender. Details are available at : **www.wbtenders.gov.in. NIT No : N24PG/BST-I/N-72 2nd Call_2/2024, Dated : 05.03.2024 and NIT No : N24PG/BST-I/PS/N-79/2023-2024, Dated : 05.03.2024.** Last date of submission of bid mentioned in each separate notice, in any further query, may contact in the office hours of the undersigned office.
Sd/-
Block Development Officer
Barasat-I Development Block

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
(i) N.I.T.- 06/BM/PW/OWN FUND/2023-24 Date 10.01.2024
Memo No. 3426/BM/PW/2023-24
Date : 02.03.2024
Name of the Work – **8 (eight) nos.** (i) Supplying stone dust, (ii) Boundary work by Fencin (iii) Boundary work by Fencing (iv) Construction of Cement Concrete School Chatal (v) Fencing and Fixing openable Grill Frame (vi) Supplying stone dust for Kutcha (vii) Allied Civil Sanitation and Electrical works (viii) Extension of RCC Culvert, Bolpur Municipality. Last Date of Submission 12.03.2024. For details see Bolpur Municipality Notice Board & Website : **www.bolpurmunicipality.org**
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ২২২-এস/১/ডব্লু-II তারিখ ০৫.০৩.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/III, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নোক্ত কাজের জন্য অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ- **ক্র.নং.১. টেন্ডার নং. টিএন-১৯৬-২৩-২৪। কাজের নামঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনে ব্রিজ নং. ১৭এ, ২এ, ৮৬, বি/৭ ইত্যাদিতে স্টেনলেস স্টীল চেকারড প্লেট বসানোর কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ₹ ৬৯,৫৬,৯৩৫.০০। **বায়না অর্থঃ** ₹ ১,৩৯,১০০.০০। **ক্র.নং.২. টেন্ডার নং. টিএন-১৯৭-২৩-২৪। কাজের নামঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনে বজবজ ইয়ার্ড লাইনে ব্রিজ নং. ২-সিএইচ-এর রি-গার্ডারিং কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ₹ ১,৫১,৬৩,৪৪২.০০। **বায়না অর্থঃ** ₹ ২,২৫,৮০০.০০। **ক্র.নং.৩. টেন্ডার নং. টিএন-১৯৯-২৩-২৪। কাজের নামঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনে আপ এবং ডাউন মেন লাইনে দক্ষিণেশ্বর -বালি ঘাট স্টেশন শাখার মধ্যে ব্রিজ নং. ১১সিসিআর(আরইউবি) রি-গার্ডারিং ব্যবস্থা করার কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ₹ ১,৭৭,৯৯,৮৮২.০০। **বায়না অর্থঃ** ₹ ২,৩৯,০০০.০০। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ক্র. নং. ১ থেকে ৩ প্রত্যেকটির জন্য ১২ (বারো) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ক্র. নং. ১ থেকে ৩ প্রত্যেকটির জন্য ০১.০৪.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত। টেন্ডার নথি এবং বিশদ **www.ireps.gov.in** -এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। হাতে হাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব সরাসরি বাতিল করা হবে। ভারতীয় রেলওয়ের স্ট্যান্ডার্ড জেনারেল কন্ডিশন্স অফ কন্ট্র্যাক্ট ২০২২ অনুসারে ই-টেন্ডার ফর্ম-এর মূল্য শূন্য। **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়ঃ** ০১.০৪.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে। SDAH-405/2023-24
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ICHHAPUR-I GRAM PANCHAYAT
NOTICE INVITING TENDER
Sealed tender hereby invited by the undersigned against, **N.I.T No – Icha-I/076/2023-24 - Dated - 04/03/2024 - 01 Nos scheme under 15th F.C fund .& N.I.T No – Icha-I/075/2023-24 - Dated - 04/03/2024 - 01 Nos scheme 5th S.F.C fund.** Bid Submission End Date: **12/03/2024 upto 6 PM .** Technical Bid Opening Date - 15/03/2024. Detailed information may be obtained from the office of the undersigned in any working day.
Sd/-Prodhan
Ichapur-I Gram Panchayat
Gaighata Block ,N.24 Pgs.

OFFICE OF THE
SURJANAGAR GRAM PANCHAYAT
Khirishtala, Kakdwip South 24 Pags, Pin-743374
ABRIDGED NIT
On behalf Of Surjanagar Gram Panchayat of Kakdwip Block Under S/24 pags dist invite bids through eTender process E tender ID–**2024_ZPHD_680491_06.03.2024 OFF. GRID SOLAR SYSTEM 2024_ZPHD_680472_06.03.2024 CONSTRUCTION OF TOILET 2024_ZPHD_680472_06.03.2024** CONSTRUCTION OF TOILET For details please visit to our G P Office.
SD/- Pradhan
Surjanagar G P

BIRNAGAR MUNICIPALITY
Tender Notice
Name of Work:- Strengthening of B.T. Road & Mastic Road under Birnagar Municipality.

Sl. No.	NIT No.	Tender ID	Date of Publishing	Bid submission closing date online
1	WBMAD/BM/19e/2023-24 Memo No. 99/PWD dt. 06.03.2024	2024_MAD_676219_1 to 6	06.03.2024 at 11.00 PM	21-03-2024 at 12.00 pm
2	WBMAD/BM/20e/2023-24 Memo No. 100/PWD dt. 06 .03.2024	2024_MAD_679757 1 to 4		

For details please visit www.wbtenders.gov.in & **www.birnagarmunicipality.org**
Partha Kumar Chatterjee
Chairman
Birnagar Municipality

Mogra II Gram Panchayat
Bagati Adhikary Para, Mogra, Hooghly
Tender Notice
Online Tender are invited vide **Reference No. 147/M-II/2024, Date 04.03.2024** for 04 (Four) Nos. of work. Last Date of Bid Submission is **13.03.2024 up to 12.00 Noon.**

Tender ID List	
2024_ZPHD_679555_1	2024_ZPHD_679555_3
2024_ZPHD_679555_2	2024_ZPHD_679555_4

Intending bidder are requested to visit the website :- **https://wbtenders.gov.in** and this notice board.
Sd/-
Prodhan,
Mogra II Gram Panchayat

SIMLAPAL GRAM PANCHAYAT
PO - Simlapal, DIST. - BANKURA
e-NIT No-16, 17, 18./SGP/ 2023-24 and Memo no Sim/60 dated 01.03.2024, Sim/ 62 dated 04.03.2024 and Sim/63 dated 04.03.2024
It is here invited E-tender and Tender by the Pradhan, Simlapal Gram Panchayat for the schemes under 15th CFC fund (Last date of dropping **08.03.2024 at 6 PM** and **12.03.2024 at 11 am)** will be available from the office of the under signed in working days and the website **www.wbtenders.gov.in**/ bankura.gov.in
Sd/- Pradhan
Simlapal Gram Panchayat.

LAKSHMISAGAR GRAM PANCHAYAT
PO Lakshmisagar, DIST. - BANKURA.
e-NIT No-18/LAK/2023-24 vide memo no 36/LAK/2023-24 dated 06.03.2024
It is here invited E-tender by the Pradhan, Lakshmisagar Gram Panchayat for 02 no works (Last date of Dropping **13.03.2024 up to 3 PM)** will be available from the office of the undersigned in working days and the website **www.wbtenders.gov.in/** bankura.gov.in
Sd/- Pradhan
Lakshmisagar Gram Panchayat.

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
e-Tender Notice
1) Name of the work : Improvement of illumination with steel tubular pole, UG Armoured Cable, LED fittings at Sri Sri Sarbeswari Kali Mandir, Mandir Sarani, Sail Co-operative under Ward No.-22, D.M.C.
e-Tender No. : WBDMC/PW/ELEC/NIT-110/23-24
Tender ID : 2024_MAD_681213_1 • Estimated Amount : Rs. 1,07,783.00
Last Date : **14-Mar-2024 05:00 PM**
For details : **wbtenders.gov.in**
Executive Engineer, M.E.DTE, Govt. of W.B., Posted at DMC

OFFICE OF THE COUNCILLORS, CONTAI MUNICIPALITY
CONTAI :: PURBA MEDINIPUR
Tender Notice
Contact No. : 03220-257377 / 255017, Fax- 03220-259399
NIT NO.- WBMAD/ULB/CONTAI/149/MDW/2023-24. (SL. NO.- 01 to 02)
Memo No. CM-3535/Genl-429, Dated- 06.03.2024
The Chairman, on behalf of the Board of Councillors of Contai Municipality invites sealed tender from reliable and resourceful contractors having experience in similar nature of following work.
1. Name of the works :- Construction of Dining Hall with Kitchen Shade & Construction of 2 Unit Toilet Block of Contai Muslim Girls High School (HS) under (MDW) Scheme- 2023-24, Mouza, Uttar Darua, Ward No. IV with in Contai Municipality as detailed, Vide Sl No. 1 & 02.
2. Date of start of downloading tender documents, etc. (online) : 07.03.2024 from 11.00 A.M. onwards.
3. Date of closing of submission of Technical Bid & Financial Bid (Online) : 18.03.2024 [illegible] P.M. For details follow https://wbtenders.gov.in
(Amiya Kumar Das) Executive Officer Contai Municipality
(Supprakash Giri) Chairman Contai Municipality

Office of the
DUBRAJPUR MUNICIPALITY
P.O.- Dubrajpur, Dist- Birbhum
ABRIDGED TENDER NOTICE
Sealed tender/s is/are invited by the undersigned from bonafied, experienced agencies for the following:-
1. **NIET No: 14/DEV of 2023-2024, Memo No 297/DM/2024 DT:-20.02.2024.** Tender Submission Closing date (On-Line) **23.03.2024 upto 17.00 hrs.** Tender opening date for technical proposals (On- Line) **27.03.2024 at 15.00 hrs.**
2. **NIET No: 15/DEV of 2023-2024, Memo No - 301/DM/2024 DT:-21.02.2024.** Tender Submission Closing date (On-Line) **23.03.2024 upto 17.00 hrs.** Tender opening date for technical proposals (On-Line) **27.03.2024 at 15.00 hrs.**
3. **NIET No: 16/DEV of 2023-2024, Memo No - 364/DM/2024 DT:-28.02.2024.** Tender Submission Closing date (On-Line) **30.03.2024 upto 17.00 hrs.** Tender opening date for technical proposals (On-Line) **02.04.2024 at 15.00 hrs.**
4. **NIET No: 17/DEV of 2023-2024, Memo No 388/DM/2024 DT:-02.03.2024.** Tender Submission Closing date (On-Line) **30.03.2024 upto 17.00 hrs.** Tender opening date for technical proposals (On- Line) **02.04.2024 at 15.00 hrs.**
5. **NIET No: 18/DEV of 2023-2024, Memo No 404/DM/2024 DT:-05.03.2024.** Tender Submission Closing date (On-Line) **30.03.2024 upto 17.00 hrs.** Tender opening date for technical proposals (On- Line) **02.04.2024 at 15.00 hrs.**
6. **NIET No: 01/IVS of 2023-2024, Memo No - 304/DM/2024 DT:-21.02.2024.** Tender Submission Closing date (On-Line) **27.03.2024 upto 17.00 hrs.** Tender opening date for technical proposals (On-Line) **30.03.2024 at 15.00 hrs.**
7. **NIeT No: 02/IVS of 2023-2024, Memo No 320/DM/2024 DT:-22.02.2024.** Tender Submission Closing date (On-Line) **27.03.2024 upto 17.00 hrs.** Tender opening date for technical proposals (On- Line) **30.03.2024 at 15.00 hrs.**
8. **NIeT No 03/IVS of 2023-2024, Memo No 321/DM/2024 DT:-22.02.2024.** Tender Submission Closing date (On-Line) **28.03.2024 upto 17.00 hrs.** Tender opening date for technical proposals (On- Line) **01.04.2024 at 15.00 hrs.**

Details are available at the office of the undersigned on any working day or at website **"wbtenders.gov.in".**
Sd/- Chairman
Dubrajpur Municipality, Birbhum

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
[illegible]
Sd/- Chairman, U.K. Municipality

বেন ডাকেট তাহলে ঋষভ পন্তকে দেখেনি: রোহিত শর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি: 'বাজবল'-এর অর্থটা কী, তা না জানলেও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এ সিরিজ তাঁকে আরও ভালো অধিনায়ক করে তুলেছে বলে মনে করেন রোহিত শর্মা। ধর্মশালায় আগামীকাল থেকে শুরু শেষ টেস্টের আগে ঋষভ পন্তের প্রসঙ্গ টেনে ইংলিশ ওপেনার বেন ডাকেটকে খোঁচা দেওয়ার সুযোগও অবশ্য ছাড়েননি তিনি।

হায়দরাবাদে প্রথম টেস্টে হারলেও পরের তিন ম্যাচ জিতে সিরিজ জয় নিশ্চিত করেছে ভারত। এর আগে সর্বশেষ ২০২১ সালে ভারত সফরে গিয়েছিল ইংল্যান্ড। সেবারও সিরিজের প্রথম টেস্ট জিতেছিল জো রুটের দল। তবে ৪ ম্যাচের সিরিজটি ঠিকই হেরেছিল ৩-১ ব্যবধানে। এবারও প্রথম ৪ ম্যাচ শেষে ফলটা একই।

কিন্তু সেই ইংল্যান্ড দলের সঙ্গে এবারের দলের পারফরম্যান্সের পার্থক্য আছে বলে মনে করেন রোহিত। 'বাজবল' প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আমি জানি না, বাজবল মানে কী। আমি কাউকে খ্যাপাটেভাবে ব্যাট চালাতে দেখিনি। শেষবারের চেয়ে ইংল্যান্ড এবার ভালো খেলেছে। তবে আমি এখনো জানি না, বাজবলের অর্থ কী।'

সেটি না জানলেও ডাকেটকে অবশ্য খোঁচা দিয়েছেন রোহিত। দারুণ ফর্মে থাকা ভারত ওপেনার যশস্বী জয়সোয়ালের ব্যাটিং দেখে এর আগে ডাকেট বলেছিলেন, 'যখন আপনি প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়দের এভাবে খেলতে দেখবেন, অন্যরা যেভাবে টেস্ট ক্রিকেট খেলছে, তার চেয়ে আলাদাভাবে (কাউকে) খেলতে দেখলে মনেই হয় যে আমাদের একটু কৃতিত্ব নেওয়া উচিত।'

ডাকেটের জবাবে এবার রোহিত বলেছেন, 'আমাদের দলে ঋষভ পন্ত নামের একজন ছিল, হয়তো বেন ডাকেট তাকে খেলতে দেখেনি।'

অবশ্য এ সিরিজ তাঁর অধিনায়কত্বের উন্নতি করেছে বলে মনে করেন তিনি, 'অধিনায়ক হিসেবে এ সিরিজটা আমার শেখার জন্য দারুণ ছিল। অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছি আমরা। অধিনায়ক হিসেবে খেলোয়াড়দের কীভাবে ব্যবহার করতে হয়, সে ব্যাপারে

অনেক শিখেছি এবং অবশ্যই চাপে পড়লে কীভাবে ব্যবস্থা নিতে হয়, সেগুলোও। এ সিরিজ খেলা দারুণ এক অভিজ্ঞতা।'

রোহিত এরপর যোগ করেন, 'আমি খুশি যে এ সিরিজে অধিনায়কত্ব করতে পেরেছি। অধিনায়ক হিসেবে আমার ঘাটতি কোথায় এবং কোন ব্যাপারগুলো ভিন্ন উপায়ে করতে হবে, সেগুলো বুঝেছি।'

২০২২ সালে বিরাট কোহলির পর টেস্ট অধিনায়কত্বের দায়িত্ব নেওয়া রোহিতের অধীনে এখন পর্যন্ত কোনো দ্বিপক্ষীয় সিরিজ হারেনি ভারত। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এবার কোহলির মতো খেলোয়াড়কে পাননি রোহিত, বাবা হওয়ার কারণে যিনি ছুটিতে আছেন। চোটের কারণে ছিটকে গেছেন লোকেশ রাহুল, যশপ্রীত বুমরাকেও টানা তিন টেস্টের পর বিশ্রাম দিতে হয়েছিল। তবে জয়সোয়ালের মতো তরুণ যেমন দুটি ডাবল সেঞ্চুরি করেছেন, সর্বশেষ টেস্টে ভারতকে জয়ের পথে নিয়ে গেছেন ধ্রুব জুরেল ও শুবমান গিলের মতো তরুণও।

রোহিত এ সিরিজকে বলছেন প্রত্যাবর্তনের, 'অধিনায়ক হওয়ার পর থেকে পূর্ণশক্তির দল পাইনি। এটা অজুহাত নয়, যা আছে, তা-ই নিয়ে কাজ করতে হবে, আবহটা ভালো রাখতে হবে, খোলামনে খেলতে হবে। এ সিরিজ আসলে প্রত্যাবর্তনের। সিরিজজুড়েই আপনি দেখে থাকবেন, আমরা চাপে পড়েছি, সেটি কাটিয়ে প্রতিপক্ষকে ফিরিয়ে দিয়েছি।'

ভারতের প্রশংসা করেছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকসও, 'একাধিক মুহূর্তে ভারত আমাদের চেয়ে ভালো করেছে। এটা স্কিল বনাম স্কিলের ব্যাপার এবং যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলোতে ভারত ভালো করেছে।'

অধিনায়ক রোহিতের কাছে অধিনায়ক স্টোকস হার মেনেছেন কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে স্টোকস বলেছেন, 'সে সিদ্ধান্তের ভার আপনাকেই দিলাম।

শততম টেস্টের আগে চাপে বেয়ারস্টো

নিজস্ব প্রতিনিধি: ধর্মশালায় শততম টেস্ট খেলার হাতছানি দুজনের সামনে। একজন রবিচন্দ্রন অশ্বিন, আরেকজন জনি বেয়ারস্টো।

অশ্বিন জানিয়েছেন, শততম টেস্ট তাঁর কাছে স্রেফ একটা সংখ্যা। ভারতের এই অফ স্পিনারের মাইলফলকটি নিয়ে তেমন হেলদোল নেই। সংবাদ সম্মেলনে বেশ খেশমেজাজেই মাইলফলকটি নিয়ে কথা বলেছেন। তবে বেয়ারস্টোর প্রেক্ষাপট একটু অন্য রকম। সিরিজে এ পর্যন্ত চার টেস্টের ৮ ইনিংসে একটি ফিফটিও নেই। টেস্টে ৩৪ বছর বয়সী এই ব্যাটসম্যানদের ভবিষ্যৎ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন কেউ কেউ।

শততম টেস্টের দুয়ারে দাঁড়িয়ে এমন অনুভূতি হলে কার ভালো লাগে! বেয়ারস্টোরও তাই সময়টা এখন ভালো কাটার কথা নয়। পাঁচ টেস্টের এই সিরিজে দলের হারও আগেই নিশ্চিত হয়েছে ৩,১ ব্যবধানে।

আগামীকাল ধর্মশালায় পঞ্চম এবং শেষ টেস্টটি আনুষ্ঠানিকতার হলেও ইংল্যান্ডের জন্য ম্যাচটি তেমন না। শেষ ম্যাচে জয় তুলে নিয়ে সিরিজের স্কোরলাইনটা আরেকটু ভালো করতে চাইবে সফরকারীরা। বেয়ারস্টোর মনেও নিশ্চয়ই এমন প্রতিজ্ঞা আছে, নিজেকেও তো অবশ্যই ভালো পারফর্ম করতে হবে।

তবে শততম টেস্ট নিয়ে বেয়ারস্টো সংবাদ সম্মেলনে আলাদা করে বলেও রাখলেন, এ মাইলফলক তাঁর কাছে 'অনেক কিছু।' এই অনেক কিছুকে বেয়ারস্টো ব্যাখ্যাও করলেন

খুব সরল ভাবনায়, 'পেশাদার ক্রিকেট শুরুর পর সব নবীনই ১০০ টেস্ট খেলতে চায়।'

অশ্বিনের টেস্ট অভিষেকের এক বছর পর ২০১২ সালে লর্ডসে এই সংস্করণে অভিষেক বেয়ারস্টোর। ইংলিশ তারকা এ নিয়ে বলেছেন, তখন কেউ যদি তাঁকে বলতেন একদিন দেশের হয়ে শততম টেস্ট খেলবেন, তাহলে ব্যাপারটা স্বপ্ন বলেই মনে হতো।

উইকেটকিপিং ছেড়ে চলতি সিরিজে বিশেষজ্ঞ ব্যাটসম্যান হিসেবে খেলছেন বেয়ারস্টো। কিন্তু ব্যাট একদমই হাসছে না;৮ ইনিংসে ২১.২৫ গড়ে মাত্র ১৭০ রান। পায়ের চোট কাটিয়ে গত বছর ইংল্যান্ড দলে ফেরার পর থেকেই ব্যাটে রান,খরা চলছে বেয়ারস্টোর। সেই চোট কাটিয়ে এ পর্যন্ত খেলা ১০ টেস্টে কোনো সেঞ্চুরি নেই, ভারতের বিপক্ষে সিরিজে চার টেস্টে সর্বোচ্চ ৩৮ রানের ইনিংস খেলেছেন।

বেয়ারস্টোর ব্যাটে রান না থাকায় ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম 'টেলিগ্রাফ',এ লেখা কলামে ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক মাইকেল ভন তাঁর শততম টেস্টের লগ্নে একটি বিষয় মনেও করিয়ে দিয়েছেন।

ভন মনে করেন, ব্যাটে রান না পেলেও শততম টেস্ট উদ্‌যাপনের জন্য আলাদা করে মুহূর্ত পাওয়ার যোগ্যতা রাখেন বেয়ারস্টো, 'আমি মনে করি, ৯৯ ম্যাচ খেলে ফেললে শততম ম্যাচের মুহূর্তটা সে পেতেই পারে। তবে এটাও মনে রাখতে হবে ১০১তম টেস্টে না,ও খেলা হতে পারে। দলে ফেরার পর সর্বশেষ ১০ টেস্টে সে ভালো খেলেনি, বিশেষ করে ভারতে।'

ওয়াগনারকে নিয়ে মুখোমুখি অবস্থানে টেলর, উইলিয়ামসন

নিজস্ব প্রতিনিধি: নিল ওয়াগনারকে নিয়ে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটে কি গৃহদাহ শুরু হলো? প্রশ্নটি উঠছে কারণ, ওয়াগনারকে নিয়ে নিউজিল্যান্ড জাতীয় দলে দীর্ঘদিনের দুই সতীর্থের পাল্টাপাল্টি মন্তব্য। একজন, এখন সাবেক, অন্যজন এখনো খেলে যাচ্ছেন। প্রথমজন যে রস টেলর, এতক্ষণে তা নিশ্চয়ই জেনে গেছেন। ইএসপিএনের অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট নামের এক পডকাস্টে নিউজিল্যান্ড কিংবদন্তি টেলর বলেছেন, ফাস্ট বোলার ওয়াগনারকে অবসর নিতে বাধ্য করা হয়েছে। দ্বিতীয়জন সে কথার জবাব দিয়েছেন এবং তাঁর নাম কেন উইলিয়ামসন। বোঝাই যাচ্ছে, নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটে দুটোই বেশ ভারি নাম। দুই কিংবদন্তির পাল্টাপাল্টি মন্তব্যের রেশ কে জানে অন্যদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়তে পারে!

উইলিয়ামসন ওয়াগনারকে নিয়ে কথা বলেছেন ক্রাইস্টচার্চের হ্যাগলি ওভালে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে। শুক্রবার এই হ্যাগলি ওভালেই সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হবে নিউজিল্যান্ড। ম্যাচটি সামনে রেখে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ওয়াগনারকে নিয়ে টেলরের মন্তব্যের ব্যাপারে জানতে চাওয়া হয়েছিল উইলিয়ামসনের কাছে। নিউজিল্যান্ডের সাবেক এই অধিনায়ক বলেছেন, 'আমি মনে করি না কাউকে অবসর নিতে বাধ্য করা হয়েছে। গত সপ্তাহটা তার (ওয়াগনার) দারুণ কেটেছে এবং সেটা ছিল তার অবিশ্বাস্য ক্যারিয়ারেই প্রতিচ্ছবি।' অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দুই টেস্টের সিরিজে দলে নেওয়া হবে না, এমন জানার পর অবসরের সিদ্ধান্ত নেন ৩৭ বছর বয়সী বাঁ হাতি পেসার ওয়াগনার। এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজে উইকেট নেওয়ার পর কাউকে উদ্দেশ্য করে 'চুপ করার' ইঙ্গিত করেছিলেন ওয়াগনার। একটি উইকেট পতনের পর দলীয় উদ্‌যাপনে কাউকে মাঝের আঙুলও দেখিয়েছিলেন। ওয়াগনারের অবসর নেওয়ার সঙ্গে সেগুলোর সম্পর্ক আছে কি না, সে বিষয়ে ইএসপিএনের অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট পডকাস্টে জানতে চাওয়া হয়েছিল টেলরের কাছে।

ওয়ানডেতে নিউজিল্যান্ডের হয়ে সর্বোচ্চ রান করা টেলর উত্তরে বলেছেন, 'আমার মনে হয় এখন এগুলো একটু বোঝা যাচ্ছে। লুকিয়ে লাভ নেই, আমার মনে হয় এটা বাধ্যতামূলক অবসর। যদি ওয়াগনারের সংবাদ সম্মেলনের কথা শোনেন;সে অবসর নিচ্ছে কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টের পরই। মানে সে নিজেকে প্রস্তুত রেখে ছিল।' ওয়াগনার আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় নিতে প্রথম টেস্টে দলের সঙ্গে থাকলেও ক্রাইস্টচার্চে শুরু হতে যাওয়া ম্যাচে দলের সঙ্গে থাকবেন না। ওয়াগনারের মুখে আঙুল দিয়ে চুপ করার উদ্‌যাপনের ব্যাখ্যাও দিয়েছেন উইলিয়ামসন। ফিল্ডিং নিয়ে নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক টিম সাউদির সঙ্গে বন্ধুত্বসুলভ খোঁচাখুঁচির ফল হিসেবে ওয়াগনার অমন উদ্‌যাপন করেছেন বলে দাবি করেন উইলিয়ামসন, 'তারা দুজনেই দারুণ সতীর্থ এবং ভবিষ্যতেও তাই থাকবে। ওয়াগনারের ফিল্ডিং নিয়ে ড্রেসিংরুমে খোঁচাখুঁচি হয়েছিল। এজন্য সে (সাউদি) তাকে ফাইন লেগে ফিল্ডিংয়ে রেখেছিল যেন ক্যাচ নিতে পারে। ওয়াগনার সে সুযোগটা নিয়েছে। আমার মনে হয় এটা সে-ও (ওয়াগনার) জানে যে বিষয়টি প্রাসঙ্গিক নয় এবং দেখতেও ভালো লাগে না। কিন্তু কিছু কিছু সময় ব্যাপারটা মজার ছিল এবং তা কোন বিষয় নিয়ে, সব খেলোয়াড়ই তা বুঝতে পেরেছে।'

উইলিয়ামসন জানিয়েছেন, বাইরে অনেক কথা হলেও নিউজিল্যান্ড দলের ড্রেসিংরুম শান্তই আছে, 'হ্যাঁ বেশ ভালো। এই ব্যাপারে আমরা সব সময়ই উন্নতির চেষ্টা করি দল হিসেবে। অনেক বছর ধরেই এটা করা হচ্ছে।' নিউজিল্যান্ড দলে রস টেলরের অভিষেক ২০০৬ সালে। তার চার বছর পর অভিষেক হয় উইলিয়ামসনের। নিউজিল্যান্ডের হয়ে টেস্টে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক উইলিয়ামসনের পরেই আছেন ২০২২ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ছেড়ে দেওয়া টেলর। কিন্তু টেলর দলে যেহেতু সিনিয়র তাই ড্রেসিংরুমের পরিবেশ নিয়ে উইলিয়ামসন বলেছেন, '(টেলর) হয়তো আমার চেয়ে বেশি জানে। ঠিক নিশ্চিত নই আমি। তবে আমি (মাঠে) সবাইকে সর্বস্ব নিংড়ে দিতে দেখি। দল হিসেবে উন্নতির চেষ্টা করে সবাই। দলকে আরও সামনে এগিয়ে নেওয়ায় মনোযোগী সবাই।'

ওয়াগনারের সঙ্গে ড্রেসিংরুমের স্মৃতি নিয়েও কথা বলেছেন উইলিয়ামসন, 'ড্রেসিংরুমে আমাদের অসাধারণ সময় কেটেছে। হ্যাঁ, ব্যাপারটা নিখুঁত ছিল না। অবশ্যই মাঠের পারফরম্যান্স আরেকটু সাহায্য করত। তবে বিষয়টি এর চেয়েও বেশি কিছু।

ধর্মশালায় জয় ছাড়া ভাবছেন না রোহিত, প্রথম একাদশে পরিবর্তনের ইঙ্গিত

নিজস্ব প্রতিনিধি: বৃহস্পতিবার থেকে ধর্মশালায় শুরু হবে ভারত-ইংল্যান্ড পঞ্চম টেস্ট। রাঁচীতে ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়ে সিরিজ জয় নিশ্চিত করেছে ভারতীয় দল। তবু পঞ্চম টেস্টকে হালকা ভাবে নিচ্ছেন না রোহিত শর্মা। ধর্মশালায় জিতেই সিরিজ শেষ করতে চান ভারতীয় দলের অধিনায়ক।

ধর্মশালার উইকেট দেখে খুশি রোহিত। তিনি মনে করছেন, প্রথম দিকে জোরে বোলারেরা কিছুটা সাহায্য পেলেও পরের দিকে বল ঘুরবে। ভারতের উইকেটগুলি সাধারণত যেমন হয়, ধর্মশালার ২২ গজ তেমনই হবে। যদিও পিচ নিয়ে ভাবছেন না তিনি। বুধবার রোহিত বলেছেন, ''পিচ স্পিন সহায়ক হোক বা অন্য রকম, আমরা জেতার লক্ষ্য নিয়েই মাঠে নামব। স্পিন সহায়ক পিচ হলে দু'দলই কিছু সুবিধা পাবে। আবার দু'দলেরই কিছু সমস্যা হবে।'' প্রথম একাদশে পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছেন রোহিত। তাঁর বক্তব্য, ''ধর্মশালায় এক জন অতিরিক্ত জোরে বোলার খেলানোর সম্ভাবনা রয়েছে। এখানে সকালের দিকে বল ভাল সুইং হতে পারে। যদিও আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিইনি।''

ধর্মশালায় ভারতীয় দলের লক্ষ্য কী থাকবে? রোহিত বলেছেন, ''আমরা যে ভাবে সিরিজ জিতেছি, সেটা আমার কাছে বেশ ইতিবাচক। আমরা পিছিয়ে থেকে ফিরে এসে জিতেছি। চাপের মুখে আমাদের সেরাটা বেরিয়ে আসে। চাপটা আমরা গ্রহণ করেছি এবং লড়াই করে ফিরে এসেছি।''

যশস্বী জয়সওয়াল, সরফরাজ খান, ধ্রুব জুরেল, আকাশ দীপদের মতো তরুণ ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্সে খুশি ভারতীয় দলের অধিনায়ক। ক্রিকেটের সর্বোচ্চ পর্যায়ে তরুণেরা যে ভাবে নিজেদের মেলে ধরেছেন, তা স্বস্তি দিচ্ছে তাঁকে।

উডকে নিয়ে ধর্মশালায় নামবে ইংল্যান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: ধর্মশালায় আগামীকাল শুরু হচ্ছে ভারত, ইংল্যান্ড পাঁচ ম্যাচ টেস্ট সিরিজের শেষ ম্যাচ। অনুমিতভাবে এবারও ম্যাচ শুরুর আগের দিন একাদশ ঘোষণা করেছে ইংল্যান্ড। সফরকারীরা দলে এনেছে একটি পরিবর্তন। ফাস্ট বোলার ওলি রবিনসনের পরিবর্তে একাদশে ফিরেছেন আরেক ফাস্ট বোলার মার্ক উড।

ভারত ৩,১ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে এরই মধ্যে সিরিজ জিতে নিলেও ধর্মশালায় শেষ ম্যাচটা ইংল্যান্ডের কাছে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। এ ম্যাচ দিয়েই ইংল্যান্ডের ১৭তম ক্রিকেটার হিসেবে শততম টেস্ট খেলতে নামছেন জনি বেয়ারস্টো।

জিমি অ্যান্ডারসন ৭০০ টেস্ট উইকেটের মাইলফলক থেকে মাত্র ২ উইকেট দূরে। ৪১ বছর বয়সী অ্যান্ডারসনের এটাই যে ভারতের মাটিতে নিজের শেষ টেস্ট হতে চলেছে, এক রকম নিশ্চিত করে বলে দেওয়াই যায়।

সিরিজে একবারই সুযোগ পেয়েছেন ৩০ বছর বয়সী রবিনসন। খেলেছেন সর্বশেষ রাঁচি টেস্টে। সে ম্যাচে ব্যাট হাতে ক্যারিয়ারের প্রথম ফিফটি পেলেও তাঁর যে আসল কাজ, মানে বোলিং;সেটা ঠিকঠাক করতে পারেননি।

প্রথম ইনিংসে ১৩ ওভারে ৫৪

রান দিয়ে ছিলেন উইকেটশূন্য। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতকে ৬১ ওভার ব্যাট করতে হলেও রবিনসনকে বোলিংয়ে আনার প্রয়োজনীয়তা দেখেননি ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস। ৩৪ বছর বয়সী উড এই সিরিজে দুটি ম্যাচ খেলে নিয়েছেন ৪ উইকেট।

ধর্মশালার হিমাচল প্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়ামের অবস্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১২১৭ মিটার বা ৩২২০ ফুট উঁচুতে। সেখানকার আবহাওয়া ম্যাচে অনেক বড় ভূমিকা রাখবে। আগামীকাল টেস্টের প্রথম দিনে তাপমাত্রা ১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে যেতে পারে। এ ধরনের আবহাওয়ায় ভারতীয়দের চেয়ে ইংলিশদেরই ভালো মানিয়ে নেওয়ার কথা।

ধর্মশালার রেকর্ডও ইংলিশদের পক্ষে কথা বলছে। সেখানে এখন পর্যন্ত দুটি ওয়ানডে খেলে দুটিতেই তারা জিতেছে। প্রথমটি ভারতের বিপক্ষেই ২০১৩ সালে, অন্যটি গত বিশ্বকাপে বাংলাদেশের বিপক্ষে।

ধর্মশালা টেস্টে ইংল্যান্ডের একাদশ: জ্যাক ক্রলি, বেন ডাকেট, ওলি পোপ, জো রুট, জনি বেয়ারস্টো, বেন স্টোকস (অধিনায়ক), বেন ফোকস (উইকেটকিপার), টম হার্টলি, মার্ক উড, জিমি অ্যান্ডারসন ও শোয়েব বশির।

প্রথম ব্রিটিশ হিসেবে ইউরোপে 'ফিফটি' কেইনের

নিজস্ব প্রতিনিধি: লাৎসিওর বিপক্ষে ১-০ গোলে পিছিয়ে থেকে অ্যালিয়াঞ্জ অ্যারেনায় নেমেছিল বায়ার্ন মিউনিখ। হ্যারি কেইনের জোড়া গোলে সেই পিছিয়ে থাকা থেকে ফিরতি লেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে ৩-০ ব্যবধানের জয় পেয়েছে জার্মান ক্লাবটি। দুই লেগ মিলিয়ে ৩-১ গোলের জয়ে বায়ার্নের কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার নায়কও কেইন। আর নায়ক হওয়ার রাতে দারুণ এক কীর্তিও গড়েছেন ইংল্যান্ডের এই স্ট্রাইকার। ব্রিটেনের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে উয়েফা আয়োজিত ক্লাব প্রতিযোগিতায় ন্যূনতম ৫০ গোলের মাইলফলক ছুঁলেন কেইন।

ম্যাচের ৩৮ মিনিটে রাফায়েল গুয়েরেরোর পাস থেকে উয়েফার ক্লাব প্রতিযোগিতায় নিজের ৫০তম গোলটি তুলে নেন কেইন। ৬৬ মিনিটে দ্বিতীয় গোল করে মাইলফলকটি টপকেও যান। চ্যাম্পিয়নস লিগে এ নিয়ে ২৭ গোল হয়ে গেল কেইনের।

ইউরোপে দ্বিতীয় স্তরের টুর্নামেন্ট ইউরোপা লিগে কেইনের গোলসংখ্যা ১৮ এবং কনফারেন্স লিগে করেছেন ৬ গোল। উয়েফা আয়োজিত ইউরোপিয়ান ক্লাব প্রতিযোগিতায় ২৪তম খেলোয়াড় হিসেবে অন্তত ৫০ গোল করলেন কেইন।কেইনের আগে ব্রিটেনের খেলোয়াড়দের মধ্যে এত দিন সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ডটি ছিল লিভারপুল কিংবদন্তি স্টিভেন জেরার্ডের দখলে। ৪১ গোল করেছিলেন সাবেক এই মিডফিল্ডার। চ্যাম্পিয়নস লিগে করেছেন ২১ গোল, উয়েফা কাপ/ইউরোপা লিগ মিলিয়ে ৯ গোল, চ্যাম্পিয়নস লিগ এবং ইউরোপা লিগ বাছাই মিলিয়ে করেছেন আরও ১১ গোল।

৪০ গোল নিয়ে তালিকায় তৃতীয় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কিংবদন্তি ওয়েইন রুনি। চ্যাম্পিয়নস লিগে ৩০ গোল করেছেন ইংল্যান্ডের সাবেক এই স্ট্রাইকার। ৬ গোল করেছেন ইউরোপা লিগে। বাকি ৪ গোল করেছেন চ্যাম্পিয়নস লিগ বাছাইয়ে।

উয়েফা ক্লাব প্রতিযোগিতায় প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে ১০০ গোলের (১৪৩ ম্যাচ) মাইলফলক ছোঁয়ার রেকর্ড ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর। ২০১৭ সালের এপ্রিলে এই রেকর্ড গড়েছিলেন পর্তুগিজ কিংবদন্তি। ছয় মাস পর তাঁর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী লিওনেল মেসিও

উয়েফা ক্লাব প্রতিযোগিতায় শত গোলের (১২২ ম্যাচ) মাইলফলকের দেখা পান।

উয়েফা ক্লাব প্রতিযোগিতায় গোলসংখ্যায় রোনালদো এখনো অন্যদের চেয়ে এগিয়ে। সৌদি ক্লাব আল নাসর তারকার গোলসংখ্যা ১৪৫। অবশ্য ৩৯ বছর বয়সী রোনালদোর ইউরোপে ফেরার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তাই এই গোলসংখ্যা সম্ভবত আর বাড়বে না। ১৩২ গোল নিয়ে দ্বিতীয় মেসি। আর্জেন্টাইন কিংবদন্তিও ইউরোপ ছেড়ে যোগ দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ঘরোয়া ফুটবলে। ৩৬ বছর বয়সী মেসিও সম্ভবত আর ফিরবেন না ইউরোপে। তাই গোলসংখ্যাও বাড়ার সম্ভাবনা নেই।

উয়েফা ক্লাব প্রতিযোগিতায় আরেকজন খেলোয়াড় শততম গোলের মাইলফলকের দেখা পেয়েছেন;রবার্ট লেভানডফস্কি। বার্সেলোনা তারকার গোলসংখ্যা ১০১।

ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগে খেলা খেলোয়াড়দের মধ্যে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এ মৌসুমে সবচেয়ে বেশি গোলে অবদান কেইন ও পিএসজি তারকা কিলিয়ান এমবাপ্পের। ৩৪ ম্যাচে ৪১ গোলে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ অবদান রেখেছেন এমবাপ্পে। কেইনও ৪১ গোলে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ অবদান রেখেছেন, তবে এমবাপ্পের চেয়ে একটি ম্যাচ কম খেলেছেন বায়ার্ন তারকা। জয়ের পর কেইন বলেন, 'এটা ছিল আমাদের জন্য নিখুঁত রাত। সবাই যেভাবে খেলেছে, সুযোগ তৈরি করেছে, সব মিলিয়ে উঁচুমানের পারফরম্যান্সই ছিল।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**